বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৮০ ॥ ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৩ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৭ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিএনপির সঙ্গে ছাত্রনেতাদের দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি কাম্য নয়: আসিফ নজরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সঙ্গে ছাত্রনেতাদের কোনো দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। রোববার (২৬ জানুয়ারি) তিনি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন। আসিফ নজরুল তার পোস্টে লিখেছেন, বিএনপির সাথে ছাত্রনেতাদের *২-এর পাতায় দেখুন*

নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ৩ মাস সময় যথেষ্ট: মেজর হাফিজ

স্টাফ রিপোর্টার : দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য তিন মাস সময় যথেষ্ট। সুতরাং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের সরকার আসার সুযোগ দিন।'তার প্রশ্ন, '৭১ সালে যুদ্ধ করেছি, নির্বাচিত *২-এর পাতায় দেখুন*

৩ দিনের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নতুন তালিকা প্রকাশ করবে বাংলা একাডেমি: মহাপরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে জুলাই গণহত্যায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সাময়িকভাবে তালিকা স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম। সেইসঙ্গে তিনি এও জানান যে আগামী তিনদিনের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্তদের *২-এর পাতায় দেখুন*

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সংকটের শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সঙ্কটের শঙ্কা রয়েছে। কারণ ফার্নেস অয়েলচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ওপর দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এখনো বড় আকারে নির্ভরশীল। আর ওসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বেশিরভাগই বেসরকারি মালিকানাধীন। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ বেসরকারি মালিকানাধীন ওসব বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের (আইপিপি) ৮ হাজার কোটি টাকা পাওনা বকেয়া আটকে রয়েছে। তার মধ্যে ফার্নেস অয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর পাওনা বকেয়ার পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তার অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকা বকেয়া পাওনা দ্রুত পরিশোধ না করা হলে আসন্ন সেচ, রমজান ও গ্রীষ্ম মৌসুমে ফার্নেস অয়েলচালিত ওসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরবরাহ ঠিক রাখা যাবে না বলে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশন (বিআইপিপিএ) এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, গত বছরের গ্রীষ্ম, রমজান ও সেচ মৌসুমে দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা সাড়ে ১৬ হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি উঠেছিল। এর মধ্যে ফার্নেস অয়েল কেন্দ্রগুলো থেকে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ব্যবহার সাড়ে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত উঠেছিলো। দেশে ফার্নেস অয়েল কেন্দ্রগুলোর এখন মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৬ হাজার ৮৮৫ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। এগুলো

শীতে খুব বেশি ব্যবহার না হলেও বিপিডিবি গ্রীষ্ম, রমজান ও সেচ মৌসুমে ব্যবহার করে। সূত্র জানায়, ফার্নেস অয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে আসন্ন সেচ, রমজান ও গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক রাখতে অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। সেজন্য এখনই ঋণপত্র (এলসি) খোলা জরুরি। কারণ এলসি খোলা সাপেক্ষে দেশে ওই ধরনের সব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেল পৌঁছতে অন্তত ৪০-৪৫ দিন সময় লাগে। সেক্ষেত্রে এখন এলসি খোলা হলে ওই জ্বালানি তেল আসতে মার্চের প্রথম সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। আর মার্চের প্রথম দিকে রমজানও শুরু হবে। এর আগে সেচের ভরা মৌসুম। এর মধ্যে যদি অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যায় তাহলে বিপাকে পড়তে হবে। আর বিপিডিবিও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি সংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি করা না গেলে বিদ্যুৎ চাহিদার ভরা মৌসুমে দেশে লোডশেডিং ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। সূত্র আরো জানায়, আইপিপিগুলো তাদের বকেয়া যে পরিমাণ অর্থ চাচ্ছে ওই পরিমাণ অর্থ এখন বিপিডিবির কাছে নেই। যদিও অর্থ বিভাগের কাছে ভর্তুকির টাকা চাওয়া হয়েছে। ওই অর্থ পাওয়া গেলে সেখান থেকে কিছু অর্থ পরিশোধ করা হবে। তবে ঠিক কী পরিমাণ ওই বিষয়ে এখনই নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না। দেশে *২-এর পাতায় দেখুন*

কে এম সফিউল্লাহর মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক সেনাপ্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস। রোববার (২৬ জানুয়ারি) এক শোক বার্তায় তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন কে এম সফিউল্লাহ। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় প্রধান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় আর্মি ব্রিগেডের (ফোর্স নামে পরিচিত) 'এস' ফোর্সের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য 'বীর উত্তম' খেতাব পেয়েছেন তিনি। ড. ইউনূস বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন কে এম সফিউল্লাহ। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তার অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ তার বীরগাঁথা আজীবন চিরকৃতজ্ঞে স্মরণ করবে। প্রধান উপদেষ্টা সাবেক এই সেনাপ্রধানের আত্মার মাগফেরাত ও পরকালীন জীবনের শান্তি কামনা করেন। তিনি শোক সন্তপ্ত *২-এর পাতায় দেখুন*

ছিনতাই-চাঁদাবাজি হচ্ছে অস্বীকার করছি না : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য পুলিশের কাজের ধীরগতিকেই দায়ী করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, বর্তমানে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ সদস্য রয়েছে। তবে, বাহিনীটির কাজের গতি কম থাকার কারণেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। রোববার (২৬ জানুয়ারি) সকালে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন ও জরুরি সেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, গণঅভ্যুত্থানের সময় বিভিন্ন কারাগার থেকে ২ হাজার ২০০-এর বেশি আসামি পালিয়েছিল। এর মধ্যে ১ হাজার ৫০০-এর মতো আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৭০০ আসামি এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। যেসব শীর্ষ সন্ত্রাসী বাইরে এসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে, তাদের দ্রুতই আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি আরও বলেন, কারাগারের জরুরি হটলাইন সেবার মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, প্যারোলে মুক্তি সম্পর্কিত *২-এর পাতায় দেখুন*

৭৭ পার করলেন মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : ভোর থেকেই জন্মদিনে শুভাকাঙ্খী-প্রিয়জনের শুভেচ্ছায় সিক্ত মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ৭৮তম জন্মদিনে দাঁড়িয়ে 'গণতন্ত্র ফিরে পাবার' কথাও বললেন তিনি। রোববার ২৬ জানুয়ারি ৭৭ বছর পূর্ণ করলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের। ১৯৪৮ সালের এই দিনে ঠাকুরগাঁওয়ে তার জন্ম। টেলিফোনে গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'বুড়ো হয়ে গেছি এখন তো বিদায়ের প্রান্তে।' 'তারপরও মনে ভেতরে যে স্বপ্ন, যে প্রত্যাশা তা কিন্তু চিরঞ্জীব আছে। সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে। বয়সের এই প্রান্তে এসে এই বিশ্বাসটুকু আমি করি, আমাদের রাজনৈতিক যে সংকটগুলো যে চ্যালেঞ্জগুলো তা অধিকাংশই সমাধান করা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ গণতন্ত্র ফিরে যাবে সেই প্রত্যাশায় আছি আর কি।' শরীরটা ভালো যাচ্ছে না জানিয়ে *২-এর পাতায় দেখুন*

চীন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার: জামায়াত আমির

গাজীপুর) প্রতিনিধি : চীন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। রোববার (২৬ জানুয়ারি) সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর ওয়ামী স্কুলের স্থায়ী ক্যাম্পে শীতবস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। জামায়াত আমির বলেন, 'বাংলাদেশের যতগুলো বড় প্রকল্প রয়েছে, অধিকাংশগুলোতে চীনের সহায়তা রয়েছে। বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতুতে চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পার্টনারশিপ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি মানুষের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নে চীন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বাংলাদেশের সবচাইতে বড় সম্মেলন কেন্দ্র রয়েছে, চীন-বাংলাদেশ সম্মেলন কেন্দ্র। এটি মূলত চীন আমাদের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাস্তবায়ন করেছিল। কিন্তু পরে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে পুরোটাই বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে। আমরা এ জন্য বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে রিপাবলিক অব চায়না তার সম্মানিত প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং চীনের জনগণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' জামায়াত আমির বলেন, 'বিশ্বে যে কয়টি দেশ বিজ্ঞানপ্রকৌশলে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, চীন তার অন্যতম। চীনের কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার ও জানার অনেক *২-এর পাতায় দেখুন*

মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে এলএনজি চুক্তি নিয়ে বিবৃতি বিডার

স্টাফ রিপোর্টার : বছরে ৫০ লাখ টন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি কিনতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি নন-বাইন্ডিং (বাধ্যতামূলক নয় এমন চুক্তি) চুক্তি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আর্জেন্ট এলএনজি। আর্জেন্ট এলএনজির সঙ্গে এই চুক্তির বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। গতকাল রোববার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যানকে উদ্ধৃত করে বলেন, মূল বিষয়গুলো নির্ধারণ করে আলোচনার সুযোগ রেখে স্বাক্ষরিত অ-বাধ্যতামূলক হেডস অফ অ্যাগ্রিমেন্ট (এইচওএ) প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। তিনি বলেন, একটি সম্পূর্ণ ও বাধ্যতামূলক চুক্তির পথে বাংলাদেশের আইন অনুসরণ করা *২-এর পাতায় দেখুন*

অর্থ উপদেষ্টা ড.সালেহউদ্দিন আহমেদ রোববার ঢাকায় আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলনকক্ষে 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সংস্কার বেশি প্রয়োজন: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সংস্কারের বেশি প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তারমতে, প্রক্রিয়াগত আইন কানুন ঠিকমত ব্যবহার হলে এই সংস্কার করা কঠিন হবে না। রোববার (২৬ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সভায় এসব জানান উপদেষ্টা। তারমতে, প্রক্রিয়াগত আইন কানুন ঠিকমত ব্যবহার হলে এই সংস্কার করা কঠিন হবে না। ক্ষমতার পালাবদলে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন কমিশন, পুলিশসহ একাধিক প্রতিষ্ঠান সংস্কারে কমিশন গঠন *২-এর পাতায় দেখুন*

ইভিএম কেনায় অনিয়ম খতিয়ে দেখছে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কেনায় অনিয়ম খতিয়ে দেখছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এজন্য সংস্থাটি নির্বাচন কমিশনের কাছে নথি চেয়েছে। রোববার (২৬ জানুয়ারি) এক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের তিন সদস্যের একটি দল নির্বাচন কমিশনে (ইসি) অভিযান চালিয়েছে। অভিযান শেষে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক নুর আলম সিদ্দিকি সাংবাদিকদের *২-এর পাতায় দেখুন*

ছাগলকাণ্ডের মতিউরের স্ত্রীকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় ছাগলকাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমানের প্রথম স্ত্রী ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান লায়লা কানিজকে আগামী সাত দিনের মধ্যে যেকোনও একদিন জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেয় আদালত। গতকাল রোববার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এর আগে দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. ইসমাঈল ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের পক্ষে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী রিমান্ডের পক্ষে অবস্থান নেন। এরপর বিচারক এ আদেশ দেন। গত ১৫ জানুয়ারি ভোরে *২-এর পাতায় দেখুন*

বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সাথে রোববার মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি ম্যাসদুপি সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

ই-রিটার্ন দেওয়া যাবে সারাবছর, বকেয়ার ওপর মাসে দুই শতাংশ চার্জ : এনবিআর চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেছেন, এখন থেকে সারাবছর অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। তবে ৩১ জানুয়ারির পরে রিটার্ন জমা দিলে বকেয়া আয়করের ওপর ২ শতাংশ হারে জরিমানা গুণতে হবে। গতকাল রোববার আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট বন্ধ হবে না। ৩৬৫ দিনই করদাতা ই-রিটার্ন দিতে পারবে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত যারা ট্যাক্স রিটার্ন দেবেন, তাদের করের হিসাব এক রকম হবে। এরপর যারা দেবেন, তারাও অনলাইনে দিতে পারবেন, তবে তাদের অটোমেটিক্যালি অতিরিক্ত চার্জ চলে আসবে। বকেয়া করের *২-এর পাতায় দেখুন*

সম্পর্ক নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার: বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন জানিয়েছেন, সরকার কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে না, সিদ্ধান্ত নেবে বিনিয়োগকারীর যোগ্যতা এবং প্রস্তাবের ভিত্তিতে। রোববার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিল লিজ পদ্ধতিতে পরিচালনায় বিটিএমসি ও ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রা:) লি. মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিজেএমসি ও বিটিএমসি'র প্রায় ৪৫-৫০ টির মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা পিপিপি/ লিজের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদেরকে দিতে চাই। ইতোমধ্যে গত ছয় মাসে তিনটি মিল হস্তান্তর হয়েছে,আরও কিছুর প্রক্রিয়া চলমান আছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর রিসোর্স ব্যবহার করুন, নিজে ও দেশকে লাভবান করুন, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে অবদান রাখুন। উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বিনিয়োগের জন্য ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রা:) লি: কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিটিএমসি ও বিজেএমসি'র মিলগুলোতে অবকাঠামো পরিপূর্ণ আছে। কিছুটা সংস্কার করে নিলেই দ্রুত এর উৎপাদন শুরু হবে, লাভ করার সুযোগ হবে। ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে সততা, নিষ্ঠা ও দ্রুততার সঙ্গে কাজগুলো করা হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিনিয়োগকারী খুঁজছে, ব্যবসায়ীরা সুযোগটা নিয়ে নিন। বিনিয়োগের বিভিন্ন সুবিধা তুলে ধরে বিনিয়োগের আহ্বান করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: আব্দুর রউফ। তিনি বলেন, *২-এর পাতায় দেখুন*

পুতুলের বিরুদ্ধে কানাডার নাগরিকত্ব থাকার প্রমাণ পেয়েছে দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পাশাপাশি কানাডার নাগরিকত্ব ধারণের প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার *২-এর পাতায় দেখুন*

আস্থাহীনতা ও বাড়তি খরচে ধুঁকছে শিল্প

স্টাফ রিপোর্টার : গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগ সরকার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির দৈন্যদশা কাটাতে পারছে না অন্তর্বর্তী সরকারও। বেসরকারি খাতে নানা সমস্যার কারণে সৃষ্ট সংকটের সঙ্গে আরো নতুন করে যোগ হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমানে চরম আস্থাহীনতা ও বাড়তি উৎপাদন ব্যয়ের চাপে আছে শিল্প। এতে বরং ঝুঁকি আরো বাড়ছে। দেশের রাজনৈতিক সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার পরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আরো দুরবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় দিনে দিনে দায়-দেনা ভারী হচ্ছে। ফলে ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের

মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ডলার সংকট কাটেনি। দফায় দফায় করকাঠামোর পরিবর্তন। গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বেড়েছে, তবু ঘাটতি আছে। উচ্চ সুদের হারে *২-এর পাতায় দেখুন*

বিএফআইইউর মাসুদ বিশ্বাসকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেয় আদালত। গতকাল রোববার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিব দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসাইন ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন *২-এর পাতায় দেখুন*

আন্দোলনে র‍্যাবের হেলিকপ্টার থেকে গুলির প্রমাণ মিলেছে: তাজুল ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার : গত বছরের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে র‍্যাবের বিরুদ্ধে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম। রোববার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে ট্রাইব্যুনাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান *২-এর পাতায় দেখুন*

অতিরিক্ত জেলা জজ পদে পদোন্নতি পেলেন ১৪ জন

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ১৪ জন যুগ্ম জেলা জজকে অতিরিক্ত জেলা জজ পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। গতকাল রোববার যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৫-এর সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) কামরুল হাসান স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়। পদোন্নতি পাওয়া ১৪ বিচারক হলেন- এস, এম, মাসুদ আমান, সেলিনা আক্তার, ফারহানা ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল হাই, অসীম কুমার দে, খালেদা ইয়াসমিন, আব্দুল কুদ্দুস, মোছা. রুবিনা পারভীন, সানজিদা আফরীন দীবা, মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৩ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

ইসির এখতিয়ারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ নয়

ডিসেম্বরে নির্বাচন চাইলে সব প্রস্তুতি অক্টোবরের মধ্যে সারতে হবে : সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হলে তফসিল ঘোষণাসহ এ সংক্রান্ত সব প্রস্তুতি অক্টোবরের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। একই সঙ্গে উৎসবমুখর পরিবেশ ভোট করার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন তিনি। রোববার (২৬ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন আরএফইডি আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। চলমান সংস্কারে সীমানা পুনর্নির্ধারণ, নতুন দল নিবন্ধনসহ নানা বিষয় তুলে ধরে সিইসি বলেন, ডিসেম্বরে ভোট করতে গেলে অক্টোবরে তফসিল করতে হবে। অক্টোবরের মধ্যে আইন-কানুন ও বিধিবিধান সংস্কার শেষ করতে হবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কাজের সমালোচনা করে তিনি বলেন, সুপারিশ অনেক কিছু দেওয়া যায়। বাস্তবায়ন করা কঠিন। এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, পার্লামেন্টের স্থায়ী কমিটির হাতে নির্বাচন কমিশনের কোনো কাজ গেলে বা এই কমিটির মুখাপেক্ষী হলে ইসির স্বাধীনতা ও ক্ষমতা খর্ব হবে। স্থায়ী কমিটির কাছে নির্ভরশীল হতে চাই না। এ সংক্রান্ত সুপারিশ বাতিল করতে হবে। সীমানা নির্ধারণে ইসির হস্তক্ষেপ না রাখার সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, এটি ইসির এখতিয়ার। ভোটার হালনাগাদ ও সীমানা নির্ধারণের জন্য ইসির বাইরে অন্য কারও হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। বিজয় দিবসে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়ের ধারণা দিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেছিলেন, ভোট কবে হবে তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে কতটা সংস্কার করে নির্বাচনে যাওয়া হবে, তার ওপর। মোটাদাগে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে সংসদ নির্বাচন হতে পারে।

এরই মধ্যে গত ১৪ জানুয়ারি রাতে বিএনপির পক্ষ থেকে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, চলতি বছরের জুলাই-আগস্টের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। এ ব্যাপারে উদ্যোগে নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় বিএনপি। গত বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) পটুয়াখালীতে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো, এই যে ভোটার কার্যক্রম- এটিকে কীভাবে আরও গতিশীল করা যায়, কীভাবে নির্ভুল করা যায়, কীভাবে আরও সুষ্ঠু করা যায়। প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়ে অর্থ্যাৎ ২০২৫ সালের ডিসেম্বর অথবা ২০২৬ সালের প্রথম মাসে যদি ভোট হয়, নিশ্চয়ই আইনশৃঙ্খলা পরিবেশ সুন্দর হবে।

মেডিক্যালে চান্স পেলেন চা দোকানির ছেলে রিফাত

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানের মজিদপুরে চা দোকানি ইউনূস বেপারীর ছেলে রিফাত বেপারী। মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে লেখাপড়ার চান্স পান তিনি। রিফাত ডাক্তার হয়ে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চান। রিফাতের বাবা ইউনূস বেপারী বলেন, 'আমার ছেলে যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে তখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার আমাকে কাজ করতে নিষেধ করে। আমি কাজ না করলে সংসার ও ছেলেদের দেখবে কে। সেখান থেকেই ছেলেকে ডাক্তার বানানোর চিন্তা ছিল। ছেলে এখন ডাক্তারি পরীক্ষায় চান্স পেয়েছে। যত কষ্টই হোক, তার জন্য টাকা-পয়সা জোগাড় করতে হবে। সে ডাক্তার হয়ে যেন মানুষের সেবা করতে পারে।' রিফাতের মা ঝর্না বেগম জানান, রিফাত যখন ছোট তখন তার বাবার কোমড়ের একটি অপারেশন হয়। ডাক্তার তাকে কাজ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু সংসার চালাতে তাকে কাজ করতে হয়। তখন থেকেই রিফাতের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। তিনি বলেন, 'কষ্ট হলেও রিফাতের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া আমার ভাইয়েরা সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই, ও ডাক্তার হয়ে যেন অসহায় মানুষের সেবা করতে পারে।' রিফাত বলেন, 'মায়ের স্বপ্ন পূরণ, বাবার অক্লান্ত পরিশ্রম আর ইচ্ছা শক্তির ফলে মেডিক্যাল পরীক্ষায় ৩২৩তম স্থানে উত্তীর্ণ হয়ে সলি-মুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। পরিবারে স্বচ্ছলতা ছিল

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক পলাতক ফ্যাসিবাদকে সুযোগ দিতে পারে : এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি : বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, আমাদের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলেছেন। নির্বাচন দিতে হবে, তা হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন, তিনি এই দাবিটাই করেছেন। এই দাবি করা খুবই যৌক্তিক। দেশের সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনের জন্যই আন্দোলন-সংগ্রাম ও লড়াই করেছে। সরকারে যারা আছেন তাদের শোনার মনমানসিকতা থাকতে হবে। কথাগুলো যদি না শোনেন, উপলব্ধি যদি না করেন এবং যদি বিএনপি মহাসচিব সম্পর্কে একটা কাউন্টার তৈরি হয়, এটা কিন্তু ঠিক হবে না। এটা জাতির জন্য আরেকটি ক্রান্তিকাল হয়ে যেতে পারে। কারণ এ বিতর্ক পলাতক ফ্যাসিবাদের জন্য একটা সুযোগ করে দিতে পারে। এই সুযোগ দেওয়া যাবে না। রোববার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে লক্ষ্মীপুর কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শহীদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, দেশে স্বাভাবিক সুন্দর একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, এ প্রজন্ম ও দেশবাসীর জন্য একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে। লক্ষ্যই হচ্ছে একটি সুন্দর বাংলাদেশ আমরা গড়বো। সেজন্য আমাদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকার ও আমরা বাইরে যারা আছি নির্বাচনকে নিয়ে সবাইকে একটি ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে। এটি দীর্ঘদিনের ডিমান্ড, সুতরাং এখানে নির্বাচনকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার কোন সুযোগ নেই।পলাতক ফ্যাসিবাদকে সুযোগ করে দেবো, এ ধরণের বিতর্ক আর যেন না হয়। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সকলকে অনুরোধ করবো- গোল টেবিল আলোচনা হতে পারে। রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধ করতে হবে। এই সুযোগটা আপনাদেরকেই তৈরি করতে হবে। সকল রাজনৈতিক দলকে আপনারা ডাকবেন আলোচনার টেবিলের, এটার সমাধান খুবই জরুরী। একটা যৌক্তিক সময় যুগোপযোগী নির্বাচন দিতে হবে। এবং তা হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। তিনি বলেন, ১৫-১৬ বছর আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম ছিল। সবশেষ ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা দেশে স্বাভাবিক অন্তর্বরতীকালীন সরকার পেয়েছি। এ সরকারকে আমরা সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করছি এবং করবো। সরকারের কাছে আমাদের অনেক বেশি প্রত্যাশা ও দাবি আছে। সবগুলো যে তারা মানতে পারবেন তা আমরা মনে করি। কিছু যৌক্তিক দাবি আছে,

৭-এর পাতায় দেখুন

র‌্যাবের সাবেক ডিজি হারুনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্ট গণহত্যা মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে র‌্যাবের সাবেক মহাপরিচালক হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে। রোববার (২৬ জানুয়ারি) এ পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গত বছরের ৫ জুন থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত র‌্যাবের ডিজি ছিলেন হারুন উর রশিদ। তার বিরুদ্ধে ওই সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা, নির্বিচারে মানুষকে হত্যা, প্ররোচনা, অধঃস্তনদের বাধা না দেওয়ার

৭-এর পাতায় দেখুন

টাকা জোগাড়ে করের বোঝা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের রাজনীতির অনিশ্চয়তা ভর করেছে দেশের অর্থনীতিতে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে আস্থাহীনতায় ব্যবসা-বিনিয়োগে ভাটা। উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণনে ধীরগতি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ। ব্যবসার প্রসার কিংবা নতুন বিনিয়োগ করা না করা নিয়ে শঙ্কা থাকায় গতি নেই অর্থনীতিতে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কাছে ঋণ পেতে মরিয়া সরকার। সঞ্চয়পত্রের সুদের হার বাড়ানোর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহেরও চেষ্টা চলছে। তবে সাফল্য নেই কোথাও। সার্বিকভাবে এর প্রভাব পড়েছে দেশের রাজস্ব আয়ে। টাকা জোগাড়ের সহজ পন্থা হিসেবে জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে করের বোঝা। অর্থবছরের মাঝপথে চলতি বছরের শুরুতেই আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে অধ্যাদেশ জারি করে অর্ধশতাধিক পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট আরোপ করেছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। পরবর্তী সময়ে আন্দোলনে নামে ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও ভোক্তারা। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হঠকারী, অপরিণামদর্শী ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত থেকে আংশিক ইউ টার্ন নিতে বাধ্য হয়েছে সংস্থাটি। উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে ন্যুজ গণতান্ত্রিক একটি দেশে এমন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়াকে সরকারের স্ববিরোধী নীতির সঙ্গে তুলনা করছেন ব্যবসায়ীরা। ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগ সরকার উচ্চাভিলাষী রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে গণ-অভ্যুত্থানে গদিছাড়া হলেও তাদের রেখে যাওয়া টার্গেট অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আসছে না। বরং রাজস্ব আয় বড় ধরনের ঘাটতির পথে। অর্থবছরের ছয় মাসেই রাজস্ব আয়ে টানাটানি চলছে। ঘাটতি ছাড়িয়েছে প্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা। এমন পরিস্থিতিতে করজাল সম্প্রসারণ না করে উল্টো করের হার বাড়িয়ে আবার কিছু পণ্যে করের হার কমিয়ে অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জানা গেছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আইএমএফ বাংলাদেশকে কর-জিডিপি অনুপাত ০.২ শতাংশ বাড়ানোর শর্ত দিয়েছে। বাড়তি এই টাকা চার লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার সঙ্গে যুক্ত হবে। জুলাই-আগস্টের আন্দোলন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা সংকটে রাজস্ব আদায়ে ধস। প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব ঘাটতি ৫৮ হাজার কোটি টাকা। এমন অবস্থায় তৃতীয় কিস্তির টাকা পেতেই এই পদক্ষেপ। যদিও এর ফলে আগে থেকেই অস্থির থাকা বাজার আরো অস্থির হয়েছে। বেড়েছে ভ্যাটের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি পণ্য ও সেবার দাম। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে দেশের খেটে খাওয়া কোটি মানুষ। নতুন বছরে বিস্কুট, ওষুধ, আমদানি করা ফল, ফলের রস, সাবান, সাবানজাতীয় পণ্য, পোশাক কেনাকাটা, মিষ্টি, বেশ

৭-এর পাতায় দেখুন

ব্যবসার প্রসার কিংবা নতুন বিনিয়োগ করা না করা নিয়ে শঙ্কা থাকায় গতি নেই অর্থনীতিতে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কাছে ঋণ পেতে মরিয়া সরকার

মেট্রোরেলের যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য দুঃখপ্রকাশ ডিএমটিসিএলের

স্টাফ রিপোর্টার : যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গত শনিবার মেট্রোরেল চলাচল বিলম্ব হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করেছে মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। গতকাল রোবব-ার সকালে ডিএমটিসিএলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে দুঃখপ্রকাশ করা হয়। পোস্টে বলা হয়, 'মেট্রোযাত্রীদের শুভকামনা জানাচ্ছি। মেট্রোরেলের টেকনিক্যাল টিম গত মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করে সিগন্যালিং সিস্টেম ঠিক করেছেন। আজ (রোববার) সকাল থেকে মেট্রোরেল নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করছে। মেট্রোরেলের যাত্রীদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।' অপর আরেকটি পোস্টে বলা হয়, '২৫ জানুয়ারি সকাল ৯টা ২৩ মিনিট থেকে ৯টা ৪৯ মিনিট পর্যন্ত ট্রেনের দরজা বিকল হওয়ার কারণে মেট্রোরেল সেবা বন্ধ ছিল এবং দুপুর ১টা ৩৩ মিনিট থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ কমিশনের হাতে নয় : ইসি সানাউল্লাহ

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের হাতে নয়। তবে প্রধান উপদেষ্টা যেমন বলেছেন চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে যে কোনো সময় দিনক্ষণ। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এই টাইম ফ্রেমকে ধরে নির্বাচন হবে। রোববার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার সরকারি মীর ইসমাইল হোসেন কলেজের হল রুমে নতুন ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ভোট যখনই হোক আমাদের একটা ভোটার তালিকা প্রয়োজন হবে এবং এই ভোটার তালিকা নিয়ে কিছু অভিযোগ আছে সেগুলো নিরসন করতে হবে। আমাদের কমিশন সভার সিদ্ধান্ত মতেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা। নির্দিষ্ট সময়ে খসড়া হয়ে ২ মার্চে গিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হয়ে যাবে। ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ কাটিয়ে ওঠার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে হালনাগাদ করা হবে। ভুয়া ভোটার তালিকা, মৃত ভোটারদের উপস্থিতি, বিদেশি নাগরিকদের

৭-এর পাতায় দেখুন

১০ দিনেও পণ্যবাহী কার্গো ছাড়েনি আরাকান আর্মি

স্টাফ রিপোর্টার : দশ দিন পার হয়ে গেলেও কক্সবাজারের টেকনাফ স্থলবন্দরে আসার পথে আটক পণ্যবাহী একটি কার্গো বোট এখনো ছাড়েনি মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। গতকাল রোববার সকাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার বস্তা বহনকারী বোট আরাকান আর্মির হেফাজতে রয়েছে। এর আগে গত সোমবার আরাকান আর্মির হেফাজতে থাকা দুটি কার্গো বোট টেকনাফ স্থলবন্দরে পৌঁছে। পণ্যবাহী একটি বোট এখনও ছাড়েনি বলে জানিয়েছেন টেকনাফ স্থলবন্দর ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্টের ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, 'এর আগে দুটি পণ্যবাহী কার্গো বোট আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে মুক্তি পায়। এসব পণ্যবাহী খালাস চলমান। তবে দশ দিন পার হয়ে গেলেও তাদের কাছে আরও একটি পণ্যবাহী বোট রয়েছে। সেখানে প্রায় ৩০ হাজার বস্তা বিভি-ন্ন ধরনের মালামাল রয়েছে।' এ

৭-এর পাতায় দেখুন

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের পদযাত্রা শাহবাগে আটকে দিলো পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শাহবাগে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে অবস্থান নেওয়া স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামানও ব্যবহার করা হয়। এ সময় কয়েকজন শিক্ষক আহত হয়েছেন। রোববার (২৬ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শাহবাগ মোড় থেকে থানার সামনে পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সকাল থেকেই সারাদেশ থেকে আসা ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকেরা শাহবাগে জড়ো হতে থাকেন। এর আগে, শিক্ষকরা স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি ঘোষণা করে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ঐক্যজোট আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির ব্যানারে শাহবাগ থেকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন তারা। গত শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি)

৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয়করণের দাবিতে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষকদের বিক্ষোভ সমাবেশে লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও জলকামান ব্যবহার করেছে পুলিশ। রোববার রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন মাদরাসা শিক্ষক আহত হয়েছেন।

মাদরাসা শিক্ষকদের ওপর পুলিশের হামলায় হাসনাতের নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার : ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকদের ওপর পুলিশের হামলায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। রোববার (২৬ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার পর ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে তিনি এ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাসনাত আবদুল্লাহ লিখেছেন, ইবতেদায়ি শিক্ষকসহ বাংলাদেশে সামগ্রিক শিক্ষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা জানাই। এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। এর আগে, এদিন দুপুরে রাজধানীর শাহবাগে চাকরি জাতীয়করণ ঘোষণাসহ ছয় দফা দাবিতে অবস্থান নেওয়া স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের লাঠিপেটা করে পুলিশ। এ সময় তাদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান নিক্ষেপ করেছে পুলিশ। এতে এক নারীসহ অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন।

৭-এর পাতায় দেখুন

মার্কিন সাহায্য বন্ধে গভীর সংকটে রোহিঙ্গারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)। উন্নয়ন সহযোগীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের বিরূপ প্রভাব পড়বে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার বিভি-ন্ন প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএসএআইডির ওয়েবসাইটে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র জোরালো বন্ধুত্ব বজায় রেখে আসছে। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত অংশীদার হিসেবে স্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিও অভিন্ন স্বার্থ থেকে নির্ধারিত হয়। ইউএসএআইডির

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি, প্রতিবাদে মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বোরো মৌসুমে নেত্রকোনার বিভিন্ন এলাকায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সরকারনির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কৃষকদের কাছে অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রি করছে। এর প্রতিবাদে জেলায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে নেত্রকোনা 'হাওর বাঁচাও আন্দোলন' শহরের শহীদ মিনারের সামনে সড়কে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধনের আয়োজন করে। এতে স্থানীয় কৃষকসহ গণ্যমান্য বক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বক্তব্য দেন 'হাওর বাঁচাও আন্দোলন' কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোনায়েম খান, নেত্রকোনা জেলা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান তালুকদার, নেত্রকোনা জেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইকবাল হুসেইন। খবর পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের। গত শনিবার পেশোয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, এই উদ্যোগ ভ্রমণ ও সংযোগ সহজতর করার পাশাপাশি পর্যটন, শিক্ষা এবং বাণিজ্যসহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে। হাইকমিশনার আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরও গভীর হবে। তিনি বাংলাদেশের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি

৭-এর পাতায় দেখুন

ইউএসএআইডি'র তহবিল স্থগিতের ঘোষণায় অনিশ্চয়তায় দেশের স্বাস্থ্য খাত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) বাংলাদেশে তাদের সব ধরণের সহায়তা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। এতে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি দেশের স্বাস্থ্য খাতও চরম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে জানিয়েছেন উন্নয়ন সহযোগী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এর প্রভাবে মা ও শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার, ব্যাপক অপুষ্টি, যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব (টিবি) এবং ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সংস্থাটি, বছরের পর বছর ধরে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, অপুষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সহ যক্ষ্মা রোগের মতো সংক্রামক রোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও সংস্থাটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে সহজীকরণ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী অর্জনে অবদান রাখতে সহায়তা করেছে। ১৯৪০ সাল থেকে এটি প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ওষুধ ও প্রসাধনী বিল পাসকে সমর্থন দিয়ে আসছে পাশাপাশি নকল ওষুধ ব্যবহারের ওপর কঠোর আইন প্রবর্তন করা সহ ওষুধ রপ্তানিকে আরও উপযোগী করে ভোক্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অবদান রাখতে কাজ করেছে। কিন্তু তাদের এ সিদ্ধান্তে ওষুধ শিল্পের ওপর

৭-এর পাতায় দেখুন

একাধিক মামলার আসামি বেজি সাগর ও রনি বিশ্বাস গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বাড্ডা এলাকা থেকে দুই চিহ্নিত মাদক কারবারি ও ছিনতাইকারীকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। তারা হলেন, মো. সাগর হোসেন ওরফে বেজি সাগর (২৫) ও রনি বিশ্বাস (২৩)। গ্রেফতারের সময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত একটি চাকু ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়। গতকাল রোববার ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত শনিবার দিনগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্য পাওয়া যায়, বাড্ডা থানার আনন্দনগর ছাব্বিশ কলোনি আলমগীরের মুদি দোকানের সামনে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে দেশীয় অস্ত্রসহ অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রকল্পে বিনিয়োগ কাটছাঁট

রাজস্ব ও কর্মসংস্থানে প্রভাব

স্টাফ রিপোর্টার : প্রকল্প বাস্তবায়ন প্ল্যান অনুযায়ী বরাদ্দ দিলেও তারা খরচ করতে পারে না। এর ফলে দফায় দফায় বাড়ে প্রকল্পের খরচ ও মেয়াদ, যার কারণে প্রতিবছরই মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম বাস্তবায়ন হয়। এবারও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। প্রকল্প বাস্তবায়নের নেতিবাচক প্রভাব রাজস্ব আয় ও কর্মসংস্থানে। প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে উৎস করসহ বিভিন্ন মালপত্র আমদানি থেকে সরকার রাজস্ব পায়। সেখানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আর কাটছাঁট করার ফলে মানুষের কাজের সুযোগ কমে যায়। অনেক মানুষ বেকার হয়ে যায়। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের এডিপি থেকে ৪৯ হাজার কোটি টাকা কাটছাঁট হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারের অংশ থেকে ৩০ হাজার কোটি এবং বৈদেশিক বরাদ্দ থেকে ১৯ হাজার কোটি টাকা। এর আগে কোনো অর্থবছরে এত বেশি পরিমাণ অর্থ এডিপি থেকে কাটছাঁট করা হয়নি। শুধু সড়ক-মহাসড়ক বিভাগ থেকেই ১১ হাজার ১৮৬ কোটি টাকা কাটছাঁটের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরের এডিপির আকার ধরা হয় দুই লাখ ৭৮ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের এক অতিরিক্ত সচিব জানান, চলতি অর্থবছরের এডিপি থেকে প্রায় অর্ধলক্ষ কোটি টাকা কাটছাঁট করা হচ্ছে। যদিও মন্ত্রণালয়গুলোর চাহিদা আরো প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা কম। মূলত প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দে সঠিক পরিকল্পনার অভাব এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অদক্ষতায় প্রতিবছরই এডিপি বাস্তবায়ন কম হচ্ছে। আইএমইডির সর্বশেষ এডিপি বাস্তবায়নের তথ্যে দেখা যায়, ছয় মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে ১৭.৯৭ শতাংশ। এর চেয়ে কম এডিপি বাস্তবায়নের তথ্য সংস্থাটির ওয়েবসাইটে নেই। সেই আলোকে গত এক যুগে এত কম এডিপি বাস্তবায়ন হয়নি। এদিকে ছয় মাসে ৫০ হাজার দুই কোটি টাকা অর্থছাড় হয়েছে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পর সর্বনিম্ন। গত অর্থবছরে ৬১ হাজার ৭৩৯ কোটি টাকা ছাড় হয়েছিল এই সময়ে। শুধু গত ডিসেম্বর মাসে অর্থছাড় হয়েছে ১৫ হাজার ৭৮৭ কোটি টাকা, যেখানে আগের অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসে ছাড় হয়েছিল ১৪ হাজার ৮৮২ কোটি টাকা। এদিকে পরিকল্পনা কমিশনের

৭-এর পাতায় দেখুন

এবার যুক্তরাজ্যের এমপি পদ থেকে টিউলিপের পদত্যাগ দাবি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর বিরোধীদের ব্যাপক চাপের মুখে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির দুর্নীতিবিরোধী ট্রেজারি মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক। আর এবার এমপি পদ থেকেও তার পদত্যাগের দাবি উঠেছে। রবিবার (২৬ জানুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ সপ্তাহের শুরুর দিকে

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

অতিরিক্ত জেলা জজ পদে পদোন্নতি

ইকবাল ও মো. শাহিনুর রহমান। জারি করা আদেশে তাদের পদোন্নতি দিয়ে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

আন্দোলনে র‍্যাবের হেলিকপ্টার থেকে

তিনি। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, হত্যা মামলায় র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। এখন পর্যন্ত ৯৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। এর মধ্যে সাবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতা ও পুলিশ কর্মকর্তা বেশি। এদিকে ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে আশুলিয়ায় ছয় জনের মরদেহ পোড়ানোর মামলায় সাবেক এস আই আবদুল মালেক এবং সাবেক কনস্টেবল মুকুল চোকদারকেও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। গুলি করে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এর আগে, আশুলিয়ায় ছয়জনের মরদেহ পোড়ানোর মামলায়, সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম ও চার পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল।

বিএফআইইউর মাসুদ বিশ্বাসকে

আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেন। শুনানি শেষে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেন বিচারক। এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি দুদকের উপ-পরিচালক মো. গুলশান আনোয়ারের নেতৃত্বে একটি দল রাজধানীর মিরপুর-১০ এর সেনপাড়া পর্বতার বাসা থেকে মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে। পরের দিন গত শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমানের আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত ২ জানুয়ারি মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে একটি মামলা করে দুদক। মামলার এজাহারে তার বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮৭ লাখ ৭২ হাজার ৬২২ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মাসুদ বিশ্বাসের স্ত্রী কামরুন নাহারেরও সম্পদ বিবরণী তলব করা হয়।

ই-রিটার্ন দেওয়া যাবে সারাবছর

ওপর প্রতি মাসে এই চার্জ হবে ২ শতাংশ। সর্বোচ্চ সময় ২৪ মাস পর্যন্ত তা আমলে নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে মোট ৪৮ শতাংশের বেশি কারও কাছ থেকে চার্জ নেওয়া হবে না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান ও অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। অনুষ্ঠানে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরেন এনবিআর চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত অনলাইন রিটার্ন জমা দিয়েছেন ১২ লাখ করদাতা। আশা করছি, ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এটা ১৪ লাখের কাছাকাছি যাবে। আবদুর রহমান খান বলেন, এখন কাস্টমসকে ব্যবহার করছি ব্যবসার সহায়ক যন্ত্র হিসেবে। একটা সময় ছিল, যখন দেশের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল কাস্টমস। তখন আয়কর দেওয়ার মতো জনশক্তি ছিল না। ভ্যাট প্রথা ছিল না। তখন কেবল কাস্টমস থেকে রাজস্ব আয় হতো। এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ধীরে ধীরে মধ্য বিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে। তাতে ধীরে ধীরে আয়কর আদায় বেড়েছে। এরপর ভ্যাট চালু করা হয়েছে। সেখান থেকেও বড় একটা রাজস্ব আসছে। এখনও দুই-তৃতীয়াংশ রাজস্ব পরোক্ষ কর থেকে আসে। এর মানে এই নয় যে, কাস্টমসের গুরুত্ব কমে গেছে। দেশের নিরাপত্তা ও ব্যবসায় সহায়তার জন্য কাস্টমসের গুরুত্ব একই রকম রয়ে গেছে। কাস্টমসের গুরুত্ব তুলে ধরে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, কাস্টমসে ট্যাক্স আরোপের মূল উদ্দেশ্য রাজস্ব আহরণ নয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পকে বিকশিত করা হয়। বাইরের প্রতিযোগীদের দমিয়ে না রাখলে না স্থানীয় শিল্প বিকশিত হবে না। আবার দেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্যও অনেক কিছু আমদানি রোধ করতে হয়। তাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাস্টমসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা বন্ডের বিষয়ে অভিযোগ শুনি, সেটাও আমরা অটোমেশনের মধ্যে এনেছি। কার্যক্রম শুরু করতাম, তবে ব্যবসায়ীদের অনুরোধে এক মাস পিছিয়েছি। আমরা আশা করি, সামনে মাস থেকে অপারেশন শুরু করতে পারব।

আস্থাহীনতা ও বাড়তি

ব্যয়ের চাপ বেড়েছে। কমে যাচ্ছে রপ্তানি আয়, শিল্পের উৎপাদন। এমন পরিস্থিতিতে বাড়ছে শ্রমিকের বেতন। বৃদ্ধি পেয়েছে সব ধরনের কাঁচামালের দাম। এসব কারণে বেড়ে যাচ্ছে শিল্প-কারখানার উৎপাদন ব্যয়, যার সরাসরি চাপ পড়ছে ভোক্তার ওপরে। এসব সমস্যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলেছে। প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বিনিয়োগ প্রসারের পথ রুদ্ধ। এমনকি চলমান ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন, বলছেন ব্যবসায়ীরা। শিল্প খাতে এক বছরের ব্যবধানে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। সব মিলিয়ে শিল্প খাতের আকাশে অমানিশার অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তেমন সুফল দেখা যাচ্ছে না। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো ও সিটিজেনস প্ল্যাটফর্ম ফর এসডিজিএস বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে কোনো সংশোধিত বাজেট দিতে পারেনি। এটা না থাকার কারণে প্রবৃদ্ধির ধারা কমেছে, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কমেছে এবং কর্মসংস্থানে সমস্যা রয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা, প্রবৃদ্ধির ধারা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা যদি নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে যাঁরা সংস্কারকে গতিশীল করতে চান তাঁরা ধৈর্যহারা হয়ে যাবেন। ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান বলেছেন, 'আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে অসংগত নীতি। প্রতিবছর ব্যবসায়ীরা ভয়ভীতির মধ্যে থাকে যে ট্যাক্স বাড়ল কি কমল।' তিনি বলেন, 'এরপর আছে ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউয়ের হয়রানি। যারা ভালো ট্যাক্স দিচ্ছে তাদের আবার দিচ্ছে। পরের বছর আবার অডিট করছে। লজিস্টিক ঘাটতি রয়েছে। সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা পণ্যের ওপর ডেমারেজ দিয়ে, আরবিটারি ট্যাক্স বসিয়ে দিচ্ছে। ফলে যে দামে পণ্য আনছেন তার দ্বিগুণ বা তিন গুণ দামে কস্ট বেড়ে যাচ্ছে। কে দেখছে? কেউ দেখছে না।' ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাওয়া উচিত। 'দেশের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে একের পর এক পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো। পরিস্থিতি উত্তরণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ দিলেও সঙ্গে আছে কঠিন শর্ত। এই শর্ত বাস্তবায়নে জনভোগান্তি বাড়ায় বিপাকে পড়ছে সরকার। এর প্রভাবে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ছে ব্যবসা খরচ, টাকার মান কমে যাচ্ছে। ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ না কমে বরং আরো বেড়েছে। মূল্যস্ফীতির প্রভাবে ভোক্তাদের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমন্বয় হচ্ছে না। ফলে পণ্যের বিক্রি কমে গেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যে। তাই এখন শিল্প টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে। ব্যয়ের চাপ সামলাতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন ব্যবসায়ীরা, পাশাপাশি সাধারণ মানুষও। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা এবং জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফেরাতে ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ তৈরির দাবি করেছেন তাঁরা। আইএমএফের শর্তের মধ্যে রয়েছে ভর্তুকি কমানো, রাজস্ব বৃদ্ধি, টাকার প্রবাহ হ্রাস, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পদক্ষেপ, ভ্যাটের আওতা ও হার বৃদ্ধি, ভর্তুকি কমানো। এসব বাস্তবায়নে গেছে সরকার, যা সংকট আরো ঘনীভূত করেছে। এর প্রভাব সরাসরি পড়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনজীবনে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো নিয়মিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার কিছু খাত থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের বিষয়ে ইতিবাচক পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার শর্ত বাস্তবায়ন না করে দেশের বাস্তবতায় যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান ব্যবসায়ীরা। আওয়ামী লীগ সরকার মূল্যস্ফীতি কমাতে তিন অর্থবছর ধরে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করে আসছে। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর মুদ্রানীতিতে আরো কঠোর করা হয়েছে। ফলে বাজারে টাকার প্রবাহ কমানো হয়েছে। এতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ কমে প্রবৃদ্ধি মাত্র দেড় শতাংশে নেমেছে। ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সৃষ্ট অস্থিরতা, শ্রমিক অসন্তোষ, উদ্যোক্তাদের মধ্যে আস্থাহীনতা, ডলারের সংকট, গ্যাস ও বিদ্যুতের উচ্চ মূল্য ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ না থাকায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমেছে, ফলে ঋণের প্রবাহও কমে গেছে। অথচ কর্মসংস্থানের ৯৫ শতাংশই হচ্ছে বেসরকারি খাতে। মাত্র ৫ শতাংশ হচ্ছে সরকারি খাতে। ফলে কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নতুন সরকার আসার পর প্রথমে ডলারের দাম বাড়িয়ে ১২০ টাকা করা হয়। গত ১ জানুয়ারি থেকে তা আরো বাড়িয়ে ১২২ টাকা করা হয়। কিন্তু ব্যাংকে আমদানির জন্য আগাম ডলার আরো বেশি দামে বেচাকেনা হচ্ছে। ডলারের দাম বাড়ায় আমদানি খরচ বেড়েছে। এতে আমদানি করা পণ্যের দাম বেড়েছে। টাকার মান কমেছে। এর প্রভাবে অন্য পণ্য ও সেবার দামও বেড়েছে। ফলে মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে, ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। এদিকে বাজারে চাহিদা অনুযায়ী ডলার মিলছে না। এ কারণে আমদানি খাতে স্থবিরতা বিরাজ করছে। ব্যবসায়ীরা অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে দেখা করে ঋণের সুদের হার কমানোর জোর দাবি করেছেন। কারণ বাড়তি সুদের কারণে শিল্পের খরচ বেড়ে গেছে। এ কারণে তাঁরা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জে পড়েছেন। এমন পরিস্থিতি আগামী দিনে শিল্পকে আরো ঝুঁকিতে ফেলবে। এটি উত্তরণে সরকারের সহযোগিতা চান তাঁরা।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

আমি মোঃ আসগার আলী প্রধান শিক্ষক দাইপুখুরিয়া ইউনিয়ন কাউন্সিল উচ্চ বিদ্যালয় মির্জাপুর শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। গত ২৩-১-২৫ অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষক আসগার আলীর পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন শিরোনামে দৈনিক নতুন খবর ও চাঁপাই দর্পনসহ বিভিন্ন অনলাইন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে এই সংবাদের কোন সত্যতা নাই এটি একটি মিথ্যা,ভিত্তিহীন , বানোয়াট এবং ষড়যন্ত্রমূলক এর আমি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি সত্য ঘটনা উন্মোচিত হোক এটা আমি চাই। সবচাইতে কষ্টের বিষয় হলো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের লেলিয়ে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছে এতে আমার ছাত্র ছাত্রীর কোন দোষ নেই। কিছু সংখ্যক শিক্ষক ও আমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছে। মানববন্ধনে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক কর্মচারীর বক্তব্য নেওয়া হয় নাই। স্কুলের আভ্যন্তরীণ ম্যানেজিং কমিটিকে কেন্দ্র করে উক্ত ঘটনাটি ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

মোঃ আসগার আলী
প্রধান শিক্ষক দাইপুখুরিয়া ইউনিয়ন কাউন্সিল উচ্চ বিদ্যালয় মির্জাপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

পুতুলের বিরুদ্ধে কানাডার নাগরিকত্ব

(ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালকের পদ পেতে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এবং নিয়মবহির্ভূত কার্যকলাপের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেও বেরিয়ে এসেছে দুদকের অনুসন্ধানে। এ ব্যাপারে বিবৃতি দিয়ে দুদক জানিয়েছে, কোনো কারণ ছাড়াই সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সফরে সফরসঙ্গী করা হয়েছে। তার ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা হিসেবে দেওয়া তথ্যাদি যথাযথ ছিল না। এ ছাড়াও পুতুল পাসপোর্টধারী কানাডার নাগরিক ছিলেন বলেও তথ্য পাওয়া গেছে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, পারিবারিক রাজনৈতিক প্রভাবের অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে বেআইনিভাবে ঢাকার 'পূর্বাচল নতুন শহর আবাসিক প্রকল্প'-এর ডিপ্লোমেটিক জোনে ১০ কাঠা প্লট আয়ত্ত করেন পুতুল। সে কারণে তার ও অন্যদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক একটি দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'সূচনা ফাউন্ডেশন' নামের একটি প্রতিষ্ঠান খুলে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে জোরপূর্বক উপঢৌকন আদায় ও অর্থ আত্মসাত করেছেন বলেও দাবি দুদকের। বিবৃতিতে বলেছে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের আওতায় অটিস্টিক সেলকে ব্যবহার করে ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ লুফে নিয়ে শেখ হাসিনার মেয়ে নিজে লাভবান হয়েছেন। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর ওপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে ফাউন্ডেশনের নামে প্রাপ্য অর্থ করমুক্ত করিয়ে নেন তিনি। এতে সরকারের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। সব তথ্য হাতে নিয়ে দুদক জানায়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে।

সম্পর্ক নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে

কুড়িগ্রামের উপযোগী কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করলে জনসাধারণের উপকার হবে। বন্ধ থাকা মিলগুলো পুণরায় চালুর জন্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রাঃ) লি. ব্যবস্থাপনা পরিচালক বশির আহমেদ জানান কুড়িগ্রামে কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং জন ও পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তুলতে চাই যেখানে কুড়িগ্রামবাসী উপকৃত হয়। এরপরে বিটিএমসি'র চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম জাহিদ হাসান এবং ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রা:) লি. ব্যবস্থাপনা পরিচালক বশির আহমেদ এর মধ্যে চুক্তি সই হয়। অনুষ্ঠানে বিটিএমসি'র চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম জাহিদ হাসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত শিকদার, আরিফুর রহমান খান, মঈনুল ইসলাম, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: শহিদুল ইসলাম, বিটিএমসি'র সাবেক চেয়ারম্যান ব্রি. জে (অব.) মোঃ জিয়াউল হক, বিজেএমএ সম্পাদক আব্দুল বারিকসহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্হ দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ছাগলকাণ্ডের মতিউরের স্ত্রীকে

লায়লা কানিজকে রাজধানীর বসুন্ধরা থেকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। আবেদনে বলা হয়, আসামি একজন সরকারি কর্মচারী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ প্লেসমেন্ট শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করেছেন মর্মে দেখা যায়। উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে অন্য কারও সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা তা উদঘাটন করা প্রয়োজন। এছাড়া তার অর্জিত জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের বিষয়টিও উদঘাটন করা দরকার। এজন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। মামলার সূত্রে জানা যায়, গত ৬ জানুয়ারি লায়লা কানিজের বিরুদ্ধে ১৩ কোটি ১ লাখ ৫৮ হাজার টাকার জ্ঞাতআয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করে দুদক। পাশাপাশি ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এসব সম্পদ অর্জনে মতিউর রহমান তাকে সহযোগিতার করে। এজন্য তাকেও মামলায় আসামি করা হয়।

ইভিএম কেনায় অনিয়ম খতিয়ে

বলেন, নির্বাচন কমিশনের নিম্নমানের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কেনার বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযান চালানো হয়েছে। ২০১৮ সালে এক লাখ ৫০ হাজার ইভিএম কেনা হয়। এর মধ্যে এক লাখ ৫০০ মেশিন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। তিনি বলেন, ইসি তিন জায়গায় এসব সংরক্ষণ করে। আঞ্চলিক ১০টি কার্যালয়, বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি ও নির্বাচন কমিশনে এসব ইভিএম সংরক্ষণ করা হয়। র‍্যানডম ভিত্তিতে ইসিতে সংরক্ষিত মেশিনগুলোর মধ্যে তিনটি মেশিন আমরা পরীক্ষা করে দেখি। একটি অচল এবং বাকিগুলো ঠিক আছে। তিনি আরও বলেন, ইসিতে ৬১৮টি, ৮৬ হাজার বিএমটিএফ ও আঞ্চলিক অফিস ৬২ হাজার মেশিন সংরক্ষণ করেছে। নিম্নমানের মেশিন কেনার বিষয়ে আমরা কিছু রেকর্ড সংগ্রহ করেছি। বাকি রেকর্ডপত্রের রিক্যুইজিশন দিয়েছি। নিম্নমানের মেশিন বেশি দামে কেনার অভিযোগ ছিল। রেকর্ডপত্র চেয়েছি। সেগুলো পেলে প্রতিবেদন দাখিল করব। দুদকের সহকারী পরিচালক আরও বলেন, অনিয়মগুলো খতিয়ে দেখার বিষয়টি রেকর্ডপ্রাপ্তি সাপেক্ষে বলতে পারব। কমিশন বলেছে, তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করবে। এজন্য আইটি এক্সপার্ট প্রয়োজন হলে নিয়োজিত করব। আমরা যান্ত্রিক ত্রুটি পেয়েছি একটি মেশিনে।

এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সংস্কার

করেছে। তবে অর্থনীতি সংস্কারে কোনো কমিশন গঠন হয়নি। অর্থনীতিবিদরা এ ধরনের কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক সংস্কার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, সংস্কার নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলছি। আমি মনে করি এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি অর্থনৈতিক সংস্কার। সেটা যদি আমরা না করতে পারি, অর্থনৈতিক সংস্কার করা কঠিন, আবার সহজ। কঠিন হল এখানে অনেকগুলো ফান্ডামেন্টাল আইন কানুন আছে। কিন্তু প্রক্রিয়াগত যে আইন কানুন আছে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার, সুষ্ঠু ব্যবহার ও স্বচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারলে এই সংস্কার খুব বেশি কঠিন হবে না। এই জিনিসটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সিস্টেম আছে, কিন্তু সিস্টেমটা আমরা ঠিকমত ব্যবহার করছি না। রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশ সঠিক পথে আছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা মোটামুটি এগিয়ে আছি। প্রযুক্তিগত দিক ও প্রক্রিয়াগত দিক থেকে পিছিয়ে আছি। আমাদের আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে হবে। এই সময়ে রাজস্ব আদায় ও তা ব্যয় করা চ্যালেঞ্জের জানিয়ে তিনি বলেন, ব্যয়টা নির্বিচারে করবো সেটা মোটেই ঠিক হবে না। আমাদের রাজস্ব আয় ও ব্যয় উভয়ই যৌক্তিক করতে হবে। এটা সবার আকাঙ্ক্ষা। কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে এই উপদেষ্টা বলেন, রাজস্ব আহরণে সহায়তা করুন। জোর করে টাকা পয়সা আদায় করা যাবে না। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, একটু ইতিবাচক দৃষ্টিতে আমাদের দেখবেন। সবই খারাপ বাংলাদেশে, সবই ভালো, এই হচ্ছে না, ওই হচ্ছে না, পেঁয়াজের দাম কমে গেছে, আলুর দাম কমে গেছে, চালের দাম অনেক বেড়ে গেছে। সব জিনিসের দাম একত্রে কমে গেছে এটা পৃথিবীর কোনো দেশে আমরা দেখিনি। সব জিনিসের দাম একত্রে বেড়ে যাবে, এটাও আমরা আশা করি না। তবে এটা ঠিক জনগণের কিছুটা কষ্ট হচ্ছে। পণ্যের দাম ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকছে না অনেকেরই। অনুষ্ঠানে এনবিআর সদস্য হোসেন আহমদ,সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে অংশীজনদের স্শরীর উপস্থিতি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় বাংলাদেশ কাস্টমস সেবা প্রদান করবে। ডাটা এনালিটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং এর মতো প্রযুক্তির ব্যবহার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সুনিশ্চিত করা হবে। অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ভ্যাট ও ট্যাক্স বাড়ানোর আগে বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবসায়ীদের মতামত নিলে ভালো হয়। ব্যবসায়ীদের বক্তব্যদের সুযোগ থাকলে তারা কর আদায়ে অংশীদার হতে পারবে। সভাপতির বক্তব্যে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, কাস্টমসকে ট্রেড ফ্যাসিলেটেশনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছি। রাজস্ব আদায় কমলেও আমাদের কাস্টমসের গুরুত্ব কমেনি। কাস্টমসের মূল উদ্দেশ্য রাজস্ব আদায় নয়। দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করা, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাস্টমস শুল্ক ও বিধি নিষেধগুলো দেওয়া হয়। প্রায় ১২ লাখ করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দিয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, আশা করছি এই সংখ্যা ১৪ লাখ হবে। আগামী ৩১ জানুয়ারি আয়কর রিটার্ন দেওয়ার শেষ দিন। তারপরেও অনলাইনে রিটার্ন দেওয়া যাবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু জরিমানা যোগ হবে। ভ্যাট ও ট্যাক্স ফাঁকি দিতে ব্যবসায়ীরা ট্রান্সজেকশন গোপন করেন বলেও জানান এনবিআর চেয়ারম্যান। কাস্টমসের সার্টিফিকেট অব মেরিট পেলেন ১৬ কর্মকর্তা কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ১৬ জন কর্মকর্তাকে সার্টিফিকেট অব মেরিট সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এই কর্মকর্তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। সম্মাননা পাওয়া এনবিআরের ১৬ কর্মকর্তারা হলেন, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ), এর কমিশনার মোহাম্মাদ লুৎফর রহমান,সিলেটের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের অতিরিক্ত কমিশনার খন্দকার নাজমুল হক, খুলনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের অতিরিক্ত কমিশনার মো. বশীর আহমেদ, কমলাপুর কাস্টমস হাউস আইসিডি অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ সফিউর রহমান, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) এর যুগ্ম কমিশনার হাসনাইন মাহমুদ, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ মারুফুর রহমান, ঢাকা কাস্টমস হাউসের ডেপুটি কমিশনার মিজ সানজিদা শারমিন, এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব মো. আহসান উল্লাহ, কমলাপুর কাস্টমস হাউস আইসিডির ডেপুটি কমিশনার ওমর মবিন, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের উপপরিচালক পারভেজ আল জামান, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) এর ডেপুটি কমিশনার মিজ খাদিজা পারভীন সুমী, রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান মুন্সী, সারোয়ার আলম, মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন ও মো. আতিকুল ইসলাম। বাংলাদেশসহ ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউসিও) সদস্যভুক্ত ১৮৬টি দেশে একযোগে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপন করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাজেশন ২৬ জানুয়ারিকে কাস্টমস দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে বাংলাদেশ দিবসটি উদযাপন করছে। এবারের কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ হয়েছে 'কাস্টমস সেবায় প্রতিশ্রুতি দক্ষতা নিরাপত্তা প্রগতি'।

ছিনতাই-চাঁদাবাজি হচ্ছে অস্বীকার

তথ্য, শারীরিক অবস্থা, হাজিরা, সাক্ষাৎকার ও কথাবলার তারিখ জানা যাবে। বন্দির স্বজনরা এই হটলাইন নাম্বারে ফোন দিয়ে যাবতীয় তথ্য জানতে পারবেন। আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীদের এই জরুরি সেবা সার্ভিসে নিয়োগ দেওয়া হবে বলেও জানান উপদেষ্টা।

মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে এলএনজি

হবে, যার মধ্যে রয়েছে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ এবং ফরেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট (প্রমোশন অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০। এর আগে গত শুক্রবার আর্জেন্ট এলএনজি এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে এলএনজি কেনাবেচার চুক্তির কথা জানায়। রয়টার্সে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গত শনিবার এ তথ্য জানান। লুইসিয়ানার পোর্ট ফোরশনে আর্জেন্ট এলএনজির প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এর কার্গোগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলায় সরবরাহ করা হতে পারে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির বিষয়ে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, এ চুক্তি বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পখাতের জন্য নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।

চীন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন

কিছু আছে।' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'লং লিভ ফ্রেন্ডশিপ' নামের একটি সংগঠন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জামায়াত নেতারা অংশ নেন। অনুষ্ঠান থেকে এক হাজার দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে শীতবস্ত্রের পাশাপাশি চাল, ঢাল তেল, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'চীনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এখানে এসেছেন, তারা এখনকার সমাজ পরিবর্তনে অবদান রেখেছেন। আবার এখান থেকেও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা তাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির জন্য চীন সফর করেছেন। সেখান থেকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ভাষার বিষয়ে তারা উৎকর্ষ সাধন করেছেন।' জামায়াত আমির বলেন, 'চায়নিজ ভাষা শিক্ষার একটা উচ্চতর একাডেমি এখানে গড়ে তুলবেন, যাতে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন চীনের সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। আজকে যে মহৎ কাজের জন্য চায়না রিপাবলিকের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূত এবং তার সহকর্মীরা এখানে এসেছেন, আমরা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে তাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি, আমাদের এ সহযোগিতার যে অভিযাত্রা শুরু হলো, এটি দিন দিন আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।' সকালে চীনের রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হলে ওয়ামী স্কুলের শিক্ষার্থীরা ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারে চাল, ডাল, তেল, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের একটি করে প্যাকেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এতিম শিশু ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

কে এম সফিউল্লাহর মৃত্যুতে প্রধান

পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এর আগে, রোববার রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কে এম সফিউল্লাহর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন রণাঙ্গনের এ বীর। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, থাইরয়েডে জটিলতা, ফ্যাটি লিভার, ডিমেনশিয়াসহ নানা স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন সফিউল্লাহ। পরে মালয়েশিয়া, কানাডা, সুইডেন, ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৯১ সালে দেশে ফিরে এলে তাকে এক বছর ওএসডি করে রাখা হয়। পরের বছর তিনি স্বেচ্ছায় অবসরে যান।

৭৭ পার করলেন মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'এবার আমার গোটা পরিবারই ঢাকায়। একসাথে এবার এই দিনটি কাটছে।' জন্মদিন নিয়ে নিজের অনুভূতি কেমন জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, 'জন্মদিন আমি আসলে পালন করি না। ৭৭ বছর বয়স পেরুল, বলতে পারেন একটা লং জার্নি। এই ৭৭ বছরে বহু পরিবর্তন দেখেছি, বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, বহু জীবন দেখেছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি। বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেয়েছি।' 'এখন যাওয়ার পালা। তবে আশা এখন একটাই, প্রত্যাশা একটাই বাংলাদেশ গণতন্ত্রের দিকে যাবে, গণতন্ত্র ফিরে পাবে। এই গণতন্ত্রের জন্য আমাদের দেশের মানুষ, আমাদের বিএনপির লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মীর যে আত্মত্যাগ করেছে, ফ্যাসিস্টদের যে নিপীড়ন, নির্যাতন ভোগ করেছে, গুম-খুনের শিকার হয়েছে, নির্মমতার মুখে পড়েছে এই রকম চিত্র আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না, নজিরবিহীন।' 'সকালে ঘুম ভেঙে দুই মেয়ের হ্যাপি বার্থ ডে শুনে, আমার নাতি-নাতনিরাও উইস করেছে নানাকে এটা অন্যরকম এক আনন্দ। ২৬ জানুয়ারি জন্মদিনের প্রথম প্রহর থেকেই বন্ধু, স্বজন, নেতাদের অনেকে টেলিফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' 'সকাল বেলা স্ত্রী রাহাত আরা বেগমও এক কাপ দিয়ে জন্মদিনের উইশ করেছেন। লন্ডন থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেবও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সিনিয়র নেতারাও টেলিফোন করেছেন।' ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি করে আসা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শাখার সভাপতি এবং এসএম হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ঢাকা কলেজ, দিনাজপুর কলেজে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন তিনি। ১৯৮৬ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি পুরোপুরি রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৮৮ সালে ঠাকুরগাঁও পৌরসভা নির্বাচনে জিতে হন চেয়ারম্যান। ছাত্রজীবনের বাম রাজনীতি থেকে উঠে আসা মির্জা ফখরুলের জাতীয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দল ন্যাপে, ভাসানীর হাত ধরে রাজনীতি আকাবাঁকা পথ অতিক্রম করেছেন। সেখান থেকেই তার বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক দল হিসেবে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বিএনপিতে যোগদান যে দলটি প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক জিয়াউর রহমান। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী এস এ বারীর একান্ত সচিব ছিলেন ফখরুল। ১৯৯২ সালে ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি, পরে দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব পদে উঠে আসেন তিনি। ২০১১ সাল থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এবং ২০১৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলে মহাসচিব নির্বাচিত হন। বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে আসার আগে তিনি জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের প্রথম সহসভাপতি এবং পরে সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘদিন। ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নে দুইবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফখরুল। ২০০১-২০০৬ মেয়াদের বিএনপি সরকারে তাকে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া। ২০১৮ সালে একাদশ নির্বাচনে বগুড়া-৬ আসন থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে তিনি শপথ না নেওয়ায় ওই আসনে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপির জিএম সিরাজ সংসদে যান। মির্জা ফখরুল বলেন, 'জন্মদিন মানে আরো একটি বছর চলে গেছে। অন্যান্য বছর বড় মেয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে টেলিফোন করে। এবার কিন্তু সেটি হয়নি। বড় মেয়ে তার পরিবার কয়েকদিন আগেই ঢাকায় এসেছে।ফলে বড় মেয়ে-ছোট মেয়েসহ আমার গোটা পরিবারই এখন ঢাকায়। বলতে পারেন আমরা মেয়েরা হ্যাপি বার্থে ডে বলল। আপনাদের ভাবীও বার্থ ডের উইশ করেছে।' দুই মেয়ে নিয়েই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও রাহাত আরা বেগমের সংসার। বড় মেয়ে মির্জা শামারুহ অস্ট্রেলিয়ায় স্বামী-সন্তান নিয়ে আছেন। সিডনির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে এখন ক্যানবেরার ফেডারেল মেডিকেল কাউন্সিলের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। কয়েকদিন আগেই শামারুহ মির্জা ও তার স্বামী ঢাকায় এসেছেন। ছোট মেয়ে মির্জা সাফারুহ ধানমণ্ডির সানি ডেল স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় বড়

বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৭ হাজার ৮২০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সবচেয়ে বেশি সক্ষমতা। তবে গ্যাস সংকটের কারণে অন্তত সাড়ে সাত হাজার মেগাওয়াট বছরের বেশির ভাগ সময় বসিয়ে রাখতে হয়। আর কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রগুলোও জ্বালানি সংকটের কারণে পূর্ণ সক্ষমতায় চালানো যাচ্ছে না। এদিকে বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইপিপিএ) পক্ষ থেকে ৮ জানুয়ারি বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব বরাবর চিঠি দেয়া হয়। ওই চিঠিতে ১০ দিনের মধ্যে বিদ্যুতের বকেয়া বিল পরিশোধ করা না হলে দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সংকটের আশঙ্কার কথা জানানো হয়। বিশেষত সেচ, শিল্প-কারখানা, বাসাবাড়ি এমনকি খাদ্যনিরাপত্তায়ও হুমকি তৈরি হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। এবার দেশের বেজলোড-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চায় বিপিডিবি। তাছাড়া জ্বালানি তেলভিত্তিক ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের খরচ কমিয়ে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কমানোরও পরিকল্পনা সংস্থাটির রয়েছে। বকেয়া অর্থ দ্রুত পরিশোধের তাগাদা দিয়ে বিআইপিপিএ প্রতিনিধিরা বিপিডিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। একই সঙ্গে জ্বালানি তেল আমদানি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখার বিষয়টি নিয়েও বিপিডিবি চেয়ারম্যান বরাবর চিঠি দেয়া হবে বলেও জানিয়েছে তারা। সেক্ষেত্রে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বকেয়া পাওনা পরিশোধের তাগাদা দিয়ে বিপিডিবিকে দেয়া এটি হবে চতুর্থ চিঠি। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে বিআইপিপিএ সভাপতি ও মিডল্যান্ড পাওয়ারের চেয়ারম্যান কেএম রেজাউল হাসানাত জানান, বকেয়ার বিষয়টি জানিয়ে বিপিডিবির কাছে সর্বোচ্চ অনুরোধ জানানো হয়েছে। সেচ, রমজান ও গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে ফার্নেস অয়েলচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জ্বালানি আমদানিতে জরুরি ভিত্তিতে আড়াই হাজার কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই পরিমাণ টাকার বিষয়ে কোনো সাড়া মেলেনি। বিপিডিবি অর্থ বিভাগের টাকা ছাড়ের অপেক্ষার কথা জানিয়েছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আশান্বিত হওয়ার মতো কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে বিপিডিবির চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম জানান, অনেক আগে থেকেই বিপিডিবির আর্থিক সংকট রয়েছে। তারপরও সবার বকেয়া পরিশোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে একবারেই পরিশোধ করা যাবে, বিষয়টি এমন নয়। এবারের মৌসুমে বিপিডিবির পরিকল্পনা হলো ব্যয়সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালু করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। সেভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৩ দিনের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নতুন

নতুন তালিকা প্রকাশ করবে বাংলা একাডেমি। রোববার (২৬ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান তিনি। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক বলেন, সম্প্রতি পুরস্কার ঘোষণা করা হলে নানা মহল থেকে আলোচনা হয়। এরপর বিষয়টি আমরা আমলে নিয়ে তালিকাটি সাময়িক স্থগিত করেছি। তালিকাটি আমরা রিভিউ করব। যদি কারো বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ড বা ইন্ধনের অভিযোগ প্রমাণিত হয় বা গণবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে বা অপরাধমূলক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে, তাহলে তার নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে। তিনি বলেন, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির জন্য খুব ব্যস্ত সময়। আমরা একটি বাংলা একাডেমি সংস্কার কমিটি করতে চাই, যে কমিটিতে বিশেষজ্ঞরা সংস্কারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ দেবেন। নাম প্রকাশের আগে যাচাই-বাছাই নিয়ে মোহাম্মদ আজম বলেন, আমরা কোনো প্রক্রিয়ায় ভুল করতে চাইনি। কিন্তু আসলে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমরা পুরো প্রক্রিয়াটি মেইনটেইন করতে চেষ্টা করেছি। এ কারণেই আমরা ৩ কার্যদিবসের জন্য এগুলো সাময়িক স্থগিত করেছি। তিনি বলেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে তাদের অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে আমরা রিভিউ কমিটিতে উঠিয়েছি। কমিটি সেটা বিবেচনা করে পুনরায় সিদ্ধান্ত নেবেন। যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে মহাপরিচালক বলেন, গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইনি ভিত্তি পায়, তাদের সমন্বয়ে এই যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এর আগে গতকাল শনিবার তার সই করা এক নোটিশে তালিকা স্থগিত করা হয়। এতে বলা হয়, 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি ২০২৪' এর এক সভা শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্ভূত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং পুরস্কার-তালিকাভুক্ত কারো কারো সম্পর্কে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় পূর্বঘোষিত 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪' এর পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা হয়। উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য

সরকার ছিল না বলে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আবার কেন নির্বাচিত সরকারের জন্য আমাদের তর্ক-বিতর্ক করতে হবে?' তিনি বলেন, 'নির্বাচনের কথা বললে উপদেষ্টাদের মুখ কালো হয়ে যায়। মনে হয়, আমরা কোনো অন্যায় দাবি করছি। আমরা কোনো অন্যায় দাবি করছি না। বিএনপিকে ক্ষমতায় বসান, সেটাও বলছি না। বলব আপনারা কিংস পার্টি গঠন করবেন না। যারা রাজনীতি করতে চায়, তারা সরকার থেকে বেরিয়ে রাজনীতি দল গড়ে তুলুক।' গতকাল রবিবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন মেজর হাফিজ। তিনি বলেন, 'একটি পার্লামেন্ট সংস্কার করবে সেই পার্লামেন্টকে আসার ব্যবস্থা করে দিন, শুধু শুধু সময়ক্ষেপণ করবেন না। ছয় মাসেই বুঝা গেছে আপনাদের দৌড় কতটুকু। তবুও আপনাদেরকে সম্মান করি। আমরা সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ঐক্য চাই। ছাত্র-জনতার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য অত্যন্ত প্রয়োজন। আশা করি এই ঐক্যের পথে আপনারা কেউ দেয়াল তৈরি করবেন না।' হাফিজ বলেন, 'জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। সারা পৃথিবী জানে বাঙালি লড়াইয়ের জাতী তারা প্রতিরোধ করতে জানে। মুক্তিযুদ্ধ যদি না হতো তাহলে দেখা যেত এক মাস পরে ভারতে যারা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তারা দেশে ফিরত এবং শেখ মুজিবরকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হতো। আমরা দেশ বাঁচাতে এবং মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি।' আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'শুধু বাংলাদেশে কেন পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে এরকম দুর্নীতি করেছে কোনো দল এটার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বিএনপি এবং ছাত্র-জনতার ত্যাগের ফলে আমরা আবার নতুন করে গণতন্ত্রপূর্ণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছি। সুতরাং আমাদের উচিত এই সময়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকা।'

ভারতের উদ্দেশে মেজর হাফিজ বলেন, 'তাদের পছন্দের নেত্রী বিদায় হওয়াতে গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। এখন বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করে আম গাছ কেটে নিয়ে যায়, বাংলাদেশের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করে। আমরা নিরবে অবলোকন করছি। ভুলে যাবেন না ৭১ সালে যুদ্ধ করে আমরা এ দেশ স্বাধীন করেছি।'তিনি বলেন, 'প্রফেসর ইউনূস অত্যন্ত সম্মানের ব্যক্তি, তাকে আমরা সম্মান জানাই। তার কোনো সফলতা দেখতে পাচ্ছি না, তবুও তাকে আমরা সম্মান জানাবো। কিন্তু নাবালকের কথায় আপনি চলবেন না।'

মেজর হাফিজ বলেন, 'জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের মানুষ সম্মান করে তার দেশ প্রেম এবং সততার জন্য।'

বিএনপির এই নেতা বলেন, 'বাংলাদেশে নতুন একটি কথা শোনা যাচ্ছে প্রোক্লেমেশন, মনে হচ্ছে দেশটা এই প্রথম স্বাধীন হলো। এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন তারা ৭১ সালের সেই দিনের কথা মনে করুন। যারা হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছেন। জীবনটা একেবারেই তুচ্ছ। এটা প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধার মনের কথা। আমরা যুদ্ধ করেছি কেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। মানবিক, মানবতা, সাম্য এ লক্ষ্য ধারণ করে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। তার মধ্যে আসছে প্রোক্লেমেশন জনগণ একটা বুঝেই না।'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজীজ উলফাৎ সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাদের আহমেদ খানের সঞ্চালনায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম, ফজলুর রহমান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির সঙ্গে ছাত্রনেতাদের দূরত্ব

(বা গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে) কোনো দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি কাম্য নয়। এটি গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও তাদের দোসরদের কতটা উৎসাহিত ও বেপরোয়া করে তুলতে পারে তার কিছুটা প্রমাণ আমরা গত কয়েক দিনে পেয়েছি। তিনি লিখেন, গত দুই দিন ফেসবুক ছেয়ে গিয়েছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূস, উপদেষ্টা ও ছাত্রনেতাদের পলায়নের গুজবে। এই গুজবের উন্মত্ততায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নাশকতা করার চেষ্টা করেছে এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে আমার কাছে দু'একজন ফোন করেছেন, ঘটনা কী জানার জন্য। সরকারের এই উপদেষ্টা পোস্টে আরও কয়েকটি আলোচিত বিষয়ে নিজের মতামতও ব্যক্ত করে লিখেন, আমি যতোটুকু জানি আর বিশ্বাস করি- ক) বিএনপি ষড়যন্ত্র বা ১/১১ ধরনের কিছুতে আগ্রহী নয়। খ) ছাত্রনেতারা সরকারে থাকা অবস্থায় কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করছেন না বা এতে যোগ দিতে যাচ্ছেন না। গ) জুলাই ঘোষণাপত্র হবে একটি রাজনৈতিক দলিল এবং এটি প্রণয়নে গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মতামত আন্তরিকভাবে প্রতিফলনের ইচ্ছা ছাত্রনেতাদের রয়েছে। ঘ) বিএনপি ও ছাত্রনেতারা এমনকি নির্বাচন-কেন্দ্রিক বৃহত্তর সমঝোতার বিষয়েও অনাগ্রহী নন (এর ধরন ও ফর্মুলা আলোচনা সাপেক্ষে)। তাই বিরোধের কোনো কারণ নেই। সবাইকে বরং বুঝতে হবে ঐক্য ছাড়া আমাদের বিকল্প নেই। গণহত্যাকারীদের দল আওয়ামী লীগের হাতে রয়েছে লুটের লাখ লাখ কোটি টাকা, অনেক অন্ধ স্তাবক ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী, শক্তিশালী প্রচারণা নেটওয়ার্ক, তাদের পেছনে রয়েছে ক্ষমতাশালী ভিন্ন রাষ্ট্র। এদেরকে রুখতে হলে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগকে মনে রেখে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের মধ্যে ভিন্নমত থাকবে, কিন্তু তা বাংলাদেশের শত্রুদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে ওঠার পর্যায়ে যেন না যায়।

মেসে ঝুলন্ত ছিল জবি ছাত্রীর নিথর মরদেহ!

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পুরান ঢাকার কাঠের পুলের একটি ছাত্রী মেস থেকে সাবরিনা রহমান শাম্মী নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। শাম্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। আত্মহত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করে সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী সাবরিনা রহমান শাম্মী কাঠের পুলের তনুগঞ্জ লেনের একটি ছাত্রী মেসে থাকতেন। ছাত্রী মেসের একটি রুমে একাই থাকতেন তিনি। পাশের রুমে অন্য ছাত্রীরা থাকতেন। আজ ভোর সাড়ে ৪টায় ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করি। তিনি বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ রাজধানীর মিডফোর্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ওই ছাত্রীর গ্রামের বাড়ি যশোর জেলার চৌগাছা থানার নারায়ণপুর গ্রামে। তার বাবার নাম জাহিদুর রহমান লিপটন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক বলেন, ভোর পাঁচটায় ঘটনা শোনামাত্রই আমি সূত্রাপুর থানায় গিয়েছি। প্রাথমিক অবস্থায় জানতে পেরেছি বুয়েটের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আত্মহত্যার নেপথ্যের আসল ঘটনা জানার জন্য এবং কেউ যদি প্রকৃত অপরাধী হয় তার বিচার নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ মরদেহটি হাসপাতালে পাঠায়।

রাজস্ব ও কর্মসংস্থানে প্রভাব

কর্মকর্তারা জানান, আগের সরকারের সময়ে নেওয়া চলমান সব প্রকল্পই সরকার পর্যালোচনা করেছে। অগুরুত্বপূর্ণ ও রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া অনেক প্রকল্প বা স্কিম বাদ যাচ্ছে। এতে অর্থ ব্যয়ের চাহিদা কমেছে। আবার জুলাই অভ্যুত্থানের পর অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক চলে গেছেন। অনেক প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ফলে এডিপি বাস্তবায়নের হারও কমে গেছে। অনেক দেশি ঠিকাদারও প্রকল্প এলাকায় এখনো ফিরে আসেননি। একইভাবে বৈদেশিক অর্থায়নের অনেক প্রকল্পে বিদেশি ঠিকাদার অনুপস্থিত রয়েছেন। এই বাস্তবতায় এডিপিতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে বলে জানান তাঁরা। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, বাস্তবায়ন গতি কম থাকায় সরকারি তহবিলের চাহিদাও অনেক কমেছে। সাধারণত অন্যান্য অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সরকারি তহবিল থেকে চাহিদা অনেক বেশি থাকে। কিন্তু চলতি অর্থবছরে এডিপিতে যে পরিমাণ সিলিং বেঁধে দেওয়া হয়েছে, চাহিদা তার চেয়ে কম রয়েছে। তবে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে চলতি অর্থবছরে চাহিদার চেয়ে বেশি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান থেকে ৭০-৭৫ হাজার কোটি টাকা চাহিদা দিয়েছিল। কিন্তু সরকার বৈদেশিক অর্থায়ন ব্যবহারের গুরুত্ব দেওয়ায় বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮১ হাজার কোটি টাকার সিলিং দেওয়া হয়। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সচিব মামুন আল রশিদ বলেন, 'প্রকল্প পরিচালকদের কখন কোন কাজ করতে হবে সেই পরিকল্পনা দেওয়া থাকে। কিন্তু সে অনুযায়ী তাঁরা সময়মতো কাজ করতে পারেন না। বড় সমস্যা হচ্ছে, আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। প্রকল্প বাস্তবায়নে এটি প্রথম বাধা। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, যাঁরা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন, সেই প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে, অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। তৃতীয়ত, প্রকল্পে কেনাকাটার ক্ষেত্রেও তাঁদের কারিগরি জ্ঞান খুবই সীমিত। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, প্রকল্পের কাটছাঁটে টাকা বাঁচে ঠিক। তবে সরকারি কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ না হলে রাজস্ব আয় হয় না। আবার মানুষেরও কাজের সুযোগ কমে যায়। এগুলো আবার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। এদিকে সরকারকে 'ট্রেড অফ' করতে হবে।

এবার যুক্তরাজ্যের এমপি পদ থেকে

টিউলিপের আসন হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেটে তার পদত্যাগের দাবি জানিয়ে প্রচারণা শুরু করেছে বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টি। আগামীকাল সোমবার (২৭ জানুয়ারি) পিটিশনের মাধ্যমে তাকে তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের মুখোমুখি হওয়ার দাবি জানানো হবে। টিউলিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-নার মাধ্যমে ৫ বিলিয়ন ডলার তহবিল আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়া খালা শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠজনের কাছ থেকে লন্ডনের কিংস ক্রসে একটি ফ্ল্যাট উপহার পাওয়ার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। টিউলিপ সিদ্দিক অবশ্য মন্ত্রীত্ব ছাড়ার আগেই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেকে ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রীদের নৈতিকতা পর্যালোচনা বিষয়ক উপদেষ্টা স্যার লরি ম্যাগনাসকে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্ত শেষে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারকে লরি ম্যাগনাস জানান, টিউলিপের বিরুদ্ধে মন্ত্রিত্বের আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং আর্থিক অনিয়মের কোনো প্রমাণও নেই। এ নিয়ে পরে পার্লামেন্টে বিরোধীদলের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয় ব্রিটিশ প্রধামন্ত্রীকে।

বেজি সাগর ও রনি বিশ্বাস গ্রেফতার

সেখানে অভিযান চালায় থানার চৌকস টিম। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌঁড়ে পালানোর সময় সাগর ও রনিকে ছুরি ও চাকুসহ গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের সঙ্গে থাকা অন্যরা দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। ডিসি তালেবুর রহমান আরও জানান, গ্রেফতার দুইজন চিহ্নিত মাদক কারবারি ও ছিনতাইকারী। তারা বাড্ডাসহ আশেপাশের এলাকায় বিভিন্ন অবৈধ মাদক বিক্রি ও বহু ছিনতাইয়ের ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রেফতার সাগর হোসেন ওরফে বেজি সাগরের বিরুদ্ধে বাড্ডা থানা, হাতিরঝিল ও খিলগাঁও থানায় চুরি, ছিনতাই ও মাদকের নয়টি মামলা রয়েছে। অন্যদিকে গ্রেফতার রনি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বাড্ডা থানায় মাদকের চারটি মামলা রয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও তাদের সহযোগী অন্যান্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন ডিএমপির এই কর্মকর্তা।

ইউএসএআইডি'র তহবিল স্থগিতের ঘোষণায় অনিশ্চয়তায় দেশের স্বাস্থ্য খাত

প্রবর্তিত আইনগুলো দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি লাখ লাখ মানুষকে অনিরাপদ ওষুধের মুখোমুখি হতে হবে। এছাড়াও দেশের বৃহত্তম রফতানি খাত ওষুধ শিল্পের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত দেশে অপুষ্টির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং লাখ লাখ দুর্বল ব্যক্তিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। এটির নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি-তে (এসএমসি)। এর মাধ্যমে দেশের মানুষ স্বাস্থ্য পণ্যগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে পেতো। এসএমসি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডারের ৪১ মিলিয়ন পাউডার সরবরাহ করেছে। ৯০ শতাংশ ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন এবং ২০২৩ সালে বাংলাদেশে বিক্রি হওয়া ফেমিনিন হাইজিন পণ্যের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু এখন এটা নিয়েও ভাবতে হবে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে ইউএসএআইডি-এর অবদান অপরিহার্য। লাখ লাখ মানুষকে নতুন মাত্রা দিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য পণ্যের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে সহজীকীকরণ করেছে। এই সহায়তা স্থগিত করায় দেশের ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে দেবে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়িয়ে দেবে এবং লাখ লাখ মানুষকে প্রতিরোধযোগ্য রোগ ও অপুষ্টির ঝুঁকিতে ফেলে দেবে। সীমিত সম্পদ ও দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সহ একটি জাতির জন্য, মার্কিন সমর্থন হারানো বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং স্বাস্থ্যের টেকসই উন্নয়ন অর্জনের দিকে অগ্রগতিতে বাধাগ্রস্ত করবে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট

অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তরুণ প্রজন্মকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছে, যা দেশের মুক্ত মতামত প্রকাশের সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। এছাড়া তিনি খাইবার পাখতুনখাওয়া অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিল্প খাতে বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন এবং ব্যবসায়ীদের এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। হাইকমিশনার আরও জানান, পাকিস্তানে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা রয়েছে এবং চট্টগ্রাম ও করাচি বন্দর ব্যবহার করে জাহাজপথে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলছে। যদিও এর পরিমাণ এখনও তুলনামূলকভাবে কম। তিনি বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা বলেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে

সম্পাদক এম মুখলেসুর রহমান খান প্রমুখ। মোনায়েম খান বলেন, 'সার ব্যবসায় সিন্ডিকেট সৃষ্টিকারীদের দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষকরা চরম বেকায়দায় পড়েছেন। বাধ্য হয়ে তাদের সরকারনির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দামে সার কিনতে হচ্ছে। তাই সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশি মূল্যে সার বিক্রিকারী অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে।' এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন তিনি। এ বিষয়ে নেত্রকোনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, 'জেলায় সারের কোনও সংকট নেই। দু-একটি এলাকায় অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রির সংবাদ পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। বর্তমানে জেলার কোথাও অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রি হচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই।'

মাদরাসা শিক্ষকদের ওপর পুলিশের

তারা সবাই ইবতেদায়ি শিক্ষক। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। শাহবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে। শাহবাগ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য রয়েছেন। আন্দোলনকারীরা শাহবাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন।

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের পদযাত্রা

জাতীয় প্রেস ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোটের সদস্যসচিব মোহাম্মদ আল-আমিন। আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক শামসুল আলম লিখিত বক্তব্যে বলেন, ১৯৮৪ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালে একই পরিপত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের ৫০০ টাকা সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হলেও এক হাজার ৫১৯টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ব্যাপারে তিন হাজার ৩০০ টাকা অনুদান দেওয়া ছাড়া এমপিওভুক্ত করা হয়নি। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এলেও কোনো সুযোগ-সুবিধা পাইনি।

১০ দিনেও পণ্যবাহী কার্গো ছাড়েনি

বিষয়ে টেকনাফ স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ব্যবসায়ী এহতেশামুল হক বাহাদুর বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ীরা খুব চিন্তিত। কেননা, এখনও একটি পণ্যবাহী কার্গো বোট ছেড়েনি আরাকান আর্মি। সেখানে আমাদের বহু ব্যবসায়ীদের মালামাল রয়েছে। তল্লাশির দশ দিন পার হলেও বড় কার্গো বোট তাদের হেফাজতে রয়েছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানে সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করা দরকার। না হলেও ব্যবসায়ীরা টেকনাফে ব্যবসা গুটিয়ে দিবেন।' স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেড় মাস পর গত ১১ জানুয়ারি মিয়ানমারের ইয়াংগুন থেকে কয়েকজন ব্যবসায়ীর পণ্যবাহী কার্গো বোট টেকনাফ স্থলবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেয়। এরপর ১৬ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় নাফ নদের মোহনায় দেশটির জলসীমায় নাইক্ষ্যংদিয়া নামক এলাকায় তল্লাশির নামে পণ্যবাহী তিনটি আটকে দিয়েছিল আরাকান আর্মি। এর মধ্যে আচার, শুঁটকি, সুপারি, কপিসহ ৫০ হাজারের বেশি বস্তা পণ্য রয়েছে। এসব পণ্য স্থলবন্দরের ব্যবসায়ী শওকত আলী, ওমর ফারুক, মো. আয়াছ, এমএ হাসেম, মো. ওমর ওয়াহিদ, আবদুর শুক্কুর সাদ্দামসহ অনেকের। সর্বশেষ গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সাজেদ ও এমবি হারিকাউ লেছ নামে দুটি পণ্যবাহী বোট ফেরত আসলেও একটি কার্গো বোট আরাকান আর্মি হেফাজতে রয়েছে। তবে ফেরত আসা বোটে ২৭ হাজার ২২২ বস্তা মালামাল রয়েছে। এক বন্দর ব্যবসায়ী বলেন, 'আরাকান আর্মি এখনও একটি পণ্যবাহী বোট ছাড়েনি। মূলত তল্লাশির নামে বোটে থাকা অনেক মালামাল খালাস হয়ে গেছে বলে শুনেছি। তাদের তল্লাশি এখনও চলছে। দুই-একদিনের মধ্য ছেড়ে দেওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। মূলত কার্গো বোটটির মালিক মিয়ানমারের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আরাকান আর্মির দ্বন্দ্ব রয়েছে। তার কারণে আরাকান আর্মি চাপ প্রয়োগ দিতে তল্লাশির নামে আটকে রেখেছে। পাশাপাশি আরাকান আর্মি এখন থেকে সীমান্তে বাণিজ্য ভাগ বসাতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।' এ বিষয়ে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এন্টারপ্রাইজের মালিক নুরুল কায়েছ সাদ্দাম বলেন, 'এখনও একটি পণ্যবাহী কার্গো বোট ছাড়েনি। সেখানে আমারসহ অনেকে বেশ কিছু পণ্য রয়েছে। এর আগে দুটি পণ্যবাহী বোট ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এটি কেন এখনও ছেড়ে দেয়নি সেটি বলা মুশকিল।' টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, 'এখনও একটি পণ্যবাহী কার্গো বোট ছাড়েনি। এটির খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে।'

মার্কিন সাহায্য বন্ধে গভীর

তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইউএসএআইডির কর্মসূচি এশিয়ায় বৃহত্তম। এই কর্মসূচিতে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির পাশাপাশি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণতন্ত্র ও সুশাসন, মৌলিক শিক্ষা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ও আছে। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বড় ধরনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম দেখভাল করে। ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ইউএসএআইডি অনেক পুরনো অংশীদার হিসেবে আছে। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি অর্থ সহায়তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে আড়াই বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য সহায়তার পরিমাণ ২১০ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএআইডি ছাড়াও পররাষ্ট্র, কৃষি, বিচার, জ্বালানিবিষয়ক দপ্তর এবং ফেডারেল ট্রেড কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সহায়তা দিয়ে থাকে। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ৪৯ কোটি ডলার (প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা) সহায়তা দিয়েছে। ২০২৪ সালের আংশিক হিসাবেও সহায়তার পরিমাণ প্রায় কাছাকাছি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দপ্তর হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র এখন তার বৈদেশিক সাহায্য পুনর্মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হিসেবে নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট শিল্প এবং আমলাতন্ত্র আমেরিকান স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকান মূল্যবোধের পরিপন্থী। তারা বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে নীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো সহায়তা বিদেশে যুক্তরাষ্ট্র আর দেবে না। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বৈদেশিক সহায়তা কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও সংগতি যাচাইয়ের জন্য বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত থাকবে। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নির্দেশনা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার জন্য বাধ্যতামূলক। প্রতিটি বৈদেশিক সহায়তা কর্মসূচি পর্যালোচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ ও সংস্থা প্রধানরা বাজেট ও ব্যবস্থা বিষয়ক অফিসের পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন। পর্যালোচনা শেষে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশে সহায়তা কর্মসূচিগুলো অব্যাহত রাখা, পরিবর্তন ও বন্ধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীতি ও প্রয়োগের দিকে নিবিড় দৃষ্টি রাখছে বাংলাদেশ। বৈদেশিক সহায়তা স্থগিতের আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) থেকে বেরিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। ডব্লিউএইচওতে বড় অর্থের জোগান দিয়ে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ডব্লিউএইচও ছাড়ায় সংস্থাটি দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা আছে। এর প্রভাব পড়বে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর গতকাল সন্ধ্যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের প্রতিটি ডলার ব্যয়, প্রতিটি তহবিল এবং প্রতিটি নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এগুলো হলোড়এটি (সহায়তা, নীতি) কি যুক্তরাষ্ট্রকে আরো নিরাপদ করে তোলে? এটি কি যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলে? এটি কি যুক্তরাষ্ট্রকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে?' মার্কো রুবিও বলেন, 'আমাদের জাতীয় স্বার্থ এগিয়ে নিতে আমরা আরো উদ্ভাবনী, চটপটে এবং মনোযোগী পররাষ্ট্র দপ্তর গড়ে তুলব। এর জন্য কিছু অগ্রাধিকার প্রতিস্থাপন, কিছু বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া এবং কিছু অনুশীলন বাদ দেওয়া প্রয়োজন।'

নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ কমিশনের

উপস্থিতি, দ্বৈত ভোটারদের উপস্থিতি- এগুলো কাটিয়ে উঠার জন্যই ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে আগামীতে একটা সুষ্ঠু, সুন্দর, গ্রহণযোগ্য ও প্রশ্নহীন নির্বাচন করার। এই ধরনের নির্বাচনের প্রথম শর্তই হচ্ছে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ভোটার তালিকা। এ সময় কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক উত্তম কুমার, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরানসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মেট্রোরেলের যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য

২টা ৬ মিনিট পর্যন্ত সিগন্যালিং সিস্টেমের কারিগরি ত্রুটির কারণে মেট্রোরেল সেবা বন্ধ ছিল। পরে দুপুর ২টা ৬ মিনিটে পল্লবী স্টেশন থেকে মতিঝিল স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা চালু করা হয়। সর্বশেষ সন্ধ্যা ৬টা ৫৪ মিনিটে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মতিঝিল স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা চালু করা হয়। যাত্রীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত'।

টাকা জোগাড়ে করের বোঝা

কয়েক ধরনের টিস্যু, মোটরগাড়ির গ্যারেজ, রেস্তোরাঁ, এলপি গ্যাসের মতো পণ্যে ভ্যাট ও শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। সিগারেটে আরেক দফা দাম ও কর বাড়ানো হয়েছে। মোবাইল ফোনের সিম কার্ডের ওপর সম্পূরক শুল্ক ২০ থেকে বাড়িয়ে ২৩ শতাংশ করা হয়েছে। ইন্টারনেট সেবা বা আইএসপির ওপর প্রথমবারের মতো ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বসানো হয়েছে। পরে আন্দোলনের মুখে রেস্তোরাঁ, মোবাইল ফোন, ওয়ার্কশপ, ওষুধসহ ৯ পণ্য ও সেবার বাড়তি ভ্যাট প্রত্যাহার করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনবিআর। যদিও আন্দোলনের জেরে এই ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়নি বলে জানিয়েছেন এনবিআরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, 'আইএমএফ সরকারকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের শর্ত দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইএমএফের সঙ্গে বসেই আমরা নীতি প্রণয়ন করেছি। সরকার তাতে সম্মত হয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদ থেকেও কিছু সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের কারণেই ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। বিভিন্ন কারণে সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে সরকারের মনে হয়েছে যে কয়েকটি পণ্যের ওপর ভ্যাট সমন্বয় করা প্রয়োজন। তখন এই কাজগুলো করা হয়েছে।' যদিও ব্যবসায়ীদের অভিযোগের তীর এনবিআরের দিকে। এনবিআরের সমালোচনা করে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব ইমরান হাসান বলেন, 'সব সময়ই এনবিআর এ ধরনের কাজগুলো করে। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। এসি চেয়ারে বসে যদি তারা একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় তাহলে সেটা ব্রিটিশ জমিদারি প্রথার মতোই হয়ে গেল। গণতান্ত্রিক দেশে এটা হওয়ার কথা নয়। আমলাতন্ত্রের কালো থাবা ও চরম অব্যবস্থাপনার কোনো সীমারেখা নেই, তা আবারও স্পষ্ট হলো। এই সরকারকে একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্যই এসব করা হয়েছে। টাকা জোগাড়ে ভ্যাট বাড়িয়ে পরে আবার চাপের মুখে ভ্যাট কমানোর প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'কোনো ধরনের প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়নি। খুবই তড়িঘড়ি করে এসব করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ওপর ভ্যাট বাড়ানো হলে সেটার যে একটা পুশব্যাক আসবে তা বোঝার জন্য কোনো বিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা তো সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করেই বোঝা যায়। এই অর্থবছরেই রাজস্ব আদায় বাড়ানোর একটা চাপ ছিল আইএমএফের পক্ষ থেকে, কিন্তু এখানে আরো নেগোসিয়েশন করা যেত। 'বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, 'রাজনীতি ও অর্থনীতি দুটি বিষয়কে আলাদা করা যাবে না। একটা দেশে যদি রাজনীতি ভালো না হয়, সেই দেশে কখনোই অর্থনীতি ভালো হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা সার্বিক অর্থনীতির পরিস্থিতির উন্নতির জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। সবাই সামনে তাকিয়ে আছে, সামনে যে দেশের রাজনীতির কী হবে। 'তিনি বলেন, 'অর্থনীতির এই নাজুক পরিস্থিতিতে নতুন করে ভ্যাট ও কর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ করতে হলে ব্যবসায়ীদের ওপরে নতুন করে কোনো বোঝা চাপানোর সুযোগ নেই। মূল্যস্ফীতি কমাতে সরকার যে নীতিতে চলছিল সেখান থেকে ভ্যাট আরোপ করা স্ববিরোধী।'

র‍্যাবের সাবেক ডিজি হারুনের

অভিযোগ আনে প্রসিকিউশন। অপরাধ সংশ্লিষ্টতার প্রাথমিক প্রমাণ থাকার কথা জানিয়ে র‍্যাবের সাবেক এই ডিজির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করে প্রসিকিউশন। সেই আবেদন মঞ্জুর করে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল। এদিকে ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে আশুলিয়ায় ছয় জনের মরদেহ পোড়ানোর মামলায় সাবেক এস আই আবদুল মালেক এবং সাবেক কনস্টেবল মুকুল চোকদারকেও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। গুলি করে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এর আগে, আশুলিয়ায় ছয়জনের মরদেহ পোড়ানোর মামলায়, সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম ও চার পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল।

নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক পলাতক

সেটা তারা চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাহবুব আলম মামুনের সভাপতিত্বে ও প্রধান শিক্ষক খোদেজা খাতুনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এতে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ দিদার হোসেন, বিএনপি নেতা জহির উদ্দিন ফারুক, জমির উদ্দিন চৌধুরী সঞ্জু, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য সাইফুদ্দিন চৌধুরী মঞ্জু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ, জেলা কৃষক দলের সহসভাপতি বদরুল ইসলাম শ্যামল, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি আব্দুল্লাহ আল খালেদ, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক হাছিবুর রহমান অভি ও সদস্য সচিব মাইনুল হাসান শাওন প্রমুখ।

মেডিক্যালে চান্স পেলেন চা দোকানির

না, তাই উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, কিংবা উচ্চতর গণিতে প্রাইভেট পড়াও সম্ভব হয়নি।' রিফাতের সাফাল্যে আনন্দিত এলাকাবাসী, স্বজন, সহপাঠী ও স্কুলের শিক্ষক। শুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. ইসহাক মোল্লা বলেন, 'আমাদের স্কুল থেকে ডাক্তার আরও কয়েকজন হয়েছেন। বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় মেডিক্যাল স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ। সেখানে রিফাত চান্স পেয়েছে। এটা অনেক কিছু।' তিনি বলেন, 'রিফাতের একটা স্বভাব ছিল, সে শিক্ষকদের থেকে পড়া আদায় করে নিতো। বর্তমান যুগে পড়াশোনার চাপ অনেক কমে গেছে, অনেকের মধ্যে পড়াশোনায় অনীহা দেখা যায়। কিন্তু রিফাতের মধ্যে সেটা দেখিনি। সবসময় শিক্ষকদের থেকে কীভাবে পড়া আদায় করে নিতে হয় তার মধ্যে সেটা ছিল।' একই এলাকার ডাক্তার সিজান শেখ বলেন, 'মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় রিফাত ৩২৩তম হয়েছে। এটি আমাদের গ্রামের জন্য খুবই বড় একটি অর্জন।' শুধু এলাকাবাসীই না, রিফাতের সাফল্যে খুশি সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনা আক্তারও। ভর্তি হওয়া, বই কেনার জন্য অনুদানসহ রিফাতকে সার্বিক সহায়তা দেওয়ার কথা জানান তিনি। শাহিনা আক্তার বলেন, 'প্রথমে আমি এই পরিবারটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর যে ছেলেটি মেডিক্যালে চান্স পেয়েছে তাকে আমাদের উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। তার ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করছি। আমরা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার পাশে আছি।'

কুয়াকাটায় আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তঃসীমান্ত নদী নিয়ে ভূ-রাজনীতি, পানি ব্যবস্থাপনা ও সমুদ্র সম্পদের ভবিষ্যতের স্থায়িত্ব নিয়ে বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং এসব আলোচনাকে উৎসাহিত করতে পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলনের দশম আসর। গতকাল রোববার সৈকতের একটি রিসোর্টে দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়; সম্মেলনের এবারের আসরের স্লোগান হল- 'পানির ভূ-রাজনীতি এবং সমুদ্রের ভবিষ্যৎ'। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা 'অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ' আয়োজিত এবারের সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশসহ আন্তঃসীমানা পানি ও নদী নিয়ে চলমান ভূ-রাজনীতি এবং সমুদ্রের বিদ্যমান সংকট, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছেন। অ্যাকশনএইড এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন ও ভারতের বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখবেন। দেশ-বিদেশের যুবক, নারী, অ্যাকাডেমিক, গবেষক, নীতিনির্ধারক, বেসরকারি সংস্থা-এনজিও, দাতা সংস্থা ও বাস্তবায়নকারীদের সম্পৃক্ত করে পানি ব্যবস্থাপনা, নদী শাসন এবং পানি ও সমুদ্রের ভবিষ্যতের স্থায়িত্ব নিয়ে বর্তমান চ্যালেঞ্জ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবারের সম্মেলনে। এছাড়া এসব বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়িয়ে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা, ন্যায়সংগত বণ্টন এবং পানি ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত এবং সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতের তাগিদও থাকছে সম্মেলনে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকবে পানি, নদী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনীমূলক সমাধান চিহ্নিত ও প্রচার করা, পানি ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সংগত ও ন্যায্যতার দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করা। গতকাল রোববার সম্মেলনের প্রথম দিন 'তিস্তা ও সীমান্তবর্তী নদীসমূহের ভবিষ্যৎ', 'জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানীয় উদ্ভাবন', 'জলবায়ু ভবিষ্যৎ', 'পানি অর্থায়ন এবং পানি কূটনীতির ভূমিকা' নিয়ে আলোচনা হয়। পানির নায্য বণ্টন নিশ্চিত করে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিতে জোর দেওয়া হবে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন। সোমবারের আলোচ্যসূচিতে থাকছে 'পানি ব্যবস্থাপনায় নারীবাদী দৃষ্টিতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং ক্ষমতার সম্পর্ক মূল্যায়ন', 'পানি বিষয়ক শিক্ষাকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ', 'সহযোগিতার ভূ-রাজনীতি এবং সমুদ্র ও পানিসম্পদ রক্ষার মত বিষয়গুলো। সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং প্রস্তাবগুলো পরবর্তীতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণী ফোরামে তুলে ধরা হবে। দেশের পানিসম্পদ ও তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে মানুষের চিন্তার প্রসার, পানি নিয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ, বিভি-ন্ন ধরনের সংলাপকে উৎসাহিত করা, পানি নিয়ে একত্রে কাজ করতে জোট গঠন, আন্তঃসীমান্ত কার্যক্রমে উৎসাহ দিতে ২০১৬ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক পানি সম্মেলন আয়োজন করে আসছে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ। সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য দেন অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবির। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তিনি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন এবং সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার ফর অলটারনেটিভসের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ। এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেডের পানি, শক্তি এবং জলবায়ু বিষয়ক লিড স্পেশালিস্ট জন ডোর।

নরসিংদীতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে, নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর রায়পুরায় সাবেক ও বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যানের সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে দুজন নিহত ও কমপক্ষে ১০ জন আহত হন। গতকাল রোববার সকালে উপজেলার চরাঞ্চলের বাঁশগাড়ি এলাকায় দফায় দফায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন রায়পুরা থানার ওসি আদিল মাহমুদ। নিহতরা হলেন- বাঁশগাড়ি এলাকার জহর আলীর ছেলে আলমগীর হোসেন আলম (১৯) ও একই এলাকার জসিম উদ্দিনের ছেলে আলী আহমেদ (২৩)। স্থানীয়দের বরাতে ওসি আদিল মাহমুদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত বাঁশগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আশরাফুল হক সরকারের সঙ্গে বর্তমান চেয়ারম্যান রাতুল হাসানের সমর্থকদের বিরোধ চলেছিল। এর জেরে গতকাল রোববার সকালে দুই পক্ষের লোকজন আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। দফায় দফায় সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় আলমগীর হোসেনকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান আলী আহমেদ। এছাড়া অন্য আহতদের রায়পুরা ও নরসিংদী সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কলিমুল্লাহ বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। সংঘর্ষে দুজন নিহতের তথ্য পেয়েছি।

রামপুরায় বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল কিশোরের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর রামপুরায় ইসলামী ব্যাংকের সামনে রাস্তা পারাপারের সময় বাসের ধাক্কায় এক কিশোরের মৃত্যু হয়। গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সাজিদ হোসেন নামে গুরুতর আহত এ কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে তার মৃত্যু হয়। মালীবাগ থেকে বাড্ডাগামী সড়কে রমজান পরিবহনের একটি বাস ধাক্কা দিলে সাজিদ গুরুতর আহত হন। রাত পৌনে ৮টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত আনা হয় বলে জানান। হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য দিয়ে বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় জনতা বাসটিকে আটক করে। খবর পেয়ে পুলিশ তা নিজেদের হেফাজতে নেয়। ১৬ বছর বয়সী সাজিদ বাগেরহাটের কচুয়া থানার ছিটাবাড়ি গ্রামের রিকশাচালক নূর মোহাম্মদের ছেলে। ঢাকার মধ্য বাড্ডা এলাকায় বসবাস করা সাজিদ রাম-পুরায় পুরাতন মোটরসাইকেল কেনাবেচার দোকানে কাজ করতেন। সাজিদের দোকান মালিক আল আমিন বলেন, "সন্ধ্যায় সাজিদ রাস্তার অপরদিকের গোডাউন থেকে পার হয়ে দোকানে আসার সময় বাসের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। "প্রথমে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ও পরে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার সফিউল্লাহর মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক সেনাপ্রধান ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রোববার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এক শোক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, '১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন কে এম সফিউল্লাহ। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় প্রধান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় আর্মি ব্রিগেডের (ফোর্স নামে পরিচিত) এস ফোর্সের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন তিনি।' ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন কে এম সফিউল্লাহ। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তার অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ তার বীরত্বগাথা আজীবন চিরকৃতজ্ঞে স্মরণ করবে।' কে এম সফিউল্লাহর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, গতকাল রোববার সকালে ঢাকা সেনানিবাসের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) কে এম সফিউল্লাহর মৃত্যু হয়।

টেকনাফ স্থলবন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট, পণ্য খালাস বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফ স্থলবন্দরে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে শ্রমিকরা ধর্মঘট ডেকে পণ্য খালাস বন্ধ রেখেছেন। গতকাল রোববার সকাল থেকে বন্দরের গেটে মানববন্ধন করেন শ্রমিকরা। তবে মিয়ানমারে পণ্য রফতানির কার্যক্রম চালু রয়েছে। টেকনাফ স্থলবন্দর পরিচালনাকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক জসিম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'শ্রমিকদের একটি অংশ পণ্য খালাস বন্ধ রেখেছে। তবে মিয়ানমারে পণ্য রফতানি কার্যক্রম চলছে। কী কারণে ধর্মঘট ডেকেছে সে বিষয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি।' জানা গেছে, সকাল থেকে বাণিজ্যঘাটে আমদানিকৃত মালামাল পণ্য খালাস বন্ধ রয়েছে। এ ঘাটে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরির দাবিতে বন্দরের গেটে মাথায় লালকাপড় বেঁধে মানববন্ধন করছেন। এতে পণ্যবাহী বোট ঘাটে নোঙরে পড়ে আছে। স্থলবন্দরের শ্রমিক আবুল মনসুর বলেন, 'আমরা সারা দিন কাজ করে ন্যায্য মজুরি পাচ্ছি না। তাই আমরা কাজ বন্ধ রেখেছি। মূলত মাঝিরা ট্রাকপ্রতি ৭ হাজার টাকা করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করলেও আমাদের পাচঁ হাজার টাকা করে মজুরি দিচ্ছে। তা ছাড়া সরাসরি বোট থেকে পণ্য গুদামে খালাস করলে মজুরি দিচ্ছে না। যা আমরা আগে থেকে আদায় করতাম।' এ বিষয়ে টেকনাফ স্থলবন্দরের শ্রমিক নেতা মো. আজগর মাঝিকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে আরেক মাঝি মো.করিম বলেন, 'শ্রমিকরা মজুরি বাড়ানোর দাবিতে কাজ বন্ধ রেখেছেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা মজুরি না বাড়ালে মাঝিরা কীভাবে শোধ করবেন।' টেকনাফ স্থলবন্দর ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এহতেশামুল হক বাহাদুর বলেন, 'শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে পণ্য খালাস বন্ধ রয়েছে। এতে ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়বে। মূলত এটি মাঝি এবং শ্রমিকদের সমস্যা, আমাদের না।' এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, 'অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে শ্রমিকদের স্থলবন্দরে কর্মবিরতির খবর শুনেছি। বিষয়টি খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।'

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুট

সৈকত ও প্রবাল এক্সপ্রেস চলবে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে, টিকিট বিক্রি শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ রেলওয়ের চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন দুটি আন্তঃনগর ট্রেন সৈকত এক্সপ্রেস ও প্রবাল এক্সপ্রেস চলাচল শুরু হচ্ছে। এরই মধ্যে গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে নতুন দুই ট্রেনের টিকিট বিক্রিও শুরু হয়। রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) এবিএম কামরুজ্জামান এফএনএসকে জানিয়েছেন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটের নতুন ট্রেন প্রবাল ও সৈকত এক্সপ্রেস আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে চলাচল শুরু করবে। যাত্রীদের কাছে নতুন দুই ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের পরিবহন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছাড়বে সৈকত এক্সপ্রেস। কক্সবাজার থেকে সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে প্রবাল এক্সপ্রেস ছাড়বে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। সৈকত ও প্রবাল এক্সপ্রেস নন-এসি হলেও এই দুটি ট্রেন আন্তঃনগর বলে জানান পরিবহন বিভাগের কর্মকর্তারা। ট্রেনগুলোতে খাবারের গাড়িও থাকছে। স্পেশাল এই ট্রেন জোড়া দিনে চট্টগ্রাম থেকে দুইবার যাবে এবং কক্সবাজার থেকে দুইবার চট্টগ্রাম আসবে। এ অঞ্চলের মানুষ এবং পর্যটকদের সুবিধার্থে এই রুটে চলাচলরত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ট্রেন দুটির সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে সোমবার। ট্রেন ছাড়ার এবং স্টেশনে থামার সময়সূচি সৈকত এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ৮২১) প্রতিদিন সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে চট্টগ্রাম থেকে ছাড়বে এবং সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে কক্সবাজার পৌঁছাবে। প্রবাল এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ৮২২) কক্সবাজার থেকে সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর প্রবাল এক্সপ্রেস আবার বেলা ৩টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রাম থেকে ছাড়বে এবং সন্ধ্যা ৭টায় কক্সবাজার পৌঁছাবে। সৈকত এক্সপ্রেস কক্সবাজার থেকে সন্ধ্যা ৮টা ১৫ মিনিটে রওনা দিয়ে রাত ১১টা ৫০ মিনিটে চট্টগ্রাম পৌঁছাবে। সৈকত এক্সপ্রেস ষোলশহর, জানালীহাট, পটিয়া, দোহাজারী, সাতকানিয়া, চকরিয়া, ডুলাহাজারা ও রামু স্টেশনে থামবে। অন্যদিকে, প্রবাল এক্সপ্রেস থামবে ষোলশহর, গোমদণ্ডী, পটিয়া, দোহাজারী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, চকরিয়া, ডুলাহাজারা, ইসলামাবাদ ও রামু স্টেশনে।

কাপাসিয়ার সিঙ্গুয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলারও সিঙ্গুয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার বিকালে বিদ্যালয় মাঠে প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজ। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি তামান্না তাসনীম। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব খন্দকার আজিজুর রহমান পেরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানুরাগী মোঃ মনিরুল হক সরকার, দাতা সদস্য মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, হুমায়ূন কবির কাজল, বারিষাব ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন, ঘাগটিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ বজলুর রশীদ নয়ন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ হারুন অর রশীদ মাঝি, বারিষাব ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল কাশেম মাস্টার প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোস্তাফিজার রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ক্রিড়ানুষ্ঠান প্রাণবন্ত পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমান শাহীন। পরে স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে দিনব্যাপী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

গুলিতে আহত নজরুলকে দেখতে এলেন সমন্বয়ক মহিউদ্দিন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : গত বছর ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত ফার্নিচার মিস্ত্রি নজরুল ইসলাম (২৬) কে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে দেখতে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়ক ও চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির ছাত্র প্রতিনিধি মো. মহিউদ্দিন। গত শনিবার রাতে অন্যান্য ছাত্র প্রতিনিধিসহ তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নজরুলের খোঁজ খবর নেন। আহত নজরুল মতলব উপজেলার উপাদি দক্ষিণ ইউনিয়ন মাষ্টার বাজার ভাট বাড়ি এলাকার মজিবুর রহমানের ছেলে। তিনি চট্টগাম পতেঙ্গা স্টীল মিলস্ এলাকায় ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতেন। স্বজনরা জানান, নজরুল ৫ আগস্ট,২০২৪ ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। তার একটি গুলি ফুসফুসের হাড়ে আটকে আছে বলে জানান চিকিৎসকরা। নজরুলের মা জানান, তার স্বামী একজন কৃষক। গুলিবিদ্ধ ছেলে চিকিৎসা ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। গুলির যন্ত্রণায় নজরুল প্রতিনিয়ত আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তার আয়ে চলছিল সংসার। এখন সব কিছুই বন্ধ। তিনি তার সন্তানের চিকিৎসার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের দৃষ্টি কামনা করেন।

চাঁদপুরে অসহায়দের মাঝে গৃহ নির্মাণ সামগ্রীসহ অর্থ বিতরণ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : সেনাবাহিনীর উদ্যোগে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। গত শনিবার চাঁদপুর সদর উপজেলায় বন্যা পরবর্তী পূণর্বাসন কর্মসূচির অধীনে চাঁদপুর সেনাক্যাম্প কর্তৃক ১৫ টি বন্যা দুর্গত অসহায় পরিবারের মাঝে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ঢেউটিন ও প্রতিটি পরিবারকে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রমের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, পিএসসি (অধিনায়ক-২১ বীর)। তিনি বলেন, চাঁদপুর ও আশেপাশের এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে এই এলাকায় জানমাল এবং বাড়িঘর এর বেশ ক্ষয়ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। গত ২৪ আগষ্ট ২০২৪ থেকে চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প এর তত্ত্বাবধানে এ সকল বন্যাদূর্গত এলাকায় বিপুল পরিমাণে ত্রাণ বিতরন অভিযান পরিচালনা করে আসছে সেনাবাহিনী।

রাজশাহীতে এএমসি চিকিৎসক গেট টুগেদার অনুষ্ঠিত

ভাঙ্গুড়া, পাবনা প্রতিনিধি : রাজশাহী বিভাগের এএমসি (হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক) চিকিৎসকদের গেট টুগেদার এবং কালচারাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী রিসোর্টে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিভাগের সকল হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনানী আয়ুর্বেদিকে গ্রাজুয়েট ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (আগড্যাব) এর সভাপতি ডা. মির্জা লুৎফর রহমান লিটন।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনানী আয়ুর্বেদিক গ্রাজুয়েট ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ(আগড্যাব) এর মহাসচিব ডা. আমিনুল বারী কানন ও সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মো. সোহেল আহমেদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আগড্যাব মহাসচিব ডা. আমিনুল বারী কানন বলেন, সারা দেশের হাসপাতাল সমুহে মেডিকেল অফিসার গন সুনামের সাথে ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

অনিয়ন্ত্রিত অটোরিকশা ও সড়ক দুর্ঘটনা

ধারণা করা হয় বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার অটোরিকশা গাজীপুরে চলাচল করছে। গাজীপুরের গাজীপুর সদর ও শ্রীপুরে প্যাডেলচালিত রিকশাও রয়েছে অনেক। আছে সিএনজিচালিত থ্রি হুইলার। এর মধ্যে এই বিপুলসংখ্যক অটোরিকশা গাজীপুরের জন্য এখন বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। গাজীপুরের ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক, আঞ্চলিক সড়ক, শহরের প্রধান সড়ক, লিংক রোড এবং অলিতে-গলিতে সর্বত্র চলছে অটোরিকশা। গাজীপুরের অটোরিকশায় নেই কোনো শৃঙ্খলা, নেই প্রশিক্ষিত ড্রাইভার। অনেক অটোরিকশার চালক বয়সে কিশোর। গাজীপুরের শ্রীপুর অঞ্চলে অটোরিকশার কারণে বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনিতেই শ্রীপুর অঞ্চল শিল্পঅধ্যুষিত এলাকা। শিল্প কারখানায় কর্মরত অতিরিক্ত মানুষের চাপ, সব ধরনের পরিবহন চলাচল বৃদ্ধি এবং হঠাৎ করে অল্প সময়ে অটোরিকশার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শ্রীপুর বাসীকে যানজটে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অনিয়ন্ত্রিত অটোরিকশার কারণে প্রতিদিন বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা। অটোরিকশার মাধ্যমে যে কারণে সড়কে যানজট, বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা ঘটে তা হলো– অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ ড্রাইভার, হঠাৎ করে অটোরিকশার সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং একটি স্থানে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক অটোরিকশার উপস্থিতি, মহাসড়কে অটোরিকশার অবাধ চলাচল, অটোরিকশাগুলোর দুর্বল ব্রেক সিস্টেম, আইন ও নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে অটোচালকদের ধারণা না থাকা ইত্যাদি।

আগের চেয়ে শ্রীপুর উপজেলার প্রতিটি রাস্তায় বেড়েছে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। অটোরিকশার এলোমেলো চলাচলের কারণে দুর্ঘটনাও বেড়েছে অনেক বেশি। বিশেষ করে ইউটার্ন ও লিংক রোড মোড়গুলোতে যানজট লেগেই থাকে। বিপুলসংখ্যক অটোরিকশার চাপে অন্যান্য পরিবহন চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। বড় গাড়ি ও প্রাইভেট কারের সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষ হচ্ছে। বড় গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হলে অটোরিকশা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। অটোরিকশাওয়ালাও দুর্ঘটনায় পতিত হয়। প্রাইভেট কার ও অন্যান্য ব্যক্তিগত গাড়িতে সংঘর্ষ হলে গাড়িগুলোর বাইরে খুব বেশি ক্ষতি হয়। এতে গাড়িগুলো ঠিক করতে মালিকের আর্থিক দ- গুনতে হয়। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো– অটোরিকশার সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটলে দুপক্ষই বাকবিত-ায় জড়িয়ে পড়ে। এতে করে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়ে বিশৃঙ্খলা লেগে যায়। অটোরিকশার অস্বাভাবিক গতি এবং দুর্বল ব্রেক সিস্টেম এর কারণে প্রায়ই যাত্রী পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। শ্রীপুর অঞ্চলে বর্তমানে শুধু অটোরিকশার কারণে সড়ক মহাসড়ক ও লিংক রোডগুলোর মুখে দীর্ঘ সময় জ্যাম লেগে থাকে। বিপুল কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। আগে অটোরিকশার পরিমাণ কম ছিল। বর্তমানে অটোরিকশার সংখ্যা এতটাই বেড়েছে যে, এদের নেই কোনো হিসাব ও নিয়মশৃঙ্খলা। নেই কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম। সারা বাংলাদেশে থেকেই গাজীপুরে মানুষ আসে কাজের সন্ধানে। এর একটা অংশ কাজ না পেয়ে সহজলভ্য হিসেবে কাজ শুরু করে অটোরিকশা চালানোর। শুধু অটোরিকশা সৃষ্ট জ্যামে পড়ে নাজেহাল হতে হয় সব ধরনের মানুষকে। অটোরিকশার কারণে মানুষকে এখন অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়। একটি খবরের প্রতিবেদনে দেখলাম অতিরিক্ত অটোরিকশার কারণে গাজীপুরের অনেক জায়গায় অবৈধ অটোরিকশা বিদ্যুৎ চার্জ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। যেখানে অটোরিকশা রিচার্জ করা হয়। এই রিচার্জ করতে প্রচুর বিদ্যুতেরও প্রয়োজন হয়। এতে করে দুই ধরনের ক্ষতি হচ্ছে– বিদ্যুৎ বিভাগ অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আর গ্রাহক বিদ্যুৎ কম পাচ্ছে। এর প্রভাবও নগরবাসীর ওপর পড়ছে। শ্রীপুর অঞ্চলে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন লিংক রোডে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা আনয়ন করা খুবই প্রয়োজন। এর জন্য সবার সচেতনতা বাড়াতে হবে। পুলিশকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবহনের বিভিন্ন সংগঠন এবং নেতাদের আরও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। অটোরিকশা উৎপাদন বন্ধ এবং শৃঙ্খলা আনয়নে শ্রীপুর পৌরসভা ও শ্রীপুর উপজেলা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অতিরিক্ত দেখভাল প্রয়োজন। প্রয়োজন অটোরিকশা নিবন্ধন ও অটোওয়ালাদের ডাটাবেইজ তৈরি করা। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা– সরকার অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা আনয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

এনআইডি সেবায় হয়রানি বন্ধ করতে হবে

কোন সেবার জন্য কোন ফরম কীভাবে পূরণ করতে হয়, কী তথ্য ও কাগজপত্র জমা দিতে হয় ইত্যাদি অনেকেই না জানার কারণে দালালদের খপ্পরে পড়েন সেবাগ্রহীতারা। জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনে অনিয়ম ও ভোগান্তির অভিযোগ নতুন নয়। নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সংশোধন, স্মার্ট এনআইডি কার্ড প্রিন্টসহ জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবার নামে কোটি কোটি টাকা ঘুস লেনদেনের নানা চাঞ্চল্যকর তথ্যের কথা এক জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। চক্রের সদস্যদের মাঝে এ ঘুস লেনদেন হয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের (বিকাশ ও নগদ) মাধ্যমে। এ চক্রে আছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও বহিরাগত দালাল। হাজার হাজার এনআইডির তথ্য সংশোধনের নেপথ্যে রয়েছে এ চক্রের সম্পৃক্ততা। জানা যায়, ওই নেটওয়ার্কের এক সদস্য, যিনি জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের ১৯ হাজার টাকা বেতনের একজন কর্মচারী, তার ব্যাংক ও বিকাশ অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা ছাড়াই ২ কোটি ১২ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে। ওই দুই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকার ভাগ গেছে অন্তত ১১ কর্মচারীর অ্যাকাউন্টে। আরেক কর্মচারীর ব্যাংক ও বিকাশ অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেছে অর্ধকোটি টাকা লেনদেনের তথ্য। তিনিও টাকার ভাগ দিয়েছেন এসব কাজে যুক্ত অন্তত ছয়জনকে। একইভাবে আরও কয়েকজনের ব্যাংক হিসাবে বেতন ছাড়াই বড় অঙ্কের লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকজন কর্মচারী ঘুস নেওয়ার কথা স্বীকারও করেছেন। দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় কর্মরত ইসি এবং ইসির প্রকল্প ‘আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং অ্যাকসেস টু সার্ভিসেস (আইডিইএ) দ্বিতীয় পর্যায়’-এর কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবাপ্রত্যাশীদের কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়ার চুক্তি করেন। রাজধানীর বিভিন্ন কম্পিউটারের দোকানিদের যোগসাজশেও এ ধরনের চুক্তি হয়। ওইসব চুক্তি অনুযায়ী এনআইডি সংশোধনের মূল দায়িত্ব পান ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়করা। কাজ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাতে হাতে টাকা ভাগবাটোয়ারা হয়। সেবা প্রার্থীদের যথাযথ প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও যথাযথ সেবা দেওয়া না দিয়ে নানা ধরনের কৌশল নেওয়া হয় যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতি, ঘুষ গ্রহণ, নানা অনিয়ম, ছল-চাতুরি, অন্যের নাম ভাঙানো ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। একজন নাগরিকের জন্য এনআইডির প্রয়োজনীয়তা যেমন অনেক, তেমনি রাষ্ট্রের জন্যও স্পর্শকাতর এ তালিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এটির হেফাজতের দায়িত্বও সরকারের। কাজেই এর নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা আছেন, তারা যেন রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারেন, তা নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। তাই জননিরাপত্তার স্বার্থে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সাইবার নিরাপত্তায় জোর দিন

ইন্টারনেটের মূল চাবি হচ্ছে ডাটা। ডাটা ছাড়া ইন্টারনেট পুরোপুরি অচল। কিন্তু এই ডাটা সুরক্ষা দিতে আমরা বরাবরি উদাসীনতা দেখাই। বর্তমানে আমরা ইন্টারনেটে প্রায় বিভিন্ন প্রকারের সাইবার হামলা বা হ্যাকিং এর কথা শুনে থাকি। সাধারণত অনলাইন সুরক্ষা নিয়ে আমাদের অনিহার কারণে এই ধরনের হামলার হতে হয়। এতে অনেক সেনসিটিভ ডাটা হ্যাকারের হাতে চলে যায় অথবা ধ্বংস হয়ে যায়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা। সাইবার সিকিউরিটি মূলত হচ্ছে সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্ককে হ্যাকারের হাত থেকে রক্ষা করা। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের সকল তথ্য অনলাইনে জমা হচ্ছে। হ্যাকার আমাদের এই পার্সোনাল ডাটাকে জিম্মি করে ব্ল্যাক মেইল এর মতো নিকৃষ্ট কাজ করছে। যা আমাদের সামাজিক অবস্থান ও মানুষিক শান্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আরও বলতে গেলে সাইবার সিকিউরিটি হলো ডিজিটাল ডিভাইস, নেটওয়ার্ক, এবং সিস্টেমকে সাইবার আক্রমণ, অননুমোদিত প্রবেশ, তথ্য চুরি, তথ্য বিকৃতি, এবং ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখার প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তির সমষ্টি। সাইবার সিকিউরিটি মূলত ইন্টারনেট বা সাইবারস্পেসে ব্যবহৃত সব ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সুরক্ষিত করার কার্যক্রমকে বোঝায়। সারাবিশ্বেই বাড়ছে প্রযুক্তির ব্যবহার আর সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রযুক্তির নিরাপত্তার ঝুঁকি। বাংলাদেশ এর বাইরে নয়; ইন্টারনেট এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যেমন জনজীবনকে সহজ করেছে, তেমনি দেশের প্রতিটি খাতকে সাইবার অপরাধীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিমাসে প্রায় ১০ হাজার সাইবার আক্রমণ বাংলাদেশে সরকারি সার্ভারে হয়।

মানব পাচার প্রতিরোধে প্রয়োজন সচেতনতা

মাহতাব হোসাইন মাজেদ

মানব পাচার মানবাধিকার বিরোধী জঘন্য অপরাধ। মানব পাচারের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। মানব পাচারকে দাসত্বের আধুনিক রূপ বলে মনে করা হয়। অর্থ উপার্জনের সহজ মাধ্যম হিসেবে কিছু লোক মানব পাচারের মতো ঘৃণ্য কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ অনুযায়ী, ‘মানব পাচার’ অর্থ কোনো ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়ে, বল প্রয়োগ বা প্রতারণার মাধ্যমে তার আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত বা অন্য কোনো অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এবং টাকা-পয়সার বিনিময়ে বা অন্য কোন সুবিধা লাভের জন্য তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে এমন কারও সম্মতি নিয়ে এবং বাংলাদেশের ভেতরে বা বাইরে যৌন শোষণ, শ্রম শোষণ অথবা অন্যকোন শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ক্রয় বা বিক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেয়া। উল্লেখ্য, পাচারের শিকার ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের কম হলে বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা প্রলোভন দেয়া হয়েছে কি না তা বিবেচনা করার দরকার নেই বরং শোষণ বা নিপীড়ন হলেই তা মানব পাচার প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। অপরাধের মাত্রাভেদে আইনের মধ্যে মানব পাচারের বিভিন্ন রকম শাস্তির বিধান রয়েছে। এ আইনের ৬ ধারা অনুসারে মানব পাচার নিষিদ্ধ করে এর জন্য অনধিক যাবজ্জীবন কারাদ- এবং কমপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদ- এবং কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা অর্থদ-ের বিধান রাখা হয়েছে। ধারা ৭ অনুসারে সংঘবদ্ধ মানব পাচার অপরাধের দ- মৃত্যুদ- বা যাবজ্জীবন কারাদ- বা কমপক্ষে সাত বছর সশ্রম কারাদ- এবং কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা অর্থদ-।

এ ছাড়া এ আইনের ধারা ৮ অনুসারে অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা চেষ্টা চালানোর দ- হিসেবে অনধিক সাত বছর এবং কমপক্ষে তিন বছর সশ্রম কারাদ- এবং কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা অর্থদ- রাখা হয়েছে। ধারা ৯ অনুসারে জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করার দ- অনধিক ১২ বছর এবং কমপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদ- এবং কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা অর্থদ-। উক্ত আইনের ধারা ১০ অনুসারে মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, চুরি এবং আটক করার দ- এবং মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বা যৌনশোষণ ও নিপীড়নের শাস্তি অনধিক ১০ বছর এবং কমপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদ- এবং কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা অর্থদে- দ-িত রাখা হয়েছে। নবজাতক শিশু অপহরণ বা চুরির দ- অনধিক যাবজ্জীবন কারাদ- এবং কমপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদ- এবং কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা অর্থদ- রাখা হয়েছে। এ আইনের পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোনো ধরনের যৌনশোষণ বা নিপীড়নের জন্য আমদানি বা স্থানান্তরের দ- অনধিক সাত বছর এবং কমপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদ- এবং কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা অর্থদ- রাখা হয়েছে। এ আইনের অধীন অপরাধগুলো আমলযোগ্য, আপস অযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য। হতাশার বিষয় হলো, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মানবপাচার অব্যাহত রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের সুনির্দিষ্ট আইন থাকার পরও কেন তা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না? অধিক জনসংখ্যা, অসচেতনতা, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, দ্রুত নগরায়ন, মাদক ও যৌন ব্যবসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম শিশু ও নারী পাচারের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করেছে। আবার সুখী ও উন্নত জীবনের প্রলোভনে পড়ে আশ্রয়হীন; অসহায় ও হতাশাগ্রস্ত শহরমুখী নারী ও শিশুরাও পাচারের কবলে পড়ে। একশ্রেণীর মুনাফালোভী ব্যবসায়ী চক্র নারী ও শিশুদের চাকরি, বিবাহ, ভালোবাসা বা অন্য কিছুর প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বিদেশে পাচার করে চলেছে। বছরের পর বছর এসব পাচারকৃত নারী ও শিশু শারীরিক ও যৌন নির্যাতন সহ্য করছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর ট্রাফিকিং ইন পারসন্স (টিআইপি) রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী, প্রতিবছর অনেকেই অনিয়মিত চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে পাচার হন এবং পাচারকারীদের হাতে শোষণ এবং নির্যাতনের শিকার হয় এই মানুষগুলো। যারা অবৈধভাবে বা অনিয়মিতভাবে বিদেশে যায় বা যেতে বাধ্য হয় তারা সীমাবদ্ধ চলাচল, ঋণচুক্তি, জোরপূর্বক শ্রম, যৌন নিপীড়ন, জোরপূর্বক বিবাহ এবং দাসত্বের মতো সমস্যায় পড়েন। মানব পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতার বিকল্প নেই। নিজেকে এবং অন্যদের পাচারের হাত থেকে রক্ষা করুন, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে সহায়তা করুন। আপনার অধিকারগুলো জানুন এবং সব সময় সেগুলো আদায় করার চেষ্টা করুন। পছন্দের দেশ বা চাকরিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে ঝুঁকিগুলো যাচাই করুন। আপনার ভবিষ্যৎ আপনি নিজেই স্থির করুন এবং জেনে ও বুঝে আপনার সিদ্ধান্ত নিন। নিবন্ধিত শ্রম অভিবাসী উপায়গুলো জেনে নিন। যেসব সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা পাচার প্রতিরোধে কাজ করে তাদের সঠিক তথ্য দেয়া ও সহায়তা করা কর্তব্য।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে শৈত্যপ্রবাহ

ইয়াহিয়া নয়ন

একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতার পর গত ৫৩ বছরের ইতিহাসে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বর্তমানে সবচেয়ে শীতল। এর আগে আমাদের কোনও সরকারের সঙ্গে অতীতে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এতটা নাজুক হয়নি। গত কয়েক মাস ধরে ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের দেশের মিডিয়ায় বা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যে প্রচারণা চালাচ্ছে সেটাকে এক ধরনের মিডিয়া যুদ্ধ বলছেন অনেকে। কারণ এই অপপ্রচার বাংলাদেশের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। যা দু দেশের জন্যই বিপদ জনক। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের কথা তো আমাদের সবার মনে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া তো বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছিল যে ইরাকের ব্যাপক মাত্রায় বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে যার মধ্যে আছে রাসায়নিক এবং জীবাণু অস্ত্র। বিশ্ব জনমতের সমর্থনের জন্য এই ন্যারেটিভ যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী দেশগুলো খুব ভালোভাবে ব্যবহার করে এবং বিশ্ববাসী তা বিশ্বাস করা শুরু করে। পরবর্তীতে ইরাক ধ্বংসের পরে এর কোনও সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এর মূল্য তো ইরাককে দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন বা দেশের কথিত ইসলামাইজেশন নিয়ে ভারতীয় একশ্রেণির মিডিয়ার বাড়াবাড়িতো ইতিমধ্যে অনেকদূর গড়িয়েছে। ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের পর এ প্রচারণার ফলাফল কী হতে পারে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক হচ্ছে। নির্বাচনের আগমুহূর্তে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে ট্রাম্পের টুইটের কারণে এ শঙ্কা জাগিয়েছে।

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর সরকারের একাধিক উপদেষ্টা ভারতের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে কড়া ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন। বিজেপি সমর্থিত ভারতীয় গণমাধ্যমে রাজনৈতিক সহিংসতাকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হিসেবে প্রচারের ক্রমাগত মিথ্যাচারের পাশাপাশি দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-সমর্থকদের উসকানি, ভারতে বাংলাদেশের উপ-মিশনে হামলা ও জাতীয় পতাকার অবমাননা, সীমান্ত হত্যাসহ বিভিন্ন ঘটনায় বাংলাদেশ সরকার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। নানা কারণে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও দৃশ্যমান ভারতবিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতে, শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পাশাপাশি ভারত সরকারের সমালোচনাও করা যেত না। একটা ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। এখন সরকারি তরফে কোনও বাধা না থাকায় বাংলাদেশের জনগণও প্রকাশ্য ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছেন। প্রকাশ্য ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গুম-খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির মধ্যম সারির জনপ্রিয় নেতা ইলিয়াস আলী টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণসহ দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন। সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান সরকারবিরোধী লেখার কারণে যে-সব লেখা ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল সে কারণে গুম হয়েছেন বলে মনে করেন। জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযমের ছেলে ব্রি. (অব.) আযমীও অভিযোগ করেছেন, তিনি ভারতবিরোধিতার কারণে গুমের শিকার হন। বুয়েটের ছাত্র আবরার ভারত ও বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের নীরবতা এবং ভারতবিরোধিতা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখার কারণে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি বেসরকারি ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী তাজবির হোসেন শিহানও ভারতীয় আধিপত্যবাদ নিয়ে লেখালেখি করায় খুন হয়েছেন বলে তার সহপাঠীরা অভিযোগ করেছেন। এমন উদাহরণ আরও অনেক রয়েছে। আমাদের দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা তো কেউ অস্বীকার করে না। দক্ষিণ এশিয়ায় তো এটি একটি অপরিহার্য বাস্তবতা। ভারতেও মুসলমানরা তো ব্যাপকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। বিগত সরকারের সময় যে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়নি তা নয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রধান বিচারপতিকে তো ভয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। এরকম অনেক ঘটনাই রয়েছে। কিন্তু সে সময় ভারতীয় মিডিয়াতো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এরকম ভয়াবহ প্রচারণা চালায়নি? এখন কেন এতো অপপ্রচারে নেমেছে? ভারতীয় মিডিয়া ইদানীং যা প্রচার করেছে তা অনেকাংশেই বিগত সরকারের সময়ে সৃষ্ট। আওয়ামী লীগের সরকার ভারত এবং পশ্চিমের অনেক দেশকেই বোঝাতে চেয়েছে যে দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঠেকাতে আওয়ামী লীগ অপরিহার্য। সেটা গণতন্ত্রের বিনিময়ে হলেও হোক। সেই প্রচারণা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়নি সেটা আওয়ামী লীগের দীর্ঘশাসন প্রমাণ করে। বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদি যে ক’বার এসেছেন প্রতিবারই ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবাদ করেছে। এসব রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিতে, ভারতে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙেছে মোদির দল বিজেপি ও আরএসএস। তারা মুসলমানদের হত্যা করেছে। গুজরাট দাঙ্গায় মোদির নিষ্ক্রিয়তার কারণে শত শত নিরীহ মুসলিম খুন হয়েছে। এ কারণে মোদির ওপর যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নিষেধাজ্ঞাও পর্যন্ত আরোপ করেছিল। মোদির সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক রাজ্যে মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন বেড়েছে। মোদির সফরের বিরোধিতা করায় ইসলামি দলগুলোর নেতাকর্মীরাও গুম-খুন-হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে সেসব ঘটনায় একাধিক হত্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছে। আর একটি বিষয় বলতে চাই, ভারত প্রতিবছর বিভিন্ন সেক্টর থেকে ১০০ জন তরুণকে সে দেশে নিয়ে যায় ভারত সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য। ভারতসহ বিশ্বের কয়টি দেশের সাথে বাংলাদেশের এধরনের প্রোগ্রাম আছে? নেই। বিশ্বের কয়টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফ্যাকাল্টি ও স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আছে? নেইতো। আজ যদি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর অনেক ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি থাকতো, তারাই তো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে কথা বলতেন। বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকার বিবেচনা করবেন আশা করি। এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ এক্ষেত্রে কী করতে পারে? ভারতের সাথে অবশ্যই আমাদের সুসম্পর্ক থাকতে হবে এবং তা হতে হবে সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে। ভারতকে এটা বোঝাতে হবে যে, তাদের দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক হতে হবে বাংলাদেশের জনগণের সাথে, কোনও নির্দিষ্ট একটি দলের সাথে নয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সকল পথই বাংলাদেশকে খুঁজতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে এ অঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। দু’দেশের জনগণই উপকৃত হবে। কিন্তু এ সম্পর্ক ন্যায্যতা ও সাম্যের ভিত্তিতে হতে হবে, সেটিই বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা।

প্রসঙ্গ : থিয়েটার ফর থেরাপির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পাঠ

মোস্তফা কামাল যাত্রা

দ্য ফিল্ম অ্যান্ড টিভি চ্যারিটি কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ‘দ্য লুকিং গ্লাস’ শিরোনামের এক গবেষণা। গবেষণাপত্রে যুক্তরাজ্যের টিভি ও চলচ্চিত্র মাধ্যমে কর্মরত কলাকুশলীদের মধ্যে পরিচালিত মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক এই গবেষণার যে পরিসংখ্যান বেরিয়ে এসেছে- তা হলো : ৮৭ শতাংশ সংশ্লিষ্টজন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে তাদের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা প্রকট। অপর এক পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে ৮৪ শতাংশ সংশ্লিষ্ট কলাকুশলী তাদেও কর্মক্ষেত্রে হয়রানি তথা বুলিং এর শিকার হয়ে থাকে। মূলত : ট্রমাটিক বিষয় ও গল্প নিয়ে কাজ করতে হয় কলাকুশলীদের। যার ফলে তাদের মধ্যে অতিরিক্ত চাপ অনুভব হয় প্রতিনিয়ত। তারা একাকিত্বে ভোগেন। অনিয়ন্ত্রিত কর্মঘণ্টার কারণে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা নেয়ার সুযোগও নেই। এছাড়া তো ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং শুটিং চলাকালে নানাবিধ হয়রানির মুখোমুখি হয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনাতিপাতের এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঝুঁকিতে থাকা এইসব কলাকুশলীকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা সময়ের দাবি। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে টিভি ও চলচিত্র মাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মিরা আরও বেশি ঝুঁকি ও ভোগান্তির শিকার হবে এটা স্বাভাবিক। তাই তাদের সুরক্ষায় এখনই তাদের ‘থিয়েটার ফর থেরাপি’ কর্মসূচির আওতায় আনা জরুরি।

‘হিস্ট্রনয়িক নিওরোসিস’ নামের ডিজওর্ডারে ভোগা এসব সৃজনশীল কলাকুশলীকে সুরক্ষা দিতে জেকব লিভি মরিনো নামের এক নাট্যদার্শনিক ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে নাট্যবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের যুথবদ্ধতার যে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রয়োগ করে সমকালে সাফল্য মন্ডিত হয়েছিল তা ছিল ‘থিয়েটার ফর থেরাপি (টিএফটি)’। মনোবিশ্লেষক এই নাট্য সাফল্যের ইতিবৃত্ত নিম্নে পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো : মোরিনো যেমনি অভিনয়শিল্পীদের ‘হিস্ট্রায়নিক নিউরোসিস’ থেকে পরিত্রাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন; তেমনি থিয়েটারকে দিয়েছিলেন পান্ডুলিপির দাসত্ব থেকে মুক্তি। ইমপ্রোভাইজেশনাল থিয়েটার এ সময় রূপান্তরিত হয় ‘থিয়েটার অব থেরাপি’ রূপে। যার পরিণত রূপ হলো ‘সাইকোড্রামা’। সমসাময়িক বিখ্যাত অভিনেত্রী বারবারা একই চরিত্রে বারবার অভিনয় করার ফলে ‘হিস্ট্রায়নিক নিউরোসিস’ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বারবারা ইস্টারের ফ্যাশন প্লেতে পরিশুদ্ধ নারীত্বের মডেল রূপে মাদার ম্যারীর ছবি আঁকতেন একনিষ্ঠ হয়ে। যা তার মধ্যে স্থায়ী অবয়ব নিয়ে বসবাস করতে করতে ‘হিস্ট্রায়নিক নিউরোসিস’ এ পরিণত হয়। মোরিনো এই পরিস্থিতি থেকে বারবারাকে মুক্তি দিতে লিভিং নিউজপেপার নাট্য ধারায় কাজ করতে গিয়ে তাকে একটি পতিতা চরিত্রে অভিনয় করান। কারণ মোরিনো মনে করতেন পতিতা হিসাবে বারবারা যখন নতুন নতুন খদ্দেরের মুখোমুখি হবে তখন তার মধ্যে জন্ম নেবে সৃষ্টিশীলতার অপার সম্ভাবনা। কার্যত ঘটেছেও তাই; বারবারা পতিতা চরিত্রটিতে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে সৃজনশীল অভিনয়শিল্পীর স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে নিজেকে ‘হিস্ট্রায়নিক নিউরোসিস’ রোগ থেকে অবমুক্ত করেছিলেন। মোরিনো এই নাট্য প্রচেষ্টার একপর্যায়ে বারবারার স্বামী জর্জকেই অংশগ্রহণ করান জনৈক খদ্দের চরিত্রে। ফলে তারা সমর্থ হয়েছিল চমৎকার এক চিত্র দৃশ্যায়িত করতে; যা ছিল হৃদয়গ্রাহীও বটে। পরবর্তীতে মোরিনো এই অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগিয়ে বিবাহিত দম্পতিদের ওপর প্রয়োগ করেন ‘ম্যারাইটাল থেরাপি’। সত্যিকার অর্থে থিয়েটার এর সেই কাঠামো হয়ে উঠেছিল থেরাপির ফলপ্রসূ কৌশল হিসাবে; যা একই সঙ্গে এনে দেয় অভিনয়শিল্পী ও দর্শকের ওপর কার্যকরভাবে প্রয়োগ সাফল্য। মোরিনো মনস্থির করেছিলেন থিয়েটারের এই প্রতিবিধানমূলক কাঠামোর পরিচর্যাই হবে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। যেখানে এই ধারার নাট্যক্রিয়া একই সঙ্গে অভিনয়শিল্পী ও দর্শকের ওপর সৃষ্টি করবে একটি থেরাপিউটিক অভিপ্সা। মোরিনোর এই আবিষ্কৃত নাট্য ধারণাকে সমালোচকগণ ‘ডিপ ইন্ট্রালেকচুয়াল ন্যাচারাল ক্যাথারসিস’ অভিধা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। স্মরণীয় যে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ-এর প্রতিবেদন মোতাবেক বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মনোসামাজিক প্রতিবন্ধিতায় ভোগে। আর ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশনের ঘোষণা মোতাবেক উন্নত বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষ কোন না কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে জীবনাতিপাত করে থাকে।

অপরদিকে জাতিসংঘ অনুমোদিত টঘঈজচউ কনভেনশন অনুযায়ী মনোসামাজিক সমস্যা এখন প্রতিবন্ধিতার আওতাভুক্ত। অর্থাৎ উল্লেখিত বিশ্লেষণ মোতাবেক মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধিতার আওতাভুক্ত।

উক্ত ৩০ শতাংশ মানুষের মধ্যে ১০ শতাংশ মানুষ চরম পর্যায়ের মনোসামাজিক ও মনোদৈহিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। যারা অন্যের সহযোগিতা ছাড়া দৈনন্দিন ব্যক্তিগত পরিচর্যা সুসম্পন্ন করতে সমর্থ নয়। তাই তাদের জন্য আরও ১০ শতাংশ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে সার্বক্ষণিক সময় দিতে হয়। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ভাবে উৎপাদনশীল কর্মক্রিয়ার আওতাভুক্ত থাকতে ব্যর্থ হয়। যা আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর ফেলে নেতিবাচক প্রভাব। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা যদি ১৭ কোটি হয়; তবে সেই বিবেচনায় ৫ কোটির ওপরে মানুষ কোন না কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। ফলে তারা থাকছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে। যার আর্থিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর। তাই আর্থসামাজিক এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের প্রয়োজন বর্ণিত ৪০ শতাংশ মানুষকে মনোবৈজ্ঞানিক ও মনোদৈহিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা। যার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মনোসামাজিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী জনবল। এক্ষেত্রে ‘থিয়েটার ফর থেরাপি (এ্ঞভএ্ঞ)’ এর প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে পারলে এই খাতের সেবাকর্মী সৃষ্টি সম্ভব হবে। অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটিরও অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মনোসামাজিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে ‘থিয়েটার ফর থেরাপি (এ্ঞভএ্ঞ)’ প্রয়োগ বা পাঠক্রমভুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। আর তা যদি হয় দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু থাকা নাট্যকলা বিভাগসমূহ; তবে সেই বিভাগগুলো থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য পেশাদারিভাবে ‘থিয়েটার ফর থেরাপি’ অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। প্রকারান্তরে নাট্যকলায় বিদ্যায়তনিক পাঠ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীগণ দিনে চেম্বারভিত্তিক কাউন্সিলিং ও সাইকোথেরাপির প্রচলিত ব্যবহার কেন্দ্রিক সেবার পাশাপাশি ‘নাটিক থেরাপি’ প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক জোগান যেমনি নিশ্চিত করতে সমর্থ হবে; তেমনি সন্ধ্যায় চলমান গ্রুপ থিয়েটারভিত্তিক নাট্যক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবে। তাই যুগের চাহিদা তথা প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে প্রয়োগযোগ্য নাটিক কলাবিদ্যা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেমন জরুরি; তেমনি মনোসামাজিক স্বাস্থ্যসেবা কৌশল ‘থিয়েটার ফর থেরাপি (টিএফটি)’ এর নানান প্রয়োগ পদ্ধতির হাতে কলমে পাঠ নাট্যকলা বিভাগগুলোর পাঠ্যক্রমে সিলেবাসভুক্ত করা। এই প্রসংগে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অধিপরামর্শ এর পাশাপাশি অবশ্যই সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রম সংশোধন অত্যাবশ্যক। নাট্যকলা বিষয়ে বিদ্যায়তনিক পাঠ সম্পন্নকারীদের চাকরির ক্ষেত্র সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের শিক্ষকদের পাশাপাশি প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে এই প্রসঙ্গে কার্যকরী উদ্যোগ সময়ের দাবি।

আশাকরি উল্লেখিত পরিসংখ্যান ও সম্ভাবনা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের যৌক্তিক বিবেচনা পাবে এবং নাট্যকলা বিভাগগুলোর পাঠ্যক্রমে ‘থিয়েটার ফর থেরাপি (এ্ঞভএ্ঞ)’ এর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পাঠ অন্তর্ভুক্ত হবে।

[লেখক : নির্বাহী পরিচালক, উৎস (টঞঝঅ), চট্টগ্রাম]

মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি যৎসামান্য

এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী খাদিজাতুল কুবরা একসময় মুক্ত সংলাপ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় গড়ে ওঠা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয় তখন যখন একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে তার অনলাইন সাক্ষাৎকার বাংলাদেশ সরকারকে ক্ষেপিয়ে তোলে। প্রশাসনের সমালোচনা করার জন্য কুবরাকে কঠোর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় কারাগারে পাঠানো হয়। প্রায় ১৬ মাস ধরে তার শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়, তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়, এবং তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। কুবরার এই ভোগান্তি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তিনি হলেন এক হাজারেরও বেশি নাগরিক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন, যারা শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের মতো দমনমূলক আইনগুলোর শিকার হয়েছেন। এই আইনগুলো মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে শ্বাসরোধ করেছে এবং ভয়ের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যা আসলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করেছে। জুলাই মাসের অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের নাগরিকরা হারিয়ে যাওয়া মত প্রকাশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। তবে, সাম্প্রতিককালে অ্যাডভাইজরি পরিষদ কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ এর অনুমোদিত খসড়া গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই খসড়া কেবল পূর্ববর্তী প্রশাসনগুলোর দমনমূলক আইন কাঠামোগুলো প্রতিফলিত করে না বরং একটি আরো উন্মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া অগ্রগতিকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। অধ্যাদেশটি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্পৃক্ততা এবং পর্যাপ্ত জনমত ছাড়াই অনুমোদিত হয়েছিল। আইন প্রণয়নের এই পদ্ধতি শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন একটি অন্তর্বর্তী সরকার থেকে স্বচ্ছতার অভাব খুবই উদ্বেগজনক, যারা অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি উদ্বেগ যেখানে খসড়ার অফিসিয়াল অনুমোদন ও প্রকাশের আগেই তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত উপদেষ্টার সহকারী বিশেষ উপদেষ্টা তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় অধ্যাদেশের বিতর্কিত বিধান শেয়ার করেছেন। এইভাবে অফিসিয়াল প্রকাশনার চ্যানেলগুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এটি অংশীদারদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের অপেশাদার আচরণ জবাবদিহিতা দাবি করে এবং সরকারের স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কয়েকটি ছোটখাটো পরিবর্তন এবং কম শাস্তির ধারা ছাড়া খসড়া সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশটি বাতিল হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থেকে সামান্য পার্থক্য নির্দেশ করে। উদ্বেগজনকভাবে, ধারা ৮ এর উপধারা ১ এবং ২ এর মাধ্যমে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সংস্থার মহাপরিচালককে যে কোনো তথ্য অপসারণ বা ব্লক করার একতরফা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যা জাতীয় সংহতি, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি বলে বিবেচিত হয়। এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বৈষম্যমূলক চর্চা এবং ভিন্নমত দমনে কর্তৃপক্ষের অপব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে। তদুপরি, অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারি কর্মকর্তারা এখন জাতীয় সংহতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নির্ধারণ এবং বিচার করবেন। এটি কার্যত পূর্ববর্তী শাসনগুলোর দমনমূলক আইন কাঠামোগুলোর প্রতিফলন ঘটায়, যা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সামান্য অর্থবহ পরিবর্তন প্রস্তাব করে। খসড়ার অধীনে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা পরিষদে সরকারি মন্ত্রী, আমলা এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের প্রাধান্য রয়ে গেছে। পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তারের বিধান এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের অধীনে নিষ্পন্ন না হওয়া মামলাগুলোর অব্যাহত পরিচালনা পূর্ববর্তী আইনগুলোর দমনমূলক প্রকৃতিকে আরো চিরস্থায়ী করে। খসড়ায় গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাগুলো স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত, যা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ব্যাখ্যার দাবি রাখে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যাদেশটি সাইবার অপরাধের ধরন, অনলাইন যৌন হয়রানি, সাইবার বুলিং, অনলাইন গ্রুমিং এবং ব্যক্তিগত ডেটা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া, পরিষেবা প্রদানকারীদের দায়মুক্তি, বিশেষজ্ঞদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং একটি বিস্তৃত সাইবার নিরাপত্তা কাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অনুপস্থিত। এই অস্পষ্টতা নির্বিচার প্রয়োগ এবং আইনি অনিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করতে পারে। অধ্যাদেশের প্রণেতারা তিনটি ভিন্ন ক্ষেত্রকে একত্রিত করেছেন: সাইবার নিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ, এবং বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ (কনটেন্ট মডারেশন)। এগুলোর সংমিশ্রণ একটি বিভ্রান্তিকর এবং মিসলিডিং খসড়া তৈরি করেছে, যা সামঞ্জস্যহীন এবং প্রতিটি ডোমেইনের নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলোর সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে যা বৈধ অনলাইন কার্যকলাপকে সম্ভবত বাধাগ্রস্ত করতে পারে। খসড়া অধ্যাদেশটি সাম্প্রতিক গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি ২২শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট (জিডিসি) এবং গত বছর ২৪শে ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত জাতিসংঘের সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে কনভেনশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগুলিকে উপেক্ষা করে। এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানগুলো উপেক্ষা করে, অধ্যাদেশটি বাংলাদেশের বৈশ্বিক ডিজিটাল সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি ক্ষুণ্ণ করে। অস্থায়ী সরকারের কাছে বাংলাদেশকে একটি আরও গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করার একটি অনন্য সুযোগ রয়েছে। তবে, সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশের বর্তমান খসড়াটি অতীতের দমনমূলক অনুশীলনগুলোকে স্থায়ী করার মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে নষ্ট করার ঝুঁকি তৈরি করে। স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিতামূলক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশের জনগণের জন্য এত কঠিন লড়াই করে আসা গণতান্ত্রিক আদর্শগুলোকে বজায় রাখতে পারে। এর চেয়ে কম কিছু হলে তা তাদের ত্যাগের বিশ্বাসঘাতকতা এবং জাতির গণতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য একটি পশ্চাদপদ বলে হবে।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ব্রিটেনের কাছে ঔপনিবেশিক ভারতের পাওনা ৫২ ট্রিলিয়ন পাউন্ড: অক্সফাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ঔপনিবেশিক শাসনের সময় অখণ্ড ভারতের কাছ থেকে ৫২ ট্রিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের সম্পদ ব্রিটেন লুট করেছে বলে অক্সফামের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো একটি আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের দাবি করেছে। ওক্সফামের প্রতিবেদনে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি ক্ষতিপূরণ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ঔপনিবেশিক শাসন ও দাসত্বের ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার দিতে প্রতি বছর কমপক্ষে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। প্রতিবেদনটিতে দাবি করা হয়েছে, ধনী ব্যক্তি ও বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর ওপর কর বৃদ্ধি করে এই অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে, ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ফলে তৈরি বৈষম্য দূর করতে বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন প্রয়োজন। প্রতিবেদনে উল্লেখিত ৫২ ট্রিলিয়ন পাউন্ডের পরিসংখ্যান ভারতীয় অর্থনীতিবিদ উৎসা পটনায়েক এবং প্রভাত পটনায়েকের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে দাবি করা হয়েছে। ২০১৮ সালে তারা দাবি করেছিলেন, ব্রিটেন ১৭৬৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ভারতের কাছ থেকে প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ লুট করেছে। অক্সফাম এই গবেষণার হালনাগাদ সংস্করণ হিসেবে তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে নতুন পরিমাণ ৬৪.৮২ ট্রিলিয়ন ডলার বলে দাবি করা হয়েছে। অক্সফামের মুখপাত্র বলেছেন, ঔপনিবেশিক ইতিহাসের প্রভাব বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বৈষম্যের মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি, যা দূর না করলে সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের জন্য একটি আরও ন্যায়সংগত বিশ্ব গড়ার দিকে নির্দেশিত। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে নেওয়া কোহিনুর হীরা ভারতে ফেরানোর দাবি জোরেশোরে উঠেছে। তবে শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লুট করা সম্পদ ফের দেওয়ারও দাবি উঠছে। ষোড়শ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিশ্বের বড় অংশজুড়ে বিস্তৃত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

৩ দিনে গাজায় ঢুকেছে আড়াই হাজার ত্রাণবাহী ট্রাক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হয় স্থানীয় সময় গত রোববার বেলা সোয়া ১১টার দিকে। এরপর ৩ দিনে অঞ্চলটিতে প্রবেশ করেছে প্রায় আড়াই হাজার ত্রাণবাহী ট্রাক। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার প্রায় ৯০০টি ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশ করে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। গতকাল বুধবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গাজা এবং পশ্চিম তীরের জন্য জাতিসংঘের শীর্ষস্থানীয় সাহায্য কর্মকর্তা মুহান্নাদ হাদি বলেছেন, এখনও পর্যন্ত কোনো আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা যায়নি। ছোটখাটো লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে, তবে 'আগের মতো নয়'। গত মঙ্গলবার ফিলিস্তিনি ছিটমহল পরিদর্শনের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "এটি সংঘবদ্ধ অপরাধ নয়। খাবারের ঝুড়ি নেওয়ার চেষ্টা করে শিশুরা কিছু ট্রাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরো কিছু লোক ছিল (যারা) বোতলজাত পানি নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।" "আশা করি গাজার মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে, আমাদের সবার জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য থাকবে, তখন কয়েক দিনের মধ্যেই এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে।" ইসরায়েল এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির গ্যারান্টার- যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও কাতারের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বরাত দিয়ে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় অফিস (ওসিএইচএ) জানিয়েছে, মঙ্গলবার ৮৯৭টি ত্রাণ ট্রাক গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করেছে। এর আগের দিন সোমবার ৯১৫টি এবং যুদ্ধবিরতির প্রথম দিন রবিবার ৬৩০টি ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করেছিল গাজায়। যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম ছয় সপ্তাহে প্রতিদিন কমপক্ষে ৬০০ ট্রাক ত্রাণ গাজার প্রবেশের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন, যার মধ্যে ৫০টি জ্বালানি বহনকারী ট্রাকও রয়েছে। এই ট্রাকগুলোর অর্ধেক গাজার উত্তরে যাওয়ার কথা, যেখানে দুর্ভিক্ষ আসন্ন বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ওসিএইচএ মঙ্গলবার বলেছে, গাজায় মানবিক অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে- খাদ্য সহায়তা, বেকারি খোলা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, হাসপাতাল পুনঃস্থাপন, পানির লাইন মেরামত, আশ্রয়কেন্দ্র মেরামতের জন্য উপকরণ আনা এবং পরিবারগুলো পুনর্মিলন করা। প্রসঙ্গত, ৩৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের গাজা উপত্যকায় বসবাস করেন প্রায় ২২ লাখ ফিলিস্তিনি। উপত্যকায় বেকারত্ব প্রকট এবং বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের এক তৃতীয়াংশই জাতিসংঘ ও অন্যান্য দাতা দেশ ও সংস্থার পাঠানো খাদ্য ও অর্থ সহায়তার ওপর সরাসরি নির্ভরশীল।

ট্রাম্পের হুমকিতে চীনের শেয়ারবাজারে পতন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করছেন। তার এই ঘোষণার পর গতকাল বুধবার চীনা শেয়ারবাজারে বড় ধরনের পতন দেখা দিয়েছে। চীনের মূল ভূখণ্ডের সিএসআই ৩০০ সূচকে দিনের শুরুতেই ১ শতাংশের বেশি পতন হয়। তবে দিনের শেষে লেনদেনের সূচকটি ০.৯ শতাংশ কমে স্থির হয়েছে। এছাড়া, হংকংয়ের হ্যাং সেং সূচকও ছয় দিনের টানা বৃদ্ধির পর গতকাল বুধবার ১ দশমিক ৬ শতাংশ পতন দেখেছে। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বগ্রহণের দ্বিতীয় দিনে গত মঙ্গলবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান, তার প্রশাসন চীন থেকে আমদানি করা পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়ে আলোচনা করছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, চীন মেক্সিকো ও কানাডায় ফেন্টানাইল পাঠাচ্ছে, যা তিনি আগেও উল্লেখ করেছিলেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগেও এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, চীন মাদক নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের অন্যতম কঠোর দেশ। তারা যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ট্রাম্পের মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে গতকাল বুধবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, শুল্ক বা বাণিজ্য যুদ্ধের কেউ বিজয়ী হয় না। আমরা সবসময় আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবো। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ট্রাম্পের দায়িত্বগ্রহণের প্রথম দিন চীনবিরোধী বক্তব্যের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও এখন তার কঠোর নীতি ফিরে আসছে। তবে, ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপই চীনের বিরুদ্ধে নেওয়া একমাত্র পদক্ষেপ হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে গির্জা-হাসপাতালেও গ্রেফতারের আতঙ্কে অভিবাসীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে 'সংবেদনশীল স্থাপনা' থেকে অভিবাসীদের আটকের বিষয়ে সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার জারি হওয়া এই নির্দেশনার কারণে এখন থেকে শিক্ষাঙ্গণ, গির্জা ও হাসপাতাল থেকেও অভিবাসীদের আটক করতে পারবে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ খবর জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জননিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিদফতর হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গ্রেফতার এড়াতে অপরাধীরা আর গির্জা ও বিদ্যালয়ে লুকিয়ে থাকার সুযোগ পাবে না। ট্রাম্প প্রশাসন আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাত বেঁধে না রেখে তাদের বিবেকের ওপর আস্থা রাখবে। এক দশকের বেশি সময় ধরে এসব স্থান থেকে কোনও অভিবাসীকে আটক করতে পারত না ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এবং কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এদুটি সংস্থার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। গত মঙ্গলবার দুটি নির্দেশনা জারি করেছেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান বেনজামিন হাফম্যান।

নিরাপত্তার জন্য ২ লাখ শান্তিরক্ষী চাইলেন জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের দ্রুত অবসান হবে বলে অঙ্গীকার করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তা বাস্তবায়িত হলেও ভবিষ্যৎ রুশ হামলা প্রতিরোধে ইউরোপীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর অন্তত দু লাখ সদস্য মোতায়েন করা প্রয়োজন বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। সুইজারল্যান্ডের ডাভোস শহরে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে বক্তৃতা দানকালে ইউরোপের প্রতিরক্ষা নিশ্চিতের জন্য মহাদেশটির নেতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ভাষণের পর এক সাক্ষাৎকারে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জেলেনস্কি বলেছেন, পুরো ইউরোপ থেকে অন্তত দু লাখ সদস্য প্রয়োজন। এছাড়া কোনও লাভ হবে না। তড়িঘড়ি কোনও যুদ্ধবিরতিতে গেলে তা ইউক্রেনের জন্য উল্টো ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে ধারণা অনেকের। ভবিষ্যৎ রুশ হামলা প্রতিহত করার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলছে কিয়েভ ও তার পশ্চিমা মিত্রদের মধ্যে। সেখান থেকেই শান্তিরক্ষী মোতায়েনের বিষয়টিও উঠে আসে। প্রায় পুরো ফরাসি সেনাবাহিনীর সমান সংখ্যক সদস্য চেয়ে বসেছেন জেলেনস্কি। ২০২০ সালে ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দুলাখের কিছু ওপরে।

ভারতের কুম্ভমেলায় দুর্ঘটনা এড়াতে এআই ব্যবহার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম বড় জমায়েত ভারতের কুম্ভমেলার আয়োজকরা যেকোন দুর্ঘটনা এড়াতে মেলাস্থলে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহার করছে। গতকাল বুধবার বার্তা সংস্থা এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। এএফপি জানায়, কুম্ভমেলার আয়োজকরা মনে করছেন, ৪০ কোটির বেশি মানুষ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মোহনায় অনুষ্ঠিত এই কুম্ভমেলাতে অংশ নেবে। হাজার বছরের পুরোনো এই মেলা এক সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছে ও পরবর্তী ছয় সপ্তাহ ধরে চলবে। এবারের কুম্ভমেলায় গত রোববার বিকেলে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। মেলা চত্বরে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। আগুন ধরে যায় একের পর এক তাঁবুতে। কিন্তু প্রশাসনের তৎপরতায় ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্যে মাত্র ২২ মিনিটেই সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কুম্ভমেলাতে ১৯৫৪ সালে একদিনে পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে কিংবা পানিতে ডুবে ৪০০ মানুষ প্রাণ হারায়। ২০১৩ সালে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদ) পদদলিত হয়ে ৩৬ জন নিহত হয়। মেলাকেন্দ্রিক টেক অপারেশনের প্রধান সিনিয়র পুলিশ অফিসার অমিত কুমার বলেছেন, আমরা চাই আধ্যাত্মিক ক্রিয়া শেষ করে প্রত্যেকেই হাসিমুখে বাড়ি ফিরে যাক। মেলা কর্তৃপক্ষ বলছে, দুর্ঘটনা এড়াতে এবারে তারা যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন সেগুলো তাদের জমায়েতের সঠিক জনসংখ্যা নিরূপণে সহায়তা করবে। সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রয়াগরাজে সিনিয়র পুলিশ অফিসার অমিত কুমার বলছেন, মেলামুখী রাস্তাতে ও মেলাস্থলে তারা ৩০০ ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের মাথার ওপর ড্রোন উড়ছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ যেখানে পুলিশ অফিসারদের পাশাপাশি টেকনিশিয়ানরা অবস্থান করছেন। সেখান থেকে সমগ্র মেলা প্রাঙ্গণ দেখা যাচ্ছে। অমিত কুমার বলেন, ক্যামেরা থেকে প্রাপ্ত চিত্রগুলো একটি এআই অ্যালগোরিদমে দেওয়া হবে যা কন্ট্রোল রুমের নিয়ন্ত্রকদের সামনে মাইলব্যাপি, প্রতিটা পথের জমায়েতের একটা সার্বিক চিত্র তুলে ধরবে।

তুরস্কে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৮ জনকে আটক, একদিনের শোক ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পশ্চিম তুরস্কে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৭৬ জন নিহত ও কয়েক ডজন আহতের ঘটনায় হোটেলের মালিকসহ ৮ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল বুধবার তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইয়ারলিকায়া এ কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, ৪৫ জনের মরদেহ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ফরেনসিক ইনস্টিটিউটে অবশিষ্ট লাশগুলো সনাক্তের জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর আগে স্থানীয় সময় ভোররাত সাড়ে ৩টার দিকে বলু পর্বতমালার কার্তালকায়া স্কি রিসোর্টের গ্র্যান্ড কার্টাল হোটেলে আগুনের সূত্রপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেলটিতে ২৩৪ জন অতিথি ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা এই ঘটনার সব দিক নিয়ে আলোকপাত করতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করছি। আমরা এই ক্ষতির জন্য গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে এই ব্যথা ভাগ করে নিচ্ছি। ভোররাতে ১২ তলার হোটেলটিতে আগুন লাগলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও পুড়ে যায়। বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা ধোঁয়ায় ভরা করিডোর দিয়ে আতঙ্কের দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। পালানোর জন্য কেউ কেউ জানালা থেকে লাফিয়ে পড়েন। বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় কোনো ফায়ার অ্যালার্ম বাজানো হয়নি। এদিকে, ঘটনার পর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান গতকাল বুধবার একদিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন।

বিনোদন

নতুন করে দুঃসংবাদ পেলেন সাইফ আলী খান

বিনোদন ডেস্ক : দুঃসংবাদ যেন পিছু ছাড়ছে না বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খানের। মধ্যপ্রদেশ সরকার শিগগিরই 'শত্রু সম্পত্তি আইন'-এর অধীনে অভিনেতার পারিবারিক সম্পত্তির দখল নিতে পারে। বর্তমানে যার বাজার মূল্য ১৫ হাজার কোটি টাকা। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ সাল থেকে এই সম্পত্তির উপর দখল নেওয়ার সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল ভোপাল হাই কোর্ট। ২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর হাই কোর্ট সাইফের আবেদন খারিজ করে দিয়ে স্থগিতাদেশ তুলে নিয়েছে। এর ফলে মধ্যপ্রদেশ সরকারে আর কোনও বাধা থাকছে না। ভোপালের কোহেফিজা থেকে চিকলোড় পর্যন্ত বিস্তৃত সাইফের সম্পত্তি হয়েছেন। যেটির আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫ হাজার কোটি টাকা। ভোপালের শেষ নবাব ছিলেন হামিদুল্লাহ খান। সাইফ তারই প্রপৌত্র। হামিদুল্লাহর কন্যা আবিদা সুলতান ১৯৫০ সাল থেকে পাকিস্তানে বসবাস শুরু করেন।

এবার বরফের উপর ডিগবাজি দিলেন জায়েদ খান!

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার আলোচিত অভিনেতা জায়েদ খান। নিজের ক্যারিয়ারে অভিনয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশি আলোচনায় থাকেন তিনি। সম্প্রতি ডিগবাজি কাণ্ডে আবারও নেটিজেনদের মাঝে তাকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, দুই নায়িকার অনুরোধে প্রথমবারের মতো বরফের ওপর ডিগবাজি দিয়েছেন জায়েদ খান। ভিডিওতে জায়েদ খানকে বলতে শোনা যায়, 'এটা প্রথমবার আমি বরফের মধ্যে ডিগবাজি দিচ্ছি।' ক্যাপশনে ডিগবাজির কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'নায়িকার অনুরোধে প্রথমবারের মতো বরফের ওপর ডিগবাজি দিতে হলো, শেষমেষ নায়িকা দুইজনও ডিগবাজি দিয়ে ফেললো।

তিন বাহিনীর নতুন পোশাক নিয়ে যা বললেন আসিফ

বিনোদন ডেস্ক : দেশের অন্যতম তিনটি বাহিনী পুলিশ, র‌্যাব ও আনসারের পোশাক পরিবর্তন হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এর প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিন বাহিনীর পোশাক পরিবর্তনের খবরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। যেই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন বাংলা গানের যুবরাজ খ্যাত কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর। তিনি পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করে সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এমন দাবি জানান আসিফ। যেখানে তিনি পুলিশ, র‌্যাব ও আনসারের পোশাক পরিবর্তনের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, তিন বাহিনীর এই পোশাকের ডিজাইনার, অনুমোদনকারী এবং সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে রুচিহীনতার অভিয়োগে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক। এরপর আসিফ লেখেন, মানসিক ডাক্তারদের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে উন্নত চিকিৎসার তাদের পাবনার হেমায়েতপুর পাগলা গারদে প্রেরণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আসিফ তার স্ট্যাটাসে আরও উল্লেখ করেন, সারাদেশে রুচিহীনতা ছড়িয়ে পড়লে সব দায়দায়িত্ব রুচিহীন সরকারকেই নিতে হবে। জানা গেছে, নতুনভাবে পুলিশের জন্য আয়রন কালারের পোশাক, র‌্যাব এর জন্য গ্রিন অলিভ এবং আনসারদের জন্য গোল্ডেন হুইট পোশাক নির্বাচন করা হয়েছে।

এবার তাহসানের উপস্থাপনায় বাংলাদেশে আসছে 'ফ্যামিলি ফিউড'

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় শো 'ফ্যামিলি ফিউড' নিয়ে আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ। টানটান উত্তেজনায় ভরা পারিবারিক বিনোদনের এই শো এর উপস্থাপনায় থাকছেন তাহসান খান। আগামী সোমবার থেকে এনটিভিতে প্রচারিত হবে পারিবারিক বিনোদনের শোটি। এরপর শোটি দেখা যাবে বঙ্গ অ্যাপে। এ নিয়ে গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর রূপসী হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে জানানো হয়, সারা বিশ্বের অসংখ্য মানুষের মন জয় করে অনুষ্ঠানটির বাংলাদেশি সংস্করণ শুরু হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি সব বয়সী দর্শকদের স্মরণীয় ও আনন্দময় কিছু মুহূর্ত উপহার দেবে, এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের। এ অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক হিসেবে সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় হাজির হচ্ছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। সাথে থাকছে তার চিরচেনা আকর্ষণ ও উষ্ণতা। তাহসানের এমন রূপ দর্শকরা আগে কখনো দেখেননি, খেলতে আসা পরিবারগুলোর সদস্যদের সাথে খুব সহজেই মিশেছেন, তাদের সাথে আড্ডা দিয়েছেন, জেনে নিয়েছেন তাদের গল্পগুলো। আর পুরো পর্বজুড়েই তাকে দারুণ উচ্ছ্বসিত দেখা গেছে। মঞ্চে নিজস্বতা ধরে রেখে দর্শকদের জন্য অসাধারণ এক অভিজ্ঞতার গাঁথুনি গেঁথেছেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে এনটিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশফাক উদ্দিন আহমেদসহ বঙ্গর উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে তাহসান বলেন, বিশ্বব্যাপী ৭৫ টিরও বেশি দেশের মানুষের মন জয় করে বাংলাদেশে এসেছে ফ্যামিলি ফিউড। প্রথমবারের মতো এমন একটি আন্তর্জাতিক শো-তে আমি হোস্টিং করতে পেরে, অত্যন্ত সম্মানিত ও আনন্দিত। আমাদের সংস্কৃতির সাথে মানানসই এই শ্লেটি, পারিবারিক সম্পর্ক এবং বন্ধনের গুরুত্ব তুলে ধরে। আমি বিশ্বাস করি, এই ধরনের শো আমাদের সমাজে ইতিবাচক এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠিত হবে অস্কারের মনোনয়ন

বিনোদন ডেস্ক : সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কার হাতে উঠবে এবারের অস্কার, দেখার জন্য। বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদার এই স্বীকৃতির ৯৭তম আসর বসবে এবার। আজ বৃহস্পতিবার হবে মনোনয়ন ঘোষণা। ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে অবস্থিত অ্যাকাডেমির স্যামুয়েল গোল্ডউইন থিয়েটারে অস্কারের জন্য মনোনীতদের নাম জানানো হবে। এবার মনোনীতদের নাম ঘোষণা করবেন আমেরিকান অভিনেত্রী ও কমেডিয়ান র‌্যাচেল সেনট। তারসঙ্গে থাকবেন বোওয়েন ইয়াং। অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস ই-মেইল বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়, মনোনয়ন ঘোষণা করা হবে ২৩টি বিভাগের জন্য। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো হল সেরা চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রী, সেরা সাপোর্টিং রোল অভিনেতা, সেরা সাপোর্টিং রোল অভিনেত্রী, অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম, কস্টিউম ডিজাইন, লাইভ-অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম, মেকআপ এবং হেয়ারস্টাইলিং, সঙ্গীত (অরিজিনাল স্কোর), রাইটিং (অ্যাডাপটেড স্ক্রিনপ্লে) এবং রাইটিং (অরিজিনাল স্ক্রিনপ্লে)। এটি বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারিত হবে অস্কার.কম, অস্কারস.ওআরজিতে। অ্যাকাডেমির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমেও দেখা যাবে আয়োজনটি। যার মধ্যে রয়েছে টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এবং ফেসবুক। অস্কারের মনোনীতদের নাম ঘোষণাকারী হিসেবে নির্বাচিত হওয়া র‌্যাচেল সেনট বহুমুখী অভিনয় দক্ষতা এবং অনন্য হাস্যরসের স্টাইলের জন্য পরিচিত। নিউ ইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে ওঠা র‌্যাচেল কমেডির প্রতি খুব অল্প বয়সে আগ্রহী হন। সেই আগ্রহের জন্যই তিনি নিজেকে বিনোদন শিল্পে সফল শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্ট্যান্ডআপ কমেডির পাশাপাশি র‌্যাচেল সেনট কয়েকটি চলচ্চিত্র এবং টিভি শোতেও অভিনয় করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাধীন কমেডি-ড্রামা চলচ্চিত্র 'শিবা বেবি' (২০২০)। এ ছবিতে তিনি এক যুবতী ইহুদি মহিলার চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হন। তার জনপ্রিয় টিভি সিরিজের মধ্যে 'হাই মেইনটেনেন্স' (২০১৬) এবং 'সার্চ পার্টি' (২০১৬-২০২১) উল্লেখযোগ্য। এদিকে মনোনয়ন ঘোষণাকারী হিসেবে নির্বাচিত আরেক তারকা বোওয়েন ইয়াংও আমেরিকান অভিনেতা ও কমেডিয়ান।

নতুন লুকে দর্শকদের নজর কাড়লেন রাশমিকা

বিনোদন ডেস্ক : ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে করে দর্শকদের নজর কেড়েছেল দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। এবার ছত্রপতি শিবাজির স্ত্রীর চরিত্রে প্রথম লুকেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রাশমিকা মান্দানা। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মঙ্গলবার মুক্তি পেয়েছে 'ছাভা' ছবিতে রাশমিকার ফার্স্ট লুক। সেখানে তার মারাঠি রানি রূপে ধরা দিয়েছেন। এ ছবিতে শিবাজি মহারাজের চরিত্রে অভিনয় করছেন ভিকি কৌশল। ইতোমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ভিকির 'ছত্রপতি' লুক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা পোস্টারে দেখা যায়, মারাঠি ট্র্যাডিশনাল শাড়িতে রয়েছেন রাশমিকা। মাথায় ঘোমটা, কপালে বড় লাল টিপ, নাকে নথ। একটি ছবিতে হাসিমুখ এবং অপরটিতে গম্ভীর আগুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন যশুবাই। ম্যাডক ফিল্মসের ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে ছবির পোস্টার শেয়ার করে লেখা হয়েছে, 'প্রত্যেক মহান রাজার নেপথ্যে থাকেন একজন শক্তিশালী রানি। রাশমিকা মান্দাকাকে দেখা যাবে সেই যশুবাই রূপে। যিনি স্বরাজ্যের গর্ব।' আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি শিবাজি সাওয়ান্তের 'ছাভা' বইয়ের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হওয়া ছবিটি মুক্তি পাবে। লক্ষ্মণ উটেকরের পরিচালনাতেই পর্দায় প্রথমবার জুটি বেঁধেছেন ভিকি ও রাশমিকা। এই প্রথম কোনও ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় করছেন ভিকি।

আয়ের নতুন রেকর্ড গড়ল সনিক ৩

বিনোদন ডেস্ক : 'সনিক দ্য হেজহগ ৩' সিনেমাটি বিশ্ব মাতিয়েছে। এই ছবিটি দিয়ে দুই বছরের বিরতির পর অভিনয়ে প্রত্যাবর্তন হয়েছে 'দ্য মাস্ক'খ্যাত কিংবদন্তি অভিনেতা জিম ক্যারির। ফিরেই বক্স অফিসে বাজিমাত করেছেন জনপ্রিয় এই অভিনেতা। ছবিটি তার দুর্দান্ত যাত্রায় বক্স অফিসে গড়েছে নতুন রেকর্ড। ফ্র্যাঞ্চাইজির সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা হয়ে উঠেছে 'সনিক ৩'। ফ্র্যাঞ্চাইজির আগের দুটি কিস্তিকে ছাড়িয়ে গেছেন নতুনটির আয়। এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৪২০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে অভিনেতা জিম ক্যারির প্রত্যাবর্তন ঘটানো সিনেমাটি। এর আগে 'সনিক দ্য হেজহগ ২' ৪০৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। আর প্রথম কিস্তি 'সনিক দ্য হেজহগ' বক্স অফিস থেকে তুলে নিয়েছিল ৩২০ মিলিয়ন ডলার। জিম ক্যারি অভিনীত সিনেমাটিতে দেখা গেছে, সনিক, টেইলস এবং নাকলস একজোট হয়ে ডক্টর রোবটনিকের সঙ্গে জোট বেঁধে শ্যাডো দ্য হেজহগের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ছবির লেখক জশ মিলার এবং প্যাট কেসি সম্প্রতি সিনেমার কাহিনির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, গেমের মূল কাহিনির মতো মারিয়া রোবটনিকের মর্মান্তিক মৃত্যু সিনেমায় তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। গেমে মারিয়া শ্যাডোর সাহায্যে পালাতে গিয়ে সেনাদের হাতে নিহত হন। কিন্তু সিনেমায় তারা এটি দেখাননি। তার কারণ হিসেবে লেখক বলেন, 'একটা ছোট মেয়ের মৃত্যু দৃশ্যটি সিনেমাতে রাখা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। সেজন্য এটি রাখা হয়নি।'

বাড়ির উঠানে স্ত্রী গোলাপি বেগমকে সঙ্গে নিয়ে বাঁশের পলো তৈরি করছেন মাঈনউদ্দিন শেখ। প্রতিটি পলো আকারভেদে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকায় বিক্রি করা হবে। বোকাইল, গেরদা, ফরিদপুর

শ্রীমঙ্গলে অর্থ ও ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গল থানা পুলিশের অভিযানে নগদ অর্থ ও ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শ্রীমঙ্গল থানা সুত্র জানায়, শ্রীমঙ্গল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরতলীর শাপলাবাগ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মাদক কারবারি মোঃ রুমন হোসেন হৃদয় (২২) ও রাজু মিয়া (২৩) কে গ্রেফতার করে এবং তাদের কাছ থেকে ৭৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ইয়াবা বিক্রয়ের নগদ ১৫ হাজার ১০০ টাকা উদ্ধার করে। শ্রীমঙ্গল থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তালায় কুল চাষে ঝুকছেন চাষিরা

তালা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার তালা উপজেলার পাটকেলঘাটায় এবার কুলের বাম্পার ফলন হয়েছে। চলতি মৌসুমে এ উপজেলায় ১৬৫ হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়েছে। এর মধ্যে বল সুন্দরী, ভারত সুন্দরী, থাই আপেল, বাউ কুল, আপেল কুল, তাইওয়ান কুল, নারিকেলি ও ঢাকা নাইনটিসহ বিভিন্ন জাতের কুল। এতে উপজেলায় এবার ২ হাজার ৩ শত ১০ মেট্রিক টন কুল উৎপাদনের প্রত্যাশা করছে কৃষি বিভাগ।সূত্র মতে, সাতক্ষীরার কুল স্বাদে, গুণে ও মানে অনন্য হওয়ায় এর চাহিদা রয়েছে সারা দেশেই। একই সঙ্গে কম খরচে লাভ বেশি হওয়ায় সাতক্ষীরার চাষিরাও ঝুঁকছেন বাণিজ্যিক কুল চাষে। ফলে গত চার বছরের ব্যবধানে উপজেলায় কুলের আবাদ চারগুন বেড়েছে। এতে একদিকে যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছে সাতক্ষীরার অর্থনীতি, অন্যদিকে কুল চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন অনেকে। সাতক্ষীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, সাতক্ষীরার মাটি কুল চাষের জন্য বেশ উপযোগী। মূলত ২০০০ সালের পর থেকে এ জেলায় বাণিজ্যিকভাবে কুল চাষ শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা বাড়তে থাকে। ২০১৯ সালে যেখানে জেলার ৫৫০ হেক্টর জমিতে কুলের আবাদ হয়েছিল, সেখানে চলতি মৌসুমে তা অনেকগুন বেড়েছে। সাতক্ষীরার তালা ও পাটকেলঘাটার কাশিপুর এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় গেলে দেখা যায় মাঠের পর মাঠ সারি সারি কুলের বাগান। মৎস্য ঘেরের আইলে ও ব্যাপকহারে কুল চাষ হয়েছে। এসব বাগানের গাছগুলোতে যেন উপচে পড়ছে নানা জাতের কুল বরই। কুলের ভারে নুয়ে পড়ছে ডাল। এদিকে বাজারেও উঠেছে নানা জাতের কুল। সাতক্ষীরা তালা উপজেলার পাটকেলঘাটার মেহেদি হাসান পলাশ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি খাতভুক্ত ফল বাগান স্থাপন প্রদর্শনীর মাধ্যমে ৭ বিঘা জমিতে আগাম জাতের টক মিষ্টি বরই, আপেল কুল ও থাই আপেল জাতের বরই চাষ করেছেন। এতে তার প্রায় ৩ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এ বছর ৫ লাখ টাকার বেশি বিক্রি হবে। জুজখোলা গ্রামের কুল চাষি মুকুল হোসেন জানান, এ বছর ৫ বিঘা জমিতে কুল আবাদ করেছেন তিনি। এতে তার প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এরই মধ্যে কুল বাজারজাত করতে শুরু করেছেন তিনি। ৩ লাখ টাকার বেচাকেনার প্রত্যাশা তার। তিনি আরও জানান, বর্তমানে নারকেলি কুল ১৩০ টাকা দরে ঢাকার ব্যবসায়ীরা নিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আপেল কুল ও বাউ কুলসহ অন্যান্য কুল ৭০- ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পাটকেলঘাটার আরেক কুলচাষি মসলেম উদ্দীন, শেখ জামাল উদ্দীন ইউসুফ সহ কয়েকজন কুল চাষি জানান, প্রতি বিঘা জমিতে কুল চাষ করতে খরচ হয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা।

বিঘাপ্রতি ৮০ থেকে ১ লাখ টাকার ফলন পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন তারা। পাটকেলঘাটা থানার কাশিপুর গ্রামের কুল চাষি শেরখ মিজানুর রহমান,ফজর আলী,আমিনুর রহমান জানান, বিগত কয়েক বছর ধরে কুল চাষ করছেন তারা। তারা জানান বাগানে থাই আপেল, বল সুন্দরী, বিলাতি, কাশ্মীর আপেল, দেশি আপেল, নারকেলি ও টক বোম্বাইসহ বিভিন্ন জাতের কুলচাষ করেছেন । এসব গাছে গত কয়েক বছর ধরে কুল উৎপাদন হচ্ছে। এবার দামও পাচ্ছেন তারা। পাটকেলঘাটার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বড় বাজারে বিলাতি কুল ১০০ থেকে ১২০ টাকা এবং আপেল কুল ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আবুল কালাম নামে এক ক্রেতা বলেন, পাটকেলঘাটার কুল খুবই নাম করা। তবে বেশি দামের আশায় অনেক ব্যবসায়ী কুল ভালোভাবে পাকার আগেই বিক্রি করছেন। বিশেষ করে আপেল কুলগুলো পাকা না ফুলো তা সাধারণ ক্রেতারা বুঝতে পারেন না। এতে অনেক ক্রেতাই উৎসাহ হারান। তালা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাজিরা বেগম বলেন, আমের মতোই তালার কুলের নাম দেশজুড়ে। এখানকার মাটি ও আবহাওয়া কুল চাষের জন্য অনুকূল হওয়ায় এর চাষাবাদ বাড়ছে। চলতি মৌসুমেও তালা পাটকেলঘাটায় কুলের বাম্পার ফলন হয়েছে। এতে চাষিরা বেশ লাভবান হবেন।

তেঁতুলিয়ায় বোতলজাত সোয়াবিন তেলের কৃত্রিম সংকট

তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : আসন্ন রমজানের দেড় মাস আগেই পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার হাট-বাজারে বোতলজাত সোয়াবিন তেলের কৃত্রিম সংকট। জানা যায় এস আলম গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ দেশে ভোজ্য জাত আমদানী করে অন্যান্য কোম্পানীর নিকট বিক্রি করে। বড় এ তিনটি কোম্পানীর কাছে কেনা সোয়াবিন তীর, ফ্রেস, রূপচাঁদা, পুষ্টি একাধিক কোম্পানীর নামে ডিলারের মাধ্যমে খুচরা বাজারে মূদিখানার দোকানে বিক্রি হয়। সাধারণ গ্রাহকরা মূদিখানার দোকানে এসব কোম্পানীর ২৫০ -৫০০ গ্রাম, ১ লিটার ও ২ লিটার বোতলজাত সোয়াবিন তেল পাচ্ছে না। বোতল জাত তেলের দামে খোলা সোয়াবিন তেল কিনতে হয়। নিত্যদিনের অন্যতম ভোজ্য তেল সংকট থাকায় সাধারণ গ্রাহকরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। মুদিখানা দোকানের খুচরা ব্যবসায়ীরদের অভিযোগ, তীর, ফ্রেস, রূপচাঁদা, পুষ্টি এ চারটি বোতল জাত সোয়াবিন তেল সরবরাহ কোম্পানীর সেলম্যান ও ডিলার যোগসাজসে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী বোতল জাত সোয়াবিল তেল সরবারহ দিচ্ছে না। কোন কোম্পানী বোতলজাত সোয়াবিন তেল দিলেও উহার বিপরীতে প্যাকেটজাত আটা, লবন, আতব চাল, মশার কয়েল, সাবান, ডাল এসব পণ্য নিতে বাধ্য করছে। অন্যথায় খুচরা ওই দোকানদারকে শুধুমাত্র সোয়াবিন তেল দিচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা বলেন, এক লিটার সোয়াবিন তেল বোতল জাত মোড়কে ১৭৫ টাকা এবং কেনেলা তীর ১৯০ টাকা কোম্পানীর মূল্য নির্ধারন করা। উক্ত তেল দোকানীদের কাছে পাইকারী দরে কেনা পড়ে ১৭৩ থেকে ১৭৪ টাকা। ফলে ব্যবসায়ীরা মোটা অংকের মূলধন খাটিয়ে লাভের পরিমাণ থাকে ১ থেকে ২ টাকা। তেঁতুলিয়া চৌরাস্তা বাজারে মূদিখানা ব্যবসায়ী মৃদুল বলেন, খোলা সোয়াবিন তেলের দামও ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে দাম উঠা নামা করে। একদিন আগেও যে তেলের পাইকারি দাম ১৬৭টি টাকা লিটার পরের দিন সেই তেল কিনতে হয় ১৭২ টাকা। ফলে ১৬৭ টাকা কেনা তেল খুচরা ক্রেতাদের কাছে ১৭৫ টাকা বিক্রি করেছি। কিন্তু পাইকারি ১৭২ টাকা লিটার কেনা তেল কত বিক্রি এনিয়ে হিমসীম খাচ্ছি। তেঁতুলিয়া উপজেলার এস কে এস এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্তাধিকারী ও ডিলার সাজিদ বলেন, বর্তমান বাজারে খুচরা সোয়াবিন তেল সরকারিভাবে ৮ টাকা দাম বাড়ানোর পরও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। দেশে তেল আমদানীকারক বড় কোম্পানীগুলোর কারসাজি রমজানে খোলা সোয়াবিন ২০০ টাকা লিটারে বিক্রির জন্য কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। যে কারণে ডিলারদের চাহিদা মত প্রতিমাসে বোতল জাত সোয়াবিন তেল সরবরাহ করছে না। অন্তবর্তীকালীন সরকার এই সিন্ডিকেট ভাংতে না পারলে সহজে ভোজ্য তেলের সমস্যা মিটবে না। শালবাহান বাজারের ফাবিহা ট্রেডার্স এর স্বত্তাধিকারী তীর সোয়াবিন কোম্পানীর ডিলার ফরিদ বলেন, আমার ডিলারশীপ নেওয়ার প্রায় ৪ মাস হয় এপর্যন্ত কোন বোতল জাত সোয়াবিন তেল পাইনি। কিন্তু প্রতি মাসে গোটা উপজেলায় ২০ লাখ টাকার বোতল জাত সোয়াবিন তেল চাহিদা আছে। পুষ্টি সোয়াবিন তেল কোম্পানীর ডিলার জাহিরুল স্টোরের স্বত্তাধিকারী সামজিদ বলেন, আমার প্রতিমাসে চাহিদা প্রায় ৪৫ লাখ টাকার।

শীতের সকালে শিশুদের খেলনা বিক্রি করতে শহরে এসেছেন এই ব্যক্তি। সিও বাজার, রংপুর,

ডুমুরিয়ায় পুষ্টি সচেনতা ও শিখন ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

ডুমুরিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার ডুমুরিয়া বান্দা স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে পুষ্টি সচেতনতা ও শিখন কার্যক্রম (পুষ্টি ক্যাম্পেইন২) ২৫ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এ লক্ষে গতকাল বুধবার সকালে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বান্দা স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সমরেশ মন্ডলের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যদেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আল আমিন।আরো বক্তব্যদেন সি-নয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সোহেল মোঃ পড়ুস জিল্লুর রহমান রিগান, অধ্যাপক নিত্যানন্দ মন্ডলসহ কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। শেষে প্রধান অতিথি বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

তীব্র শীত ও ঠান্ডায় কাবু রাজারহাটের মানুষ

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : ঘন কুয়াশা ও শীতের তীব্রতায় কাহিল হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রামের রাজারহাটের জনজীবন। গতকাল বুধবার সারাদিনেও সূর্যের দেখা মিলেনি। শির শির হিমেল হাওয়ায় কাজে বের হওয়া মানুষগুলো পড়েছে চরম বিপাকে। হঠাৎ করে ঠান্ডা নেমে আসায় মানুষ কাহিল হয়ে পড়েছে। উপজেলার রাজারহাট সদর ইউনিয়নের মিজানুর রহমান(৪৫) বলেন, মাঘের জাড়ে, বাঘ কাঁপে। মানুষ ঠান্ডায় কাহিল হয়ে পড়েছে। গাড়ি নিয়ে বের হওয়া যায় না। তবুও বের হলাম ভাড়া না হলে বউ-ছাওয়াল না খায়া থাকবে। ঠান্ডা শুরু হলে ভাড়া অনেক কম হয়। রাজারহাট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান বলেন, এবারে প্রায় ৫হাজার ৪'শ কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। রাজারহাট কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার বলেন, গতকাল বুধবার রাজারহাট উপজেলায় ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী ২৩-২৪ তারিখে তাপমাত্রা আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

টাঙ্গাইলে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : এসোদেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই"শ্লোগানকে শীর্ষে নিয়ে ২০২৪-২৫ সালের ফুটবল ফেস্টিভ্যাল জাতীয় গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট বালক ও বালিকা(অনুর্ধ্ব-১৭) শুরু হয়েছে টাঙ্গাইল শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় ২২-২৬ জানুয়ারী ৫দিনব্যাপী তারিখ পর্যন্ত জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শরীফা হক। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি আলী ইমাম তপন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর) সোহেল রানা ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ। উদ্বোধনী দিনে বালক ও বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭) উভয় বিভাগে ৩টি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বালক বিভাগে দিনের প্রথম খেলায় দেলদুয়ার উপজেলা (২-০) গোলে কালিহাতী উপজেলাকে পরাজিত করে। ২য় খেলায় টাঙ্গাইল পৌরসভা ফুটবল দল কায়সারের দেওয়া একমাত্র গোলে ঘাটাইল উপজেলাকে এবং দিনের শেষ খেলায় টাঙ্গাইল সদর উপজেলা সুমনের দেওয়া একমাত্র গোলে ধনবাড়ী উপজেলা পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭) বিভাগে দিনের প্রথম খেলায় দেলদুয়ার উপজেলা (৩-১) গোলে কালিহাতী উপজেলাকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের ইলমা, ছোঁয়া ও সোমা এবং বিজিত দলের ছোঁয়া আক্তার গোল করে। ২য় খেলায় ঘাটাইল উপজেলা (১-০) গোলে টাঙ্গাইল পৌরসভাকে এবং দিনের শেষ খেলায় ধনবাড়ী উপজেলা (৩-১) গোলে টাঙ্গাইল সদর উপজেলাকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার সখিপুর উপজেলা বনাম মধুপুর উপজেলা এবং বাসাইল উপজেলা বনাম নাগরপুর উপজেলার ১ম রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলার বালক ও বালিকা(অনুর্ধ্ব-১৭) ফুটবলার নিয়ে আয়োজিত খেলার সার্বিক পরিচালনায় ও সহযোগিতায় ছিলেন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মোঃ আফাজ উদ্দিন। খেলা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন আনিসুর রহমান আলো, রেফারী হারুন অর রশীদ, মাসুদ ভূঁইয়া, সুলতান মাহমুদ, মহিউদ্দিন আহমেদ, এসএম রনি, আমিনুল ইসলাম লিটন,মমিরুল ইসলাম, আফজাল হোসেন রতন, রুবাই হাসান, তৌহিদুল, বাবুল আবু হায়াত খান নবু।

রংপুরে দিনভর সূর্যের দেখা নেই। উষ্ণতা পেতে খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছেন জ্যোৎস্না বালা। গোয়ালু, রংপুর।

চাঁদপুরে ১ হাজার ২৯৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর শহরের পুরান বাজারে দোকান ও গোডাউনে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ২৯৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড । কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোঃ সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল দুপুর ২টা হতে রাত ৮ টা পর্যন্ত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন অধিনস্থ বিসিজি চাঁদপুর স্টেশন চাঁদপুরের শহরের পুরান বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ওই অভিযানে দুটি দোকান এবং দুটি গোডাউন তল্লাশি করে ১,২৯৫ কেজি ব্যবহার নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে জব্দকৃত পলিথিনের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোঃ হান্নান, সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং চাঁদপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২টি দোকান ও গোডাউনের মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তেঁতুলিয়ায় জেঁকে বসেছে শীত

তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় জেঁকে বসেছে শীত। শীত ঋতুর মাঘ মাসে ১ম সপ্তাহে পর পর দু'দিন পঞ্চগড় জেলার উপর দিয়ে মৃদ্যু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেছে। এছাড়া শীত ঋতুর শুরু থেকে তেঁতুলিয়ার তাপমাত্রা ৭-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে উঠা নামা করেছে। গতকাল বুধবার সারাদিন তেঁতুলিয়ায় সূর্য্যের মুখ দেয়া যায়নি। ঘন কুয়াশার চাদরে চারদিক ছিল ঢাকা। এছাড়া উত্তরের হিমেল বাতাস ও কনকনে শীতে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা থমকে গেছে। তীব্র শীতে সাধারণ মানুষ যাবুথাবু হয়ে পড়েছে। শীতের কারণে কয়েক হাজার পাথর শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘরের বাহিরে বের হয়নি। শীতের তীব্রতা বাড়ায় শিশু কিশোর ও বৃদ্ধরা সর্দি-কাশি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সকালে পুরাতন কমদামী গরম কাপড়ের দোকানে জনসাধারণের ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। এদিকে শীতের তীব্রতা বাড়লেও এখনো সরকারি বা বেসরকারিভাবে গরীব দুখী মানুষের মাঝে পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়নি। ফলে শীত নিবারনে গরীব-দুঃখী মানুষকে খড় কুটরা জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে দেখা গেছে। তেঁতুলিয়া ১ম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার এর পর্যবেক্ষনাগারের উপ-সহকারী জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়া ও শ্রীমঙ্গলে ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

চাঁদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে শহর জামায়াতে ইসলামী। গত মঙ্গলবার বিকেলে চাঁদপুর শহরের দারুস সালাম মসজিদ কমপ্লেক্সেএ মতবিনিময় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজী। এসময় তিনি বলেন, আমরা বিগত দিনেও চেয়েছি আপনাদের পাশে থাকতে কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারনে আমরা তখন পাশে থাকতে পারিনি। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ন্যায়ভিত্তিক একটি সুন্দর রাষ্ট্র উপজার দিতে চায়। আপনারা যদি পাশে থাকেন তাহলে আমরা ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র উপহার দিতে পরবো।

শরীয়তপুরে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

শরীয়তপুর প্রতিনিধি : তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাইচ স্লোগানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শরীয়তপুও জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০২৪ ও জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০২৪ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। শরীয়তপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ স্টেডিয়ামে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ শেখ শরীফ-উজ-জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাদিয়া জেরিন।

চাটমোহরে শিশুকন্যাকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে এক কিশোরের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে এই মামলা দায়ের করা হয়। ধর্ষনচেষ্টার ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার মুলগ্রাম ইউনিয়নের মাঝগ্রামে গত মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে। মামলা সূত্রে জানা গেছে,উপজেলার মাঝগ্রামের বাবু আলীর মেয়ে দূর্গাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী (৬) ঘটনার দিন বাড়িতে একা ছিলো। এসময় প্রতিবেশী কিশোর আশরাফুল আলমের ছেলে স্বপন হোসেন (১৩) তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। শিশুকন্যার চিৎকারে আশপাশের লোকজন বের হলে পালিয়ে যায় স্বপন।

টাঙ্গাইলে শীতার্তদের মাঝে যুবদলের শীতবস্ত্র বিতরণ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতায় টাঙ্গাইলে শীতার্ত হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করছে জেলা যুবদল এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার দুপুরে জেলা যুবদলের উদ্যোগে টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানে শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল, সাবেক জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু, জেলা যুবদলের আহবায়ক খন্দকার রাশেদুল আলম রাশেদ, সদস্য সচিব তৌহিদুল ইসলাম বাবু, যুগ্ম আহবায়ক জাহিদ হাসান মালা, সৈয়দ হাবিবুল আলম সাথিল।

ডুমুরিয়ায় ৩০০ কেজি পুশকৃত চিংড়ি জব্দ করে বিনষ্ট

ডুমুরিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার ডুমুরিয়ায় অপদ্রব্য পুশ করা কালে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে ৩শ চিংড়ি মাছ জব্দ করে বিনষ্ট করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলা সদরের ট্রলার ঘাট সংলগ্ন মাছের ডিপোতে উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আসাদুর রহমান্নর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সোহেল মোঃ জিলুর রহমান রিগান জানতে পারেন ডুমুরিয়া সদরের ট্রলার ঘাট এলাকায় কতিপয় মাছ ব্যবসায়ী গলদা চিংড়ি মাছে অপদ্রব্য পুশ করে বাজার জাত করার জন্যে পায়তারা করছে। বিষয়টি তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আসাদুর রহমানকে অবহিত করলে তিনি ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করলে ৩০০ কেজি চিংড়ী মাছ রেখে মাছ ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যায় । এ সময় পুশকৃত মাছগুলো জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেরিন ফিশারিজ অফিসার অসিত কুমার সরকার, সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা এস,এম মহাসিন হোসেন, টেকনিক্যাল অফিসার প্রণব কুমার দাস, মোঃ আশিকুর রহমান এবং ভূমি অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ।উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, বিদেশে প্রতি বছর আমাদের দেশের অন্তত ৫ হাজার কোটি টাকার মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হচ্ছে চিংড়ি। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তি চিংড়িতে জেলিসহ তরল পদার্থ পুশ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি করছে যা দণ্ডনীয় অপরাধ। অন্যদিকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে মৎস্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এছাড়া চিংড়িতে বিভিন্ন তরল পদার্থ পুশ রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। হাতনাতে অনেককে আটক করে জেল ও জরিমানাও করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, চিংড়ি পরীক্ষার জন্যে ঢাকা,চট্টগ্রাম,কক্সবাজার ও খুলনাতে উন্নত প্রযুক্তির ল্যাবরেটরি রয়েছে। এরপরও যদি কোনো চক্র মৎস্য সেক্টরকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করে তবে সেটার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ।অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

কাউখালীতে শহীদ জিয়া স্মৃতির ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নাম অনুসারে শহীদ জিয়া স্মৃতি এঃ-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন হয়েছে। কাউখালীর ঐতিহ্যবাহী প্রগতি স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে সরকারি কেজি ইউনিয়ন উচ্চ বালক বিদ্যালয় মাঠে ১৬ টি দল নিয়ে টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন কাউখালী উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এস,এম আহসান কবির ও উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ও যুবদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক এইচ,এম দ্বীন মোহাম্মদ। প্রগতি স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউখালী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ক্রীড়া সংস্থার সদস্য লিয়াকত হোসেন, প্রগতি স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, শহীদ জিয়া স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক সাইদুল হাসান সান্টু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহিদুর রহমান ফিরোজ, সদস্য সচিব রাকিব তালুকদার, উপজেলা জাসাসের আহবায়ক মনিরুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আল মাহমুদ সুমন, যুগ্ম আহবায়ক রাব্বি রহমান লাফিত, গোলাম রব্বানী। টুর্নামেন্টে ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে রাজাপুর রয়েল, ফ্রেন্ডস ক্লাব পিরোজপুর, কলেজপাড়া একাদশকা কাউখালী।

জামালপুরে বিপুল হত্যা মামলার তিন আসামি গ্রেফতার

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ী পোগলদিঘার তারাকান্দি গ্রামের আতাউর রহমান বিপুল (৫০) হত্যা মামলার তিন আসামি গাজীপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। জানায়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংস হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। সেই হত্যাকান্ডের ঘটনায় আরও তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা যায় গভীর রাতে এক গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গাজীপুর জেলার মেট্রোপলিটন চক্রবর্তী ট্যাংক এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এ নিয়ে এজাহার নামীয় মোট ৫জন আসামীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সরিষাবাড়ি থানা সূত্রে জানাজায়, আনোয়ার হোসেন বিপুল হত্যাকান্ডের ঘটনায় তার ভাই আল-আমিন গত ১৭ জানুয়ারী ঘটনার দিন সরিষাবাড়ী থানায় তার চাচাতো ভাই ও হত্যাকান্ডের মূল হোতা আসাদুজ্জামান আপেলকে প্রধান আসামী করে মোট ১০ জনের নাম উল্লেখ করেন।

শীতের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে কাজের অপেক্ষায় এক শ্রমিক। শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান চত্বর, রাজশাহী।

রোনালদোর জোড়া গোলে জয় পেলো আল নাসর

স্পোর্টস ডেস্ক : গোল ছাড়া অন্যকিছু বোঝেন না তিনি, খুদে ভক্তরাও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে এমন মন্তব্য করতে পারেন। আসলেই তাই। কীভাবে গোল করা যায়, মাঠে নামলে সেই চিন্তায় বিভোর থাকেন পর্তুগিজ তারকা। সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষের জাল ছিন্ন করেন তিনি। স্বভাবসুলভ সেই মানসিকতা নিয়ে গত মঙ্গলবার রাতেও করলেন দুটি গোল। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে রোনালদো গোল ২টি করেছেন আল খালিজের বিপক্ষে। এতে তার দল আল নাসর জয় পেয়েছে ৩-১ ব্যবধানে। রোনালদোদের হয়ে বাকি এক গোল করেন সুলতান আল ঘানাম। এই ম্যাচে অবশ্য আল খালিজের দুর্বল ভার্সনের বিপক্ষে খেলেছে আল নাসর। কেননা ম্যাচের ৩৪ মিনিটেই ১০ জনের দলে পরিণত হয়েছিল আল খালিজ। লাল কার্ড দেখেছিলেন সায়েদ আল হামসাল। ৬৫ মিনিটে রোনালদোর গোলে লিড নেয় আল নাসর। নিচু শটে আল খালিজের জাল খুঁজে বের করেন তিনি। ৮০ মিনিটে সফল পেনাল্টি কিকে আল খালিজকে ১-১ সমতায় ফেরান কনস্টাস ফরচুনিস। প্রিন্স মোহাম্মদ বিন ফাহাদ স্টেডিয়ামে এক মিনিট পর আবারও এগিয়ে যায় আল নাসর। ৮১ মিনিটে গোল করেন ঘানাম। রোনালদো নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ৯৮ মিনিটে। এতে আল নাসর এগিয়ে যায় ৩-১ ব্যবধানে। দল জিতিয়ে চলতি মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে গোলের সংখ্যায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন রোনালদো। এ নিয়ে ১৩ গোল করে গোলদাতাদের তালিকায় সবার ওপরে নাম লিখিয়েছেন ৫ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা। পেছনে ফেলেছেন আলেকজান্ডার মিত্রোভিচ ও করিম বেঞ্জেমাকে।

অবিশ্বাস্য কামব্যাকে জয় পেলো বার্সেলোনা

স্পোর্টস ডেস্ক : খেলা শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে পর্যন্ত ২-৪ গোলে পিছিয়ে ছিল তারা। তার পরেই ভাল ফুটবল খেলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জিতল বার্সেলোনা। গত মঙ্গলবার রাতে বেনফিকাকে হারাল ৫-৪ গোলে। হান্সি ফ্লিকের ছেলেরা পৌঁছে গেল শেষ ১৬-য়। পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকার হয়ে প্রথমার্ধে হ্যাটট্রিক করেন ভানজেলিস পাভলিডিস। বার্সা গোলকিপার উজসিয়েচ শেজনি দু'টি বড় ভুল করেন। তবে পেনাল্টি থেকে রবার্ট লেয়নডস্কির জোড়া গোল, এরিক গার্সিয়া এবং রাফিনহার জোড়া গোলে সম্মান বাঁচিয়েছে বার্সা। নিশ্চিত করেছে শেষ ষোলোয় খেলাও। ম্যাচের পর ফ্লিক বলেছেন, "পাগলের মতো একটা ম্যাচ হল। বেনফিকা প্রথমার্ধে ভাল খেলেছে। আমরা অনেক ভুল করেছি। তবে আমার দলের মানসিকতার প্রশংসা করব। ওরা সব সময়ে নিজেদের উপরে বিশ্বাস রাখে। অবিশ্বাস্য ভাবে ম্যাচে ফিরে এল।" ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে বেনফিকাকে এগিয়ে দেন পাভলিডিস। আলেজান্দ্রো বালদেকে ফাউল করেন বেনফিকা ডিফেন্ডার টমাস আরাউখো। পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান লেয়নডস্কি। শেজনির ভুলে আবার এগিয়ে যায় বেনফিকা। একটি বল ধরতে গিয়ে সতীর্থ বালদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় শেজনির। পাভলিডিস সেই বল ধরে ফাঁকা গোলে ঠেলে দেন। কিছু ক্ষণ পরে আবার ভুল করেন শেজনি। এ বার বিপক্ষের কেরেম আকতুরকোগ্লুকে ফাউল করেন বক্সে। পেনাল্টি থেকে ৩-১ গোলে পাভলিডিস। রাফিনহা দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল শোধ দিলেও বেনফিকা ৪-২ করে আরাউখোর সৌজন্যে। তবে শেষ ১৫ মিনিটে ঝড় তুলে দিয়ে বেনফিকাকে হারিয়ে দেয় বার্সা।

পিএসএলে দল না পাওয়া নিয়ে যা বললেন তাসকিন

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) দল না পেয়ে হতাশ নন বাংলাদেশের পেসার তাসকিন আহমেদ। তিনি জানান আমার প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশ জাতীয় দল এবং চলতি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ভাল পারফরমেন্স করা। সম্প্রতি লাহোরে হওয়া পিএসএল ড্রাফটে দল না পেয়ে হতাশ কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তাসকিন বলেন, 'মন খারাপ করার কিছু আছে কি? আমার প্রধান লক্ষ্য দেশের হয়ে সেরা পারফরমেন্স করা এবং যেখানেই খেলি সেখানে ভালো করা। আমি এসব নিয়ে হতাশ নই। আমি জানি ভালো খেলতে পারলে অবশ্যই সুযোগ আসবে।' তাসকিনকে দলে ভেড়াতে একাধিকবার তার সাথে যোগাযোগ করেছিল আইপিএলের র্ফ্যাঞ্চাইজিরা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছ থেকে এনওসি না পাওয়ায়, আইপিএলের খেলার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। তাসকিন বলেন, 'আইপিএলে খেলার বেশ কয়েকটি সুযোগ ছিল। আমার যতটুকু মনে পড়ে, অন্তত তিনবার। তবে এগুলো আমার কাছে চিন্তার বিষয় নয়। যদি আমি এসব নিয়ে হতাশ হতাম, এতদিনে নিজের গলায় দড়ি দিতাম। আমার ভাগ্যে ছিল না। আমি আশা করি সেখানে ভবিষ্যতে আরও অনেক সুযোগ থাকবে।' এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলছেন তাসকিন। বিপিএলের বাইরে শুধুমাত্র লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল) টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলেছেন তিনি। ড্রাফটের পর কোনও র্ফ্যাঞ্চাইজি তার সাথে যোগাযোগ করেনি বলে জানিয়েছেন তাসকিন। তবে কোন দলে খেলোয়াড় বদলি হলে খেলার সুযোগ পেতে পারেন তিনি। চলতি বিপিএলে সর্বোচ্চ ২০ উইকেট নিয়ে তালিকার শীর্ষে থাকা তাসকিন বলেন, 'আমি ড্রাফটে দল পাইনি। কিন্তু এখানেই পৃথিবীর শেষ নয়।

এবার নেইমারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ খুললেন এমবাপ্পে

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২১ সালে বার্সেলোনা থেকে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইতে (পিএসজি) পাড়ি জামিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। এরপরই প্রকাশ্যে আসে নেইমার ও এমবাপ্পের দ্বন্দ্বের বিষয়টি। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত পিএসজি ছাড়তে বাধ্যই হয়েছিলেন নেইমার। সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোমারিওর একটি পডকাস্টেএমবাপ্পের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন মেসির ভালো সম্পর্কের কারণে 'ঈর্ষান্বিত' হয়ে পড়েছিলেন এমবাপে! এবার নেইমারের কথা পাল্টা জবাব দিয়েছেন এমবাপ্পে। ব্রাজিলের টিএনটি স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমবাপ্পে বলেন, এমন (ঈর্ষা) কিছু নয়, সত্যিকার অর্থে আমার বলার মতো কিছু নেই। রিয়াল মাদ্রিদেই এখন আমার পুরো মনোযোগ। নেইমারের জন্যও আমার অনেক সম্মান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমি নেইমারের ব্যাপারে অনেকবারই বলেছি, তবে আমি ইতিবাচক থাকতে চাই। তিনি ফুটবল ইতিহাসের ব্যতিক্রমী একজন খেলোয়াড় এবং প্যারিসে আমরা একসঙ্গে স্মরণীয় সময় কাটিয়েছি। এখন আমি মাদ্রিদে, এখানকার মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে চাই। নেইমার, তার পরিবার ও সকল বন্ধুদের জন্যও শুভকামনা। এর আগে এমবাপ্পের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে নেইমার বলেছিলেন, তার সঙ্গে আমার কিছু সমস্যা হয়েছিল, আমরা একটু ঝগড়াও করেছি। তবে সেটা শুরুতে। যখন সে যোগ দেয়, তখন সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি সবসময় তাকে বলতাম, তার সঙ্গে মজা করতাম যে, সে একদিন সেরাদের একজন হবে। আমি সবসময় তাকে সাহায্য করতাম, তার সঙ্গে কথা বলতাম। 'সে আমার বাড়িতে আসত, আমরা একসঙ্গে ডিনারও করতাম। আমরা কয়েক বছর ভালো সময় কাটিয়েছি, কিন্তু এরপর, মেসি আসার পর, আমি মনে করি সে একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল সে আমাকে কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাইত না এবং এরপর থেকেই ঝগড়া শুরু হয়, তার আচরণে পরিবর্তন আসে।' মেসির সঙ্গে নেইমারের সম্পর্ক কতটা গভীর তা সবারই জানা। বার্সেলোনায় ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত একত্রে নানা সফল সময় পার করেছেন মেসি-নেইমার। ভালো বন্ধুও তারা। তবে পিএসজিতে মেসি যোগ দেওয়ায় সেরা সাফল্যের আশায় ছিল ফরাসি ক্লাবটি। কিন্তু সফল হতে পারেননি নেইমার, এমবাপ্পে ও মেসি। যার জন্য সমন্বয়ের অভাবকে

দায়ী করেছিলেন নেইমার। তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাকে বুঝতে হবে, তুমি একা খেলতে পারবে না। তোমাকে অন্যদেরও পাশে রাখতে হবে। 'আমি সেরা, ঠিক আছে', কিন্তু তোমাকে কে বল দেবে? তোমার পাশে ভালো খেলোয়াড় থাকতে হবে, যারা বল দিতে পারবে। এটা সবার ইগোর বিষয় ছিল...তাই এটা সফল হতে পারেনি। আজকের দিনে, কেউ যদি না দৌড়ায়, কেউ যদি একে অপরকে সাহায্য না করে, তাহলে জয় অসম্ভব।

তরুণ ব্রাজিলিয়ানকে দলে ভেড়ালো সিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবলার তৈরির কারখানা ব্রাজিল থেকে আরও এক তরুণকে দলে ভিড়িয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। জাতীয় দলে অভিষেক হওয়ার আগেই ম্যানসিটির ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ১৯ বছর বয়সী ভিক্টর রেইস। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরেস থেকে ইংল্যান্ডের বিমানে উড়াল দিচ্ছেন এই ডিফেন্ডার। জাতীয় দলে না খেললেও ব্রাজিলের বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন ভিক্টর। অনূর্ধ্ব-১৬ ও ১৭ দলের জার্সি গায়ে দিয়েছেন তিনি। ভিক্টরের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি গত মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে সিটি। ভিক্টরকে দলে ভেড়াতে ম্যানসিটিকে খরচ করতে হয়েছে ৩ কোটি ৬২ লাখ ডলার। ব্রাজিলিয়ান এই তরুণের সঙ্গে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটির চুক্তি সাড়ে ৪ বছরের। সে হিসেবে ২০২৯ সাল পর্যন্ত ইতিহাদে থাকার কথা ভিক্টরের। গ্রীষ্মকালীন উইন্ডোতে ম্যানসিটির সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করা দ্বিতীয় ফুটবলার ভিক্টর। এর আগে গত সোমবার মিশ-রীয় তারকা আব্দুলকদির খুসানভের সঙ্গে সমঝোতা করেছে সিটি। সিটিতে যোগ দিয়ে ভিক্টর বলেন, 'বিশ্বের অন্যতম বড় ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। সবাই সাম্প্রতিক মৌসুমগুলোতে (সিটির) আশ্চর্যজনক অর্জন দেখা গেছে। ট্রফি আমিও অবদান রাখতে চাই। পেপ গার্দিওলার সঙ্গে প্রত্যেক তরুণ খেলোয়াড়ই কাজ করতে চায় এবং আমি জানি, সে আমাকে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।' ভিক্টর আরও বলেন, 'সিটিরও ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা আছে। এডারসন এবং স্যাভিনহোর মতো এই দলে যোগ দেওয়া আমার জন্য বড় সহায়ক হবে।' গ্রীষ্মকালীন উইন্ডোতে ম্যানসিটি থেকে ধারে ইতালিয়ান সিরিআতে যোগ দিতে পারেন ডিফেন্ডার কাইল ওয়াকার। ইংলিশ তারকার

ইসলাম

ঈমানি দুর্বলতা কাটানোর ১০ আমল

ধর্ম ডেস্ক : বহু মুসলমান ভাইয়ের অবস্থা এমন যে আমল ও ইবাদতের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। নামাজ পড়তে ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ হয় না। অথবা নিয়মিত ইবাদত করা সম্ভব হয় না। এসব কিছু ঈমানি দুর্বলতার পরিচায়ক। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানি দুর্বলতা কাটানোর ১০টি আমল বর্ণনা করা হলো- ১. এমন লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন, যাঁদের সংস্পর্শে গেলে আমল বেড়ে যায়। যাঁরা অন্যকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১১৯) ২. বেশি পরিমাণে কোরআন তিলাওয়াত করুন বা শ্রবণ করুন। এ মর্মে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে- '...আর যখন তাদের সামনে তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ইমান বেড়ে যায়...।' (সুরা : আনফাল, আয়াত : ২) ৩. নবীদের সিরাত, সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পড়ুন। কেননা মহান আল্লাহ মহানবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের অন্তর প্রশান্ত করার জন্য পবিত্র কোরআনে নবীদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে আমাদের ঈমানের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,..মানুষ যেভাবে ইমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ইমান আনো...।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৩) এ আয়াতের তাফসিরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবারা যেভাবে ইমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ইমান আনো।' (তাফসিরে তাবারি, সংশ্লিষ্ট আয়াত) ৪. অধিক হারে আল্লাহর জিকির করুন। কেননা দুর্বল ঈমানের সুস্থতার জন্য জিকির খুবই উপকারী। আল্লাহর জিকির অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে। মুমিনের অন্তর জিকিরের মাধ্যমে প্রশান্ত হয়। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা ঈমানদার এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রেখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।' (সুরা : রাদ, আয়াত : ২৮) ৫. ইসলামের

সৌন্দর্য সম্পর্কে জানুন। কেননা ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করেছে এবং ঈমানের প্রতি ধাবিত করেছে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, '...কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ৭) ৬. প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। আকাশে মেঘ দেখলে আরবরা খুশি হতো। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর চেহারা আজাবের ভয়ে মলিন হয়ে যেত। কেননা সামুদ জাতি আজাব বহনকারী মেঘ দেখে রহমতের বৃষ্টি ভেবে ফুর্তিতে মেতেছিল। (মুসলিম, হাদিস : ৮৯৯)আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০) ৭. সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে প্রাধান্য দিন। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মিষ্টতা পাবে; ১. যে কাউকে ভালোবাসলে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসবে; ২. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় হবে এবং ৩. আল্লাহ তাকে কুফর থেকে পরিত্রাণ করার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার কাছে পছন্দনীয় হবে।' (বুখারি, হাদিস : ৪৯৮৭) ৮. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সামান্যতার কথা চিন্তা করুন।

পানি পান করার ১০ সুন্নত

ধর্ম ডেস্ক : সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ জীবনযাপনে নিয়মিত পানি পান করা অপরিহার্য। এ পানি পানের রয়েছে বেশি কিছু সুন্নত কাজ, যা হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় ওঠে এসেছে। পানি পানের নিয়মিত সুন্নত কাজগুলো পালনে জীবন হয়ে ওঠবে সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ। পানি পানের সুন্নত কাজগুলো হলো- ১. শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান হতাশ হয়ে (তার সঙ্গীদের) বলে- তোমাদের (এখানে) রাতযাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার স্থান পেয়ে গেলে। আর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন সে (শয়তান) বলে, তোমাদের রাতযাপন ও রাতের খাওয়ার আয়োজন হলো।' (মুসলিম ২০১৮) ২. ডান হাতে পান করা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য গ্রহণ, পানীয় পান ও পোশাক পরিধানের কাজ ডান হাতে করতেন। এ ছাড়া অন্যান্য কাজ বাম হাতে করতেন।' (আবু দাউদ ৩২), ৩. পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা, হজরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পানি/খাবারের) পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফু দিতে নিষেধ করেছেন।'

ইসলাম ও সংস্কৃতির সমন্বয়

ধর্ম ডেস্ক : ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থার নাম। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দেয় ইসলাম। শুধু আধ্যাত্মিকতা কিংবা জড়বাদী বিশ্বাসের নাম ইসলাম নয়। তাই আলিজা আলী ইজেতবেগোভিচ তাঁর বিখ্যাত 'ইসলাম বিটুইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইসলাম এমন একটি নাম, যা বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ের ওপর প্রযোজ্য। তা মানুষের আচার-ব্যবহারের সুউচ্চ মাধ্যম।' (পৃষ্ঠা : ৫০) খেলাধুলা ও আনন্দ-বিনোদন মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। যদি তাতে ইসলামি বিধি-নিষেধের লঙ্ঘন না হয় এবং ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর এমন সব কিছুই ইসলামে অনুমোদিত। এরই দৃষ্টিকোণ থেকে দৈহিক অনুশীলনের অংশ হিসেবে খেলাধুলা খুবই প্রশংসনীয়। মহানবী (সা.) নিজেও স্ত্রী আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে দুবার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন, মক্কার রুকানা বিন ইয়াজিদের সঙ্গে চারবার মল্লযুদ্ধে জিতেছেন এবং সাহাবিদের তীর নিক্ষেপে পারদর্শী হতে উৎসাহ দিয়েছেন। (তিরমিজি, হাদিস : ১৬৩৭; আবু দাউদ, হাদিস : ২৫৭৮) এমনকি তিনি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিজয়ীদের পুরস্কার দিয়েছেন এবং শিশুদের দ্রুত হাঁটার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে উৎসাহ দিয়েছেন। শারীরিক অনুশীলনের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের অংশ হিসেবে বিভি-ন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে মহানবী (সা.) উৎসাহ দিয়েছেন। তার মানে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব লক্ষণীয়। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব তৈরিতে পেশিশক্তির চেয়ে কোমল-শক্তি (ঝড়ভঃ চড়বিৎ) বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিভাষার প্রথম প্রবক্তা মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ নাই (ঔড়ংবঢ়য ঘুব)। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'বাধ্যবাধকতা বা আর্থিক লেনদের বদলে আকর্ষণ তৈরির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করাই কোমল শক্তি। আর এ আকর্ষণ তৈরির অন্যতম উপাদান হচ্ছে মূল্যবোধ ও আচার-ব্যবহার।' যেমন তিনি বিশ্বব্যাপী আমেরিকান প্রভাব তৈরিতে শিল্প, নাটক, সংগীত, শিক্ষা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যাপক চর্চাকে প্রধান উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (সফট পাওয়ার : দ্য মিনস টু সাকসেস ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড পলিটিকস, পৃষ্ঠা : ১৩-৪৬)।

হৃদয়কে প্রশান্ত করে ঈমান

ধর্ম ডেস্ক : বিপদ-আপদ, রাগ, ক্ষোভ ও ভয় মানুষের ভেতর অস্থিরতা তৈরি করে। মানসিক অস্থিরতা মানুষকে অবসন্ন এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। মানুষের ভেতর হতাশার জন্ম দেয়। আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস মানুষকে এই অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। ঈমানই মানসিক অস্থিরতার উত্তম প্রতিষেধক এবং মানসিক প্রশান্তি মুমিনের প্রতি আল্লাহর উপহার। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সঙ্গে ইমান দৃঢ় করে নেয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীগুলো আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা ফাতাহ, আয়াত : ৪) মুমিনের হৃদয়ে ইমান যত প্রজ্জ্বল হবে, তার মানসিক অস্থিরতাও তত কম হবে; বরং অন্যকে অস্থির হতে দেখলে, সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই মর্মে ইরশাদ হয়েছে, 'সে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ন হইয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দ্বারা, যা তোমরা দেখোনি। তিনি অবিশ্বাসীদের কথা হেয় করেন। আল্লাহর কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ৪০) ঈমানের পর আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি তৈরি করে।

যেমনটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার কাছে বাইআত গ্রহণ করে। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদের তিনি দান করেন প্রশান্তি এবং উপহার দেন আসন্ন বিজয়।' (সুরা ফাতাহ, আয়াত : ১৮) বিপরীতে অবিশ্বাস ও পাপাচার মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করে। ইরশাদ হয়েছে, 'যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মুমিনদের স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন। আর তাদের তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

যেসব আলামত প্রকাশ পাবে কেয়ামতের আগে

ধর্ম ডেস্ক : নবি-রাসুল আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়াই কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সবচেয়ে বড় আলামত। কেয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হচ্ছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন। কারণ তিনি হলেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। কেয়ামতের অনুষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আর কোনো নবি ও রাসুল আসবেন না। নবি-রাসুলের আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থই হলো কেয়ামত সন্নিকটবর্তী। তবে কেয়ামতের আগের আরও কিছু আলামত প্রকাশ পাবে। যা তুলে ধরা হলো- কেয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ বান্দার সতর্কতা জন্য ঘোষণা করেন- 'জমিনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল। আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা।'

মৃত্যুর আগে যে সময় তওবা করা যাবে?

ধর্ম ডেস্ক : আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল তওবা। আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। আর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে তওবা। মানুষ তওবা করলে মহান আল্লাহ খুব খুশি হন। এমনটি ভাবার অবকাশ নেই যে, জীবনভর গুনাহ করেছি, এখন তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিনা? এমনটি না ভেবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে কোন সময় পর্যন্ত তওবা করা যাবে? এ সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা কী? আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বান্দার সমস্ত তওবাই গ্রহণ করবেন। নবীজি (সা.) এরশাদ করেন,ওমৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা বান্দার তওবা কবুল করেন। হাদিসে পাক এসেছে- হজরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর নির্দশন প্রকাশের আগ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন। (তিরমিজি) তবে মানুষের যখন মৃত্যুর গড়গড়া শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ বনি আদমের যখন মওতের টান এসে যায় এবং মালাকুল মাওতকে চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পায় তখন তার জন্য তওবার সুযোগ শেষ হয়ে যায়। এ সময় তাওবা করলেও কোন কাজ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন- 'অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন যারা ভুল বশতঃ মন্দকাজ করে, এরপর অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হলো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।' (সুরা নিসা : আয়াত ১৭),. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন।